তারানায়ে জান্নাত

TARANA-A-JANNAT

[প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড]

কুতুব-উল-আকতাব
অধ্যাপক (অবঃ) আলহাজ্ব হযরত মাওলানা
মুহাম্মদ আয্‌হারুল ইসলাম সিদ্দিকী সাহেব (রহঃ)
বি, এ, (অনার্স); এম, এ; এফ, এম; এল, এল, বি; (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)

সিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
সিদ্দিক নগর, মানিকগঞ্জ দরবার শরীফ

প্রকাশক
মোর্শেদ কেবলার বড় সাহেবজাদা ও প্রধান খলিফা আলহাজ্জ্ব হযরত মাওলানা
ড. মুহাম্মদ মন্যুরুল ইসলাম সিদ্দিকী
বি.এ.(অনার্স); এম.এ; এম.এম; এল.এল.বি; (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)
পীর সাহেব, মানিকগঞ্জ দরবার শরীফ
প্রিন্সিপাল, জামি'আ-আরাবিয়া সিদ্দিকীয়া দারুল উলুম মাদ্রাসা
চেয়ারম্যান, সিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

TARANA-A-JANNAT
Written by the great muslim scientist & religious leader of Bangladesh
Prof. Alhajj Hazrat Maulana Muhammad Azharul Islam Siddiquee (Rh.)
Peer Saheb, Manikgonj Darbar Sharif

Published by
Alhajj Hazrat Maulana D. Muhammad Manzurul Islam Siddiquee
Peer Saheb, Manikganj Darbar Sharif
Principal, Zamia Arabia Siddiquea Darul Ulam Madrasa (Siddique Nagar, Manikgonj)
Chairman, Siddiquea Foundation Bangladesh

১ম প্রকাশ ঃ ১৪০০ হিজরী, ১৯৮১ ইংরেজী
৮ম সংস্করণ ঃ ১৪২৫ হিজরী, ২০০৪ ইংরেজী

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ঃ প্রকাশক
গ্রাফিকস্ ডিজাইন ঃ কম্পিউটার প্রকৌশলী মুহাম্মদ রিয়াজুল হক

অক্ষর সংযোজন ঃ সিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা
মুদ্রণে ঃ জেনিসিস প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
৭৩, সিদ্ধেশ্বরী রোড, রমনা, ঢাকা, E-mail: genesisl@bdcom.com

মূল্য ঃ টাকা ৬০/-
Price : India 60/-, Europe 5 Euro, US $ 5

ISBN-984-32-1188-X

ভূমিকা

আল্লাহ্‌রব্বুল আলামীনকে পাওয়ার জন্য এলমে মা'রেফতের জ্ঞান অর্জনের জন্য যুগ যুগ ধরে মানুষ হক্কানী পীর মোর্শেদের সাহচর্যে আসে এবং আল্লাহ্‌পাকের সান্নিধ্য পাওয়ার প্রয়াসী হয়।

আধ্যাত্মিক গজল সালেককে মহান আল্লাহপাকের খুব নিকটে পৌছায়। এ কিতাবে গজলের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক জগতের কিছু উচ্চাঙ্গের দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্‌পাকের সাথে ভালবাসা স্থাপনের সহায়ক হিসাবে এই কিতাবখানি উপহার দেয়া হয়েছে।

এ অতি নগন্য প্রচেষ্টাকে একটি মানুষ যদি ক্ষমাভরা দৃষ্টিতে দেখে একটু আনন্দ পান তবে শ্রম সার্থক মনে করব।

লেখক

প্রকাশকের কথা

আল্লাহ্পাকের দরবারে অসংখ্য শুকরিয়া ও রাসূলে করিম (সাঃ)-এর প্রতি হাজার কোটি দরূদ ও সালাম। অত্র "তারানায়ে জান্নাত" নামক আধ্যাত্মিক ও মা'রেফতের দুর্লভ বাণী সম্মিলিত উচ্চ ভাবধারায় অতি সহজ ও সরল ভাষায় লিখিত পুস্তকখানার অষ্টম প্রকাশনা বের করে পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম। পুস্তকখানা বিশ্বের একজন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, দার্শনিক, গবেষক, অন্যতম মুসলিম বিজ্ঞানী ও আধ্যাত্মিক মহাসাধক, পীরে কামেল ও মোকাম্মেল, গাউস-উল-আজম, কুতুব-উল-আকতাব, আধ্যাত্মিক জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানব শাহ্ সুফি অধ্যাপক (অবঃ) আলহাজ্জ্ব হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আয্হারুল ইসলাম সিদ্দিকী সাহেব (রহঃ) -র স্ব-রচিত। মা'রেফাতের গজল যুগ যুগ ধরেই মানুষকে আধ্যাত্মিক জগতের উচ্চ শিখরে আরোহণে যেরূপ স্বকীয় ভূমিকা পালন করে থাকে অন্য কোন ভাবেই তা সম্ভব নয়। মা'রেফতের আসল ও গূঢ় রহস্য এই পুস্তকখানার প্রতিটি ছন্দে ছন্দে ঝংকৃত।

যদি বইটি দ্বারা রাহে তরিকাতে বিচরণকারী অথবা সাধারণ পাঠকবৃন্দ বিন্দুমাত্র উপকৃত হন তবে এ ক্ষুদ্র প্রয়াসকে সার্থক মনে করব।

প্রকাশনার কাজে যারা সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেছেন প্রত্যেককে আমার আন্তরিক মুবারকবাদ। সবার জন্য দুনিয়া এবং আখেরাতের মঙ্গল কামনা করি।

প্রকাশনার ক্ষেত্রে অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিছু কিছু ভুল ত্রুটি থাকা একান্তই স্বাভাবিক। সহৃদয় পাঠককুল তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন, এটা বিনীতভাবে কামনা করছি।

প্রকাশক

সূচিপত্র

দ্বিতীয় খন্ড

লেখক পরিচিতি

জন্ম ও বংশ পরিচয়

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, দার্শনিক, গবেষক, অন্যতম মুসলিম বিজ্ঞানী ও আধ্যাত্মিক মহাসাধক, মোজাদ্দেদে মিল্লাত, পীরে মোকাম্মেল, গাউস-উল-আজম, কুতুব-উল-আকতাব, অধ্যাপক (অবঃ) আলহাজ্ব হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আয্হারুল ইসলাম সিদ্দিকী সাহেব (রহঃ) ১৯৩৭ সালে মানিকগঞ্জ জেলার অন্তর্গত ঘিওর থানার তেরশ্রীর পয়লা গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম ও শিক্ষিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ও মাতা উভয়ই সম্ভ্রান্ত সৈয়দ বংশীয় ছিলেন। তাঁর পিতার নাম আলহাজ্ব অধ্যাপক হযরত মাওলানা সৈয়দ মোঃ নছিমুজ্জামান সিদ্দিকী সাহেব (রহঃ), যিনি তেরশ্রী কলেজের একজন অত্যন্ত উচ্চজ্ঞানসম্পন্ন আদর্শ শিক্ষক ও হক্কানী আলেম ছিলেন, তিনি উর্দূ কবি হিসাবে খ্যাত ছিলেন। মোর্শেদ কেব্লার মাতার নাম সৈয়দা মালেকা সিদ্দিকা (রহঃ) তিনি ইসলামী জীবন ব্যবস্থার আদর্শ অনুসারী ও একজন পরহেজগার তাপসী ছিলেন। মোর্শেদ কেব্লার দাদাজান ডাঃ সৈয়দ আব্দুল জব্বার সিদ্দিকী সাহেব (রহঃ) তৎকালীন একজন খ্যাতনামা বিলেত ফেরত সার্জন ও ইসলামী চিন্তাবিদ ছিলেন। তিনি ফারসী ভাষার উচ্চ স্তরের কবি ছিলেন।

শিক্ষা ও কর্ম জীবন

ছেলেবেলা থেকেই তিনি অত্যন্ত প্রখর স্মরণ-শক্তি সম্পন্ন মেধাবী ছাত্র ছিলেন। যার ফলে শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমন্ডলী খুব যত্ন সহকারে তাঁকে পাঠদান করাতেন। তিনি ১৯৫১ সালে ফাযেল পরীক্ষায় বোর্ডষ্ট্যান্ড করেছেন। উল্লেখ্য যে, তখন সমগ্র পাকিস্তানে মাত্র ৪৭ জন প্রথম বিভাগ পেয়েছিলেন। এই মহান আল্লাহ্র ওলী ইসলামী শরীয়তের বিষয়াদি অধ্যায়নের পাশাপাশি জেনারেল বিষয়াদিও অধ্যায়ন করতেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতি বিষয়ে সম্মানের সহিত বি.এ. (অনার্স) ও এম.এ. ডিগ্রী অর্জন করেন। পাশাপাশি এল. এল.বি ডিগ্রী লাভ করে তিনি ঢাকা হাইকোর্টে ওকালতি পেশায় মনোযোগ দেন। মানবিক বিভাগের মেধাবী ছাত্র হলেও তিনি বিজ্ঞান ও আরবী বিভাগের জ্ঞানার্জনে বেশী আগ্রহী ছিলেন। যার ফলে আল্লাহ্পাকের মেহেরবানীতে জ্যোতিশাস্ত্র (Astronomy), দর্শণ (Philosophy), দেহবিজ্ঞান (Physiology), মনোবিজ্ঞান (Psychology), ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা (Anatomy), পদার্থবিদ্যা (Physics), রসায়ন (Chemistry) ইত্যাদি বিষয়ে উক্ত বিভাগের ছাত্রদের তুলনায় অধিক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। বলাবাহুল্য তিনি আরবী ভাষায় মহাপান্ডিত্য অর্জন করেন, যার ফলশ্রুতিতে দেশ বিদেশের বহু বরেণ্য আলেম ওলামাগণ নিজ নিজ অর্জিত এলেমকে আমলে পরিণত করার জন্য তালিম ও তাল্কিন নিতে তাঁর

নিকট ছুটে আসতেন।

তিনি বরাবরই শিক্ষকতাকে পছন্দ করতেন। পেশা হিসেবে তিনি শিক্ষকতাকে বেছে নিয়ে মানিকগঞ্জ দেবেন্দ্র মহাবিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে ১৬ বছর অধ্যাপনা করেন। তাঁর পড়ানোর পদ্ধতিটি এতই অভিনব ও মানসম্মত ছিল যে, যখন তিনি ক্লাসে পড়াতেন তখন অন্যান্য বিভাগের ছাত্ররা তাদের ক্লাস বাদ দিয়ে তাঁর ক্লাস করতে ছুটে আসতো। উল্লেখ্য যে, কোন ছাত্র কখনই বাসায় এসে ক্লাসে পড়ানো বিষয়ে প্রাইভেট পড়তে হয়নি। তবে তিনি ইংরেজী বিভাগের ছাত্রদেরকে প্রাইভেট পড়াতেন। পাশাপাশি তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সিনিয়র এক্‌জামিনার ছিলেন। তিনি সম্মিলিত পূর্ব-পশ্চিম পাকিস্তানের 'সাইকো এনালাইসিস এসোসিয়েশনের' জেনারেল সেক্রেটারী হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন।

আধ্যাত্মিক মহাসাধনা

অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের এই আধ্যাত্মিক মহাসাধক জন্মগত আল্লাহ্‌র ওলী ছিলেন। বড় বড় আল্লাহ্‌র ওলীগণ (কুতুব-উল-আকতাব) দুনিয়াতে আসার পূর্বে আল্লাহ্‌পাকের মহাসৃষ্টি জগতের সব কিছু ঐ আল্লাহ্‌র ওলীর জন্য সব সময় দোয়া করতে থাকেন এবং মহান আল্লাহ্‌পাক দয়াল নবীজী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মাধ্যমে পিতা-মাতা, ওস্তাদ অথবা সে সময়ের কোন আধ্যাত্মিক সাধককে অবগত করান। তিনি যখন মাতৃগর্ভে আসলেন তখন তাঁর পরম শ্রদ্ধেয়া মা স্বপ্নে দেখলেন "স্বয়ং দয়াল নবীজী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) হাসি মুখে এসে একটি সুন্দর লাল গোলাপ তার হাতে উপহার দিলেন এবং সাথে সাথে বেশ কিছু লাল আলো চতুর্দিকে ছড়াচ্ছিল এবং চারিদিক উজ্জ্বল হয়েছিল" (আলহামদুলিল্লাহ্)। হুজুরপাক (সাঃ) বলেছেন - "আমাকে যদি কেহ স্বপ্নে অথবা বাস্তবে দেখে তার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম"। শুধু স্বপ্নে দেখলেই জাহান্নামের আগুন হারাম আর হাসি মুখে ফুল দিলে কি হতে পারে-, সাধনা'রত মোকাম্মেল পীরের জ্ঞানী ভক্তবৃন্দ তা সহজেই অনুধাবন করতে পারেন। যে বিছানায় শিশু মোর্শেদ কেবলা ঘুমাতেন সেই বিছানার পাশের জানালা দিয়ে রোদ এসে বিছানায় পরতো, কিন্তু একটি সাপ এসে জানালায় এমনভাবে পেচিয়ে ফনা ধরে ছিল, যাতে আল্লাহ্‌র অলীর গায়ে রোদ না লাগে (আলহামদুলিল্লাহ্)। এ ঘটনা দেখে তাঁর পিতা বললেন, "ছেলে হিসেবে খোদা আমাকে একটি রত্ন পাঠিয়েছেন, আমি দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ সুসংবাদ পেয়েছি যে, আমার এ ছেলের যমানায় ইসলামী দর্শনে ওর চেয়ে জ্ঞানী আর কেউ হবে না (আলহামদুলিল্লাহ্)"।

খুব ছোট বয়সেই তিনি নির্জনে একা বসে সৃষ্টিজগতের অপূর্ব এই মহাসৃষ্টির মহা স্রষ্টাকে খুজতেন, আর অঝোরে চোখের পানি ঝরাতেন ও বলতেন কে আমাকে বানিয়েছেন আমাকে দেখা দেন। যখন তিনি সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র, তখন তিনি ভাবলেন আল্লাহ্‌পাককে পেতে হলে আরবী মাধ্যমে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, তাই তিনি ইংরেজী মাধ্যমের পাশাপাশি মাদ্রাসা বিভাগের পড়া শেষ করেন।

তিনি ১৯৫১ সালে হযরত মাওলানা মোঃ আব্দুল গণি সাহেব (রহঃ) (বনবাসী দরবেশ) এর নিকট বয়াত (মুরিদ) হন এবং ৯ বছর পাহাড়ে পাহাড়ে সাধনার পর হুজুর কর্তৃক কাদ্‌রীয়া তরীকার খেলাফত প্রাপ্ত হন এবং তাঁর নির্দেশেই চরমোনাইর মরহুম পীর সাহেব হুজুর আলহাজ্ব হযরত মাওলানা সৈয়দ মোঃ এসহাক সাহেব (রহঃ) শ্রদ্ধেয় দাদাহুজুর কেব্‌লার (যিনি পানির উপর জায়নামাজ বিছিয়ে নামাজ পরতেন) নিকট বয়াত গ্রহণ করেন ও এলমে মা'রেফতের জগতে গভীরভাবে বিচরণ করেন এবং অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের আদব জ্ঞান সম্পন্ন এ মহান আল্লাহ্‌র ওলী তাঁর সঠিক সাধনার মাধ্যমে মাত্র ৩ বছরের মাথায় চিশতিয়া সাবেরিয়া তরিকার খেলাফত প্রাপ্ত হন এবং ১৩ বছর শ্রদ্ধেয় দাদাহুজুর কেব্‌লার নিকট সাধনা'রত ছিলেন। বরিশালের হুজুর কেব্‌লা তাঁকে আদর করে "আয্‌হারুল ইসলাম ব্যারিস্টারসাব" নাম ধরে ডাকতেন এবং মাহ্‌ফিলে শ্রদ্ধেয় দাদাহুজুর কেবলা মোর্শেদ কেবল-াকে সকল মানুষের সামনে বলতেন "আয্‌হারুল ইসলাম ব্যারিস্টারসাব খাড়াও (দাঁড়াও) মানুষরে দেহাও (মানুষকে দেখা দাও), এই আয্‌হার আমার কলিজার টুকরা"। মোর্শেদ কেব্‌লা শ্রেষ্ঠ চিশতিয়া ও কাদ্‌রীয়া উভয় তরীকা থেকেই খেলাফত (সনদ) প্রাপ্ত হন।

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ শামসুল হক ফরিদপুরী সাহেব (রহঃ) (শায়েখ- জামে'আয়ে ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, লালবাগ, ঢাকা) আলহাজ্ব হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আয্‌হারুল ইসলাম সিদ্দিকী সাহেব (রহঃ)-কে বলেছিলেন, "আমি আল্লাহ্‌পাকের নিকট দোয়া করেছি, মা'বুদ একজন ইংরেজী বাংলা শিক্ষিত জ্ঞানী মানুষকে আপনি এলমে শরীয়ত ও এলমে মা'রেফতের পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান দান করেন। আমার এ দোয়া আল্লাহ্ পাকের নিকট যে কবুল হয়েছে, তার প্রমাণ হচ্ছেন স্বয়ং আপনি। আল্লাহ্‌পাক আপনাকে এলমে শরীয়ত ও এলমে মা'রেফতের পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান দান করেছেন।" (আলহামদুলিল্লাহ্)

মানিকগঞ্জ দরবার শরীফ প্রতিষ্ঠা

১৯৬৫ সালে বরিশালের হুজুর কেবলা আলহাজ্ব হযরত মাওলানা সৈয়দ মোঃ এসহাক (রহঃ) এর হুকুম ও দোয়ার মাধ্যমে মানিকগঞ্জ দরবার শরীফ প্রতিষ্ঠা করেন ও সমগ্র বিশ্বে ইসলামের এলমে শরীয়ত ও এলমে মা'রেফতের আলো ছড়িয়ে দেয়ার অক্লান্ত পরিশ্রম শুরু করেন। মাইলের পর মাইল, কখনো পায়ে হেটে, কখনো সাইকেল চালিয়ে হুজুর কেবলা মাহ্‌ফিল করতে যেতেন এবং মানুষকে ইসলামের পথে আনতে লাগলেন। উল্লেখ্য যে, বরিশালের হুজুর কেবলা জীবিত থাকা অবস্থায় তিনি কখনোই নিজের নামে বয়াত (মুরিদ) করেননি, এটা তিনি আদবের খেলাফ মনে করতেন। সমাজে হক্কানী আলেম তৈরীর লক্ষ্যে এই মহান আল্লাহ্‌র ওলী ১৯৭৭ সালে জামি'আ-আরাবিয়া সিদ্দিকীয়া দারুল উলুম মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। যেখানে আদব, এলমে শরিয়ত ও এলমে মা'রেফত ইত্যাদি বিষয়ের পাশাপাশি আরবী, উর্দু, বিজ্ঞান ও ইংরেজী বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ তালিম দেয়া হয়। আধ্যাত্মিক জগতের এই দিকপাল তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বের প্রায় এক কোটি ত্রিশ লক্ষ্য মানুষকে সঠিক ইসলামের পথে পরিচালিত করে মহান আল্লাহ্‌পাকের সাথে ভালবাসা স্থাপন করেছেন। মানিকগঞ্জ দরবার শরীফ হচ্ছে হুজুরপাক (সাঃ)-কে ভালবাসার এবং তাঁর সুন্নতকে সঠিকভাবে মানার দরবার শরীফ। তিনি প্রতি বছর অগ্রহায়ণ ও ফাল্গুন মাসে দুইবার বাৎসরিক ইসলামী মহা-সম্মেলনের আয়োজন করেন। যেখানে মাত্র তিন দিনে মানুষকে এলমে মা'রেফত ও এলমে শরীয়তের পূর্ণাঙ্গ দিক নির্দেশনার মাধ্যমে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা তথা হুজুরপাক (সাঃ) এর পূর্ণাঙ্গ সুন্নত পালনের জন্য পরিপূর্ণ শিক্ষা দান করা হয়। যেখানে দেশ বিদেশ থেকে লক্ষ্য লক্ষ্য মানুষ ও ভক্তবৃন্দ এলমে শরিয়ত ও এলমে মা'রেফতের তালিম নিতে এবং নবীপ্রেমে মশগুল হয়ে সুন্নতের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পাগলের মত ছুটে আসেন। এখানে পর্দা, আদব, আখলাক, এলেম থেকে শুরু করে তাসবিহ্‌, পাগড়ী, মেস্‌ওয়াক পর্যন্ত সকল সুন্নতের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা নেয়া হয়। দেশ-বিদেশ থেকে আগত বিভিন্ন আলেম-ওলামাগণ মন্তব্য করেছেন- "মানিকগঞ্জ দরবার শরীফ সুন্নত ও আদবের দরবার"। পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞানের উৎস হচ্ছে কোরআন শরীফ ও হাদিস শরীফ। তার বাস্তব প্রমাণ মানিকগঞ্জ দরবার শরীফে গেলে স্বচক্ষে অবলোকন করা যায়।

মানিকগঞ্জ দরবার শরীফে শিক্ষিত, জ্ঞানী ও আলেমের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশী। বর্তমানে মোর্শেদ কেব্‌লার বড় সাহেবজাদা ও প্রধান খলিফা আলহাজ্ব হযরত মাওলানা ড. মুহাম্মদ মন্‌যুরুল ইসলাম সিদ্দিকী সাহেব বি.এ.(অনার্স); এম.এ; এম.এম; এল.এল.বি; (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) পিতার নির্দেশ ও দোয়ার মাধ্যমে বাৎসরিক ইসলামী মহা-সম্মেলন ও মানিকগঞ্জ দরবার শরীফ অবিকল পিতার মতই পরিচালনা করছেন। বর্তমান পীর সাহেব কেব্‌লা (আব্বা হুজুর) সম্পর্কে বাৎসরিক ইসলামী মহা-সম্মেলনে মোর্শেদ কেব্‌লা বলেছিলেন "তোমাদের জন্য আমি দরদভরা একজন দরদী মনের মানুষকে রেখে গেলাম, আমি আমার আমলে যতটুকু ইসলামের প্রচার এবং প্রসার করেছি আমার আদরের ছেলে, আল্লাহ্‌র বান্দা তার আমলে এর চাইতে দশ গুন বেশী প্রচার এবং প্রসার করবে ইন্‌শাআল্লাহ্‌। বাপকা বেটা সিপাই কা ঘোড়া। ছেলে শক্তিশালী হলেই পিতা শক্তিশালী হয়। আমার এ ছেলে আল্লাহ্‌র বান্দা দুনিয়াতে আসার পূর্বে আমি চোখের পানি ফেলে আল্লাহ্‌পাকের নিকট দোয়া করেছিলাম মা'বুদ আমাকে একটি ছেলে সন্তান দেন আমি এই সন্তানকে ইসলামের কাজের জন্য নিয়োজিত করবো, আল্লাহ্‌পাক আমার এ দোয়া কবুল করেছেন" (আলহামদুলিল্লাহ্‌)। যেই মহান আল্লাহ্‌র ওলী চোখের পলকে একজন জাহান্নামী মানুষকে আল্লাহ্‌র ওলী বানাতে পারতেন সেই মোর্শেদ কেব্‌লা চোখের পানি ঝরিয়ে যাকে দুনিয়াতে এনেছেন সেই মানুষটি কেমন হতে পারে জ্ঞানী মানুষ খুব সহজেই তা বুঝাতে পারেন। আমরা সবাই যেন এই মহানেয়ামতের সঠিক কদর করতে পারি। উল্লেখ্য যে, মানিকগঞ্জ দরবার শরীফের সকল ভক্তবৃন্দ ধর্মীয় গোঁড়ামী, কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস থেকে সম্পুর্ণরূপে নিরাপদ, কারণ মানিকগঞ্জ দরবার শরীফের পীর সাহেব হুজুর, একজন শিক্ষাবিদ হিসাবে শুধু বাংলাদেশেই নয়, সমগ্র বিশ্বে অন্যতম। পাক-ভারত উপমহাদেশে এত উচ্চ শিক্ষিত পীর নেই বললেই চলে। একজন খাঁটি আল্লাহ্‌র ওলি, জাইয়েদ আলেম ও একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদের সহ্‌বতে এসে মহান আল্লাহ্‌পাকের সান্নিধ্য অর্জনের লক্ষ্যে সকলে আমন্ত্রিত।

গবেষণা ও কিতাবসমূহ

যখন বিজ্ঞান চর্চার উপর না-জায়েযের ফতোয়া ছিল, চশমা ব্যবহারটাকেও জায়েয হবে না বলে মনে করা হতো, গোড়া আলেম ও ভন্ড পীরদের কারণে সমাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হচ্ছিল, ঠিক সে সময় তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিরলস গবেষণা করে যুগান্তকারী বিজ্ঞানভিত্তিক মহা কিতাবসমূহের মাধ্যমে সমাজ থেকে কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও ধর্মীয় গোঁড়ামী বিদূরিত করেছিলেন। সেই মহা কিতাবসমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এখানে তুলে ধরা হলো।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পর্দা

সমাজের নর-নারীকে নৈতিক অবক্ষয় থেকে রক্ষা করার জন্য ও চরিত্রবান আদর্শ নর-নারীর সুশৃংখল জীবন পরিচালনার দিক নির্দেশনা হিসাবে কোরআন শরীফ ও মনো-বিজ্ঞানের আলোকে ১৯৭৪ সালে সমাজকে উপহার দিলেন "বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পর্দা" নামক মহাগ্রন্থটি এবং প্রমাণ করে দিয়েছেন পর্দা শুধু ধর্মীয় জীবন ব্যবস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষের জন্য অপরিসীম কল্যাণ বয়ে আনে। যার ফলে অসংখ্য নর-নারী বেপর্দা ও বিষাক্ত জীবন থেকে ফিরে এসে পর্দার মাধ্যমে শান্তিময় ইসলামী জীবন বেছে নিয়েছে। এমনকি এই কিতাব পড়ে অনেক হিন্দু ও খৃষ্টান মহিলারা পর্যন্ত পর্দা (বোরখা পরে) করা শুরু করেছে।

তারানায়ে জান্নাত

তিনি ১৯৮১ সালে "তারানায়ে জান্নাত" বা বেহেশ্‌তী সূর নামক অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের আধ্যাত্মিক গজলের কিতাব প্রকাশ করে মহাকবির পরিচয় দিয়েছেন। যা সালেককে আল্লাহ্‌পাকের খুব নিকটে পৌঁছায়। তারানায়ে জান্নাত স্মরণ করিয়ে দেয়, ৯৯৯ সালের দিকে "মহাকাব্য শাহনামার" লেখক মহাকবি ফেরদৌস সাহেব, আনুমানিক ১২০৫ সালের "গুলিস্তার" লেখক আল্লামা শেখ সা'দী সাহেব (রহঃ) এবং ১২৩৭ সালে "মসনবী শরীফের" লেখক মহাকবি মাওলানা জালালউদ্দিন রুমী সাহেব (রহঃ)-র মত মুসলিম মহাকবিদের অমর কীর্তির কথা।

মহাস্বপ্ন

হুজুরপাক (সাঃ) এর পর সুদীর্ঘ প্রায় ১৫ শত বছর পর তিনিই প্রথম তাঁর লিখিত "মহাস্বপ্ন" নামক কিতাবে একটি হাদিস শরীফের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ করেছেন যা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। সুদীর্ঘ্য দশ বছর নিরলস গবেষণা ও অক্লান্ত পরিশ্রম করে ১৯৮৬ সালে বিজ্ঞানকে উপহার দিলেন 'মহাস্বপ্ন' নামক বিজ্ঞানভিত্তিক মহাকিতাব। যা ইতিহাসে ইসলামের নাম উজ্জ্বল করে রাখবে।

এই কিতাবে তিনি বিজ্ঞানের এই উৎকর্ষের যুগে বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ নতুন একটি থিওরী (Man will have never been vanishing, and one man divided into crore of crores **atom-men** after death and they can listen and watch with live feelings)। "মৃত্যুর পর মানুষ নিঃশেষ হয়ে যায় না, একটি মানুষ কোটি কোটি **পরমাণু-মানুষে** রূপান্তরিত হয় এবং তারা অনুভূতি নিয়েই দেখতে ও শুনতে পায়" আবিষ্কার করে প্রমাণ করে দিয়েছেন ইসলামের মহা মনীষীদের মাধ্যমেই বিজ্ঞানের সূত্রপাত। এবং মনে করিয়ে দিয়েছেন ৭৬৮ সালে রসায়নের জনক জাবির ইবনে হাইয়ান সাহেবের কথা, যার লিখিত "আল-কিমিয়া" নামক মহাকিতাব থেকে পরবর্তীতে রসায়নের (Chemistry) জন্ম, তিনিই প্রথম সালফিউরিক এসিড, নাইট্রিক এসিড ইত্যাদি আবিষ্কার করেছিলেন। আল-বাত্তানী সেই ৮৯০ সালেই ত্রিকোণমিতির সাইন (SinA), কোসাইনের (CosA) সাথে ট্যানজেন্টের (TanA) সম্পর্ক আবিষ্কার করেছিলেন এবং সর্বপ্রথম ৩৬৫ দিন, ৫ ঘন্টা, ৪৬ মিনিট ২৪ সেকেন্ড = এক সৌর বছর প্রমাণ করে দিয়েছিলেন, এবং টলেমীর বহু থিওরী সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণ করে দিয়েছিলেন। আনুমানিক ১০১৫ সালের চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক আবু আলী ইবনে সিনায় লিখিত মহা-কিতাব "আল কানুন ফি আল টিব্ব" (যা ছিল ১৭৫০ সাল পর্যন্ত বিশ্বের সমস্ত দেশের চিকিৎসা বিজ্ঞানের পাঠ্য বই) এর ইসলামের মর্যাদাপূর্ণ বিজয়ের কথা। একজন নবীন বিজ্ঞানী ও গবেষক "মহাস্বপ্ন" নিয়ে গবেষণা করে বলেছেন "মহাস্বপ্ন" নামক মহাকিতাবটি প্রায় ৫০০ বছরের ভিতরে অন্যতম মুসলিম মহাবিজ্ঞানীর আবিষ্কার যা বিজ্ঞানের মত ধারাকে পরিবর্তন করবে। উল্লেখ্য ১৯৮৭ সালে এই মহাবিজ্ঞানী মোর্শেদ কেবলা বলেছিলেন "মানুষের আঙ্গুলের একটু অংশ কেটে ফেললে ঐ কাটা অংশ থেকে অসংখ্য মানুষ তৈরী করা সম্ভব"- যা পরবর্তীতে ক্লোন থিওরীর রূপ নিল এবং ডলি নামক ভেড়া তৈরী করা হল। মানুষ তৈরীর গবেষণা চলছে। "মহাস্বপ্ন" সম্পর্কে তিনি বলেছেন, আমার মহাস্বপ্ন নামক চটি বইখানা যদি ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে কয়েকটি ৫ টনি ট্রাক ভরা কিতাব হবে।

জীবন রহস্য ও দেহতত্ত্ব (A Philosophy of Physiology)

১৯৮৮ সালে তিনি "জীবন রহস্য ও দেহতত্ত্ব" (A Philosophy of Physiology) নামক কিতাবের মাধ্যমে জীব বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে ও দর্শনের যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন মহান আল্লাহ্‌পাক মানব দেহের ভিতরের নানা জটিল কার্য কিভাবে অনবরত সমাধান করছেন এবং দেহটাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। মেডিক্যাল সাইন্সের জিস্ট (নির্যাস) বের করে কোরআন শরী-ফের আলোকে এ কিতাবখানি লেখা হয়েছে। মানব দেহের কোথায় আল্লাহ্‌পাক থাকেন তার সঠিক প্রমাণ করা হয়েছে। অনেক নাস্তিক এ কিতাব পড়ে আল্লাহ্‌পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে বাধ্য হয়েছে এবং আল্লাহ্‌র পথে এসেছে।

মা'রেফতের ভেদতত্ত্ব

১৯৮৯ সালে "মা'রেফতের ভেদতত্ত্ব" নামক মা'রেফতের উচ্চাঙ্গের তথ্য ও দিক নির্দেশনা সম্বলিত কিতাব লিখেন, যা চিশতিয়া সাবেরিয়া তরীকার সালেকদের পাঠ্য বই হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

মহা ভাবনা (A Philosophy of Astronomy)

মহান আল্লাহ্‌পাকের অস্তিত্ব সম্পর্কে একমাত্র তিনিই প্রথম তাঁর লিখিত "মহা-ভাবনা" (A Philosophy of Astronomy) নামক মহাকিতাবে সমগ্র বিশ্বকে চ্যালেঞ্জ করেছেন, যা বিশ্বের নাস্তিকদের মাথা নিচু করে দিচ্ছে। কোরআন শরীফ, হাদীস শরীফ ও বিজ্ঞানের আলোকে আল্লাহ্‌পাকের বিশালতা সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করা হয়েছে এ কিতাবটিতে। এবং যুক্তি দিয়ে দেখানো হয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌পাকের এবাদত করে না সে নিকৃষ্ট প্রাণীর চেয়েও অধম। উল্লেখ্য তিনি ১৯৯৯ সালের ১৩ই মার্চ সমগ্র বিশ্বের প্রায় ২০০ ডক্টরেট ও মুসলিম দার্শনিকগণের মাধ্যমে যুগের শ্রেষ্ঠ রচনা হিসেবে ড. সিকান্দার আলী ইব্রাহিমী সাহেব কর্তৃক স্বর্ণপদক পেয়েছেন। বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষক ডাঃ হারুন-অর-রশিদ সাহেবের (লেকচারার, ডি.এম.সি) মতে বর্তমান বিশ্বে Modern Astronomy বলতে যদি কিছু থাকে তার নাম হচ্ছে "মহা-ভাবনা"।

ধূম পিপাসা সর্বনাশা

১৯৮৯ সালে "ধূম পিপাসা সর্বনাশা" কিতাবের মাধ্যমে প্রকাশ করলেন কি উপায়ে ধুমপান করলে কোন ক্ষতি হয় না এবং কিভাবে ধুমপান ত্যাগ করা যায় তার একটি অব্যর্থ উপায় বলা হয়েছে। ইহা বহু পরীক্ষিত।

পীর ধরার অকাট্য দলিল

"পীর ধরার অকাট্য দলিল" লিখে প্রমাণ করলেন আল্লাহ্‌পাকের সান্নিধ্য পেতে হলে একজন খাঁটি পীর অবশ্যই ধরতে হবে। পৃথিবীর যুগশ্রেষ্ঠ সমস্ত আল্লাহ্‌র ওলীগণ সবাই যে পীর ধরেই মহামনীষী হয়েছেন, সে সম্পর্কে সঠিক আলোচনা করেছেন।

কয়েকটি কারামত

আল্লাহ্‌পাকের বড় বড় ওলীদের (কুতুব-উল-আকতাব) জীবনে মহান আল্লাহ্‌পাকের পক্ষ থেকে বিভিন্ন অলৌকিক ঘটনা ঘটে থাকে। যার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি পায়। তেমনি কিছু সংখ্যক অলৌকিক ঘটনা বা কারামত এখানে প্রকাশ করা হল।

* গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বিচারপতি মোঃ আব্দুস সালাম সাহেবকে হাফেজ্জী হুজুরের খলিফা অধ্যাপক জনাব সামসুল আলম সাহেব, হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) এর লিখা "কাসদুল সাবিল" নামক এলমে মা'রেফতের একটি কিতাব পড়তে দিয়েছিলেন। বিচারপতি সাহেবের ভাষায়- "কাসদুল সাবিল" কিতাবখানা পড়া অবস্থায় আমি একদিন মানিকগঞ্জের হুজুর কেব্‌লার সহিত জামাতে আসর নামাজ পড়ার জন্য মানিকগঞ্জ দরবার শরীফে যাই। আসরের নামাজ পড়ার পর আমি মোর্শেদ কেবলাকে সালাম প্রদান করি- 'আস্‌সালাম আলাইকুম'। সালামের জবাব দেওয়ার পর তিনি আমাকে বললেন, "আসর নামাজের পূর্বে, আমার এখানে আসার সময় আপনি 'কাসদুল সাবিল' কিতাবখানা পড়ে এসেছেন।" আমি বললাম, "জ্বী হুজুর" এবং তাঁর 'এলমে কাশ্‌ফ' সম্পর্কে অবগত হয়ে বিস্মিত হলাম।

* স্থান বয়রাঃ মোর্শেদ কেবলা মানিকগঞ্জের হরিরামপুরের বয়রা গ্রামে আব্দুল হালিম নামে একজন মুরিদের বাড়ীতে গিয়েছিলেন। তিনি তখন নীচের দিকে তাকিয়ে বললেন "মাটির নীচ দিয়ে তো ইলিশ মাছের ঝাঁক দেখা যায়"। ঐ মুরিদ তখন কিছু বুঝতে পারলো না, বুঝার কথাও না। আল্লাহ্‌র ওলীদের কথা বুঝাটাও একটা কারামত। বয়রা থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচ মাইল দূরে পদ্মা নদী ছিল। কিছু দিনের মধ্যে এই সাড়ে পাঁচ মাইল জায়গা ভেঙ্গে ঐ মুরিদের বাড়ী সহ নদী হয়ে গেল। এখন সেই জায়গায় ইলিশ মাছের ঝাক দেখা যায়। জেলেরা অধিক সংখ্যক ইলিশ মাছ ধরার জন্য সেখানে যায়।

* স্থান ঃ সাটুরিয়া নন্দেশীতে - মোর্শেদ কেবলা একদিন আসরের নামাজ আদায় করতে দেরি হয়েছিল অর্থাৎ নামাজের সময় প্রায় শেষের দিকে। তখন সাথে কয়েকজন মুরিদ ছিল তাদেরকে তিনি বললেন "মসজিদের দরজা-জানালা বন্ধ করে দেও আমি নামাজ আদায় করি"। মসজিদের ভিতরে মোর্শেদ কেব্‌লা একাই নামাজ আদায় করছিলেন। দরজা জানালা বন্ধ করে মুরিদরা বাইরে বসা ছিল, একটু পরে আব্দুল কাদের মোল্লা (মোর্শেদ কেব্‌লার খাদেম) ভাই ভাবলেন কোন জানালা খোলা আছে নাকি দেখে আসি, তিনি মসজিদের দরজা দিয়ে ভিতরে তাকিয়ে দেখেন মোর্শেদ কেবলার জায়নামাজ মাটি থেকে এক হাত উপরে উঠে আছে এবং মোর্শেদ কেব্‌লা শূন্যের উপরে নামাজ আদায় করছেন (আলহামদুল্লিল্লাহ্)। — চোখে দেখা সাক্ষী মোল্লা ভাই ও কয়েকজন মাওলানা সাহেবকে আল্লাহ্‌পাক আজও বাঁচিয়ে রেখেছেন।

* স্থান ঃ গোলাকান্দা – মোর্শেদ কেব্‌লা রাতে বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে ছিলেন। সাথে মাওলানা মজিবুর রহমান লাহরী ও শওকত নামে দুই জন মুরিদ ছিলেন। তারাও ঘুমালেন। গভীর রাতে মাওলানা লাহরী সাহেব উঠে দেখলেন মোর্শেদ কেব্‌লা বিছানায় নাই তখন তিনি ভাবলেন মোর্শেদ কেব্‌লা কি এস্তেঞ্জায় গেলেন, ভাল করে খুঁজে দেখলেন নেই। মসজিদেও নেই। এদিক ওদিক খুঁজতে গিয়ে মাওলানা লাহরী ও শওকত সাহেব দেখলেন পশ্চিম পাশে পুকুরের মাঝখানে আকাশের উপর থেকে একটি উজ্জ্বল আলো এসে পরছে সেই আলোর মাঝখানে মোর্শেদ কেব্‌লা জায়নামাজ বিছিয়ে নামাজ পড়ছেন! (আলহামদুলিল্লাহ্)। কিছুক্ষণ পর জায়নামাজ সহ মোর্শেদ কেব্‌লা পানির উপর দিয়ে ভেসে পুকুরের কিনারের দিকে আসতে লাগলেন, উপর থেকে আলোটাও আসছিল। তখন মুরিদ দুইজন ভাবলেন মোর্শেদ কেব্‌লা যদি তাদেরকে দেখে রাগ করেন, এই ভেবে দুইজন এসে ঘরে শুয়ে পড়লেন। কিন্তু আল্লাহ্‌র ওলী বুঝতে পেরেছিলেন এরা দুইজন দেখে ফেলেছে, ঘরে এসে দুইজনকে বললেন "যা দেখেছো আমি জীবিত থাকা অবস্থায় কখনও কারো কাছে বলবে না"। –চোখে দেখা সাক্ষী মাওলানা মজিবুর রহমান লাহরী ও শওকত সাহেবকে আল্লাহ্‌পাক আজও বাঁচিয়ে রেখেছেন।

* ১৯৯৪ সালে উত্তর বাড্ডা ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল ও গুলশান কেন্দ্রীয় মসজিদের খতিব আলহাজ্ব হযরত মাওলানা মোঃ শামসুল হক সাহেব হজ্ব করতে যাবেন, তখন তিনি কুতুব-উল-আকতাব হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আয্‌হারুল ইসলাম সিদ্দিকী সাহেবের (রহঃ) নিকট দোয়ার দরখাস্ত করেন। মোর্শেদ কেবলা প্রিন্সিপাল সাহেবকে বললেন "মদীনা মনোয়ারায় মসজিদে নববীতে নামাজ আদায় করার পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর রওজা মোবারক জিয়ারতের সময় আমার সালাম ও দরূদ শরীফ দয়াল নবীজীকে (সাঃ) পৌছায়ে দিয়েন।" প্রিন্সিপাল সাহেব হজ্ব করতে গেলেন, তিনি হুজুর (সাঃ) এর রওজা শরীফে গিয়ে বাংলাদেশ থেকে যারা সালাম পাঠিয়েছিল একে একে সবার নাম বলে সালাম দিচ্ছিলেন যেই মাত্র প্রিন্সিপাল সাহেব দয়াল মোর্শেদ কেবলার নাম বলে সালাম দিলেন সাথে সাথে হুজুরপাক (সাঃ) এর রওজা শরীফ থেকে সালামের জবাব আসল "ওয়াকুল্লাহু মিননি সালাম" অর্থাৎ আমার সালামও তাঁহার নিকট পৌছায়ে দিও" (সুবহানআল্লাহ্)। এ তরীকার ইমাম কুতুব-উল-আকতাব গরীব-ই-নেওয়াজ হযরত খাজা মাঈনুদ্দিন চিশতি (রহঃ) এর মত মানিকগঞ্জ পীর সাহেব হুজুর,

দয়াল নবীজীর (সাঃ) পক্ষ থেকে সালামের জবাব পেলেন। —নিজ কানে শোনা ও চোখে দেখা সাক্ষী আলহাজ্ব হযরত মাওলানা মোঃ শামসুল হক সাহেবকে আল্লাহ্পাক আজও বাঁচিয়ে রেখেছেন।

দুনিয়াবীভাবে পর্দার আড়ালে

হুজুরপাক (সাঃ) যখন দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাবেন তার কিছুদিন পূর্বে তাঁর আদরের নাতীদ্বয় হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) ও হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) একই রাতে একই স্বপ্ন দেখে ভয়ে নিশ্চুপ হয়ে পরেছিলেন। তখন তাদের সকল কাজের উৎস, প্রাণাধিক প্রিয় নানাজানের (সাঃ) নিকট এসে দুই ভাই বললেন, "নানাজান আমরা দুইভাই গতকাল রাতে একই স্বপ্ন দেখে ভয় পেয়েছি"। হুজুরপাক (সাঃ) বললেন নানাভাই কি দেখেছ আমাকে বল, তখন বড় ভাই ইমাম হাসান (রাঃ) বললেন "আমি দেখলাম আমাদের চারিদিকে খুব বিপদ, প্রচন্ড ঝড় হচ্ছে, কোথাও আশ্রয় পাচ্ছি না, দুই ভাই ভয়ে দৌড়াদৌড়ি করছি, এমন সময় একটি বড় গাছ দেখে দুই ভাই ঐ গাছের নিচে গিয়ে আশ্রয় নেই, একটু পরে হঠাৎ জোরে বাতাস এসে গাছটিকে ভেঙ্গে নিয়ে যায়।" তখন দয়াল নবীজী হুজুর (সাঃ) কনিষ্ঠ নাতী ইমাম হোসাইন (রাঃ) কে বললেন "নানাভাই তুমি কি দেখেছ বল?" তিনি বললেন "নানাজান আমি হুবহু একই স্বপ্ন দেখেছি"। তখন দয়াল নবীজী হুজুর (সাঃ) কলিজার টুকরা দুইভাইকে জড়িয়ে ধরে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে বললেন "ভাইদ্বয় খুব শিঘ্রই তোমরা তোমাদের নানাভাইকে হারাবে, তোমাদের নানাভাই দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাবে" এ কথা শুনে শিশু ভাইদ্বয় (রাঃ) গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদতে শুরু করেছিলেন। তাই দুনিয়া থেকে বিদায় হওয়ার কথা সর্বপ্রথম নাতী ভাইকে বলাটাও সুন্নত। হুজুরপাক (সাঃ) এর খাঁটি ওয়ারিস দয়াল মোর্শেদ কেবলা দুনিয়া থেকে বিদায় হওয়ার কথাটি বিদায় হওয়ার কিছুদিন পূর্বে সুন্নতস্বরূপ তাঁর আদরের নাতী- নাতনী ভাইদেরকে বলেছিলেন। তিনি সারা জীবন অজস্র পরিশ্রমের ফলশ্রুতিতে ৬৭ বছর বয়সে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। **সেদিন ছিল ২০০০ সালের ২১ শে মে রবিবার দিবাগত রাত্রি অর্থাৎ সোমবার**, মোর্শেদ কেবলা কন্যাদেরকে বললেন আমাকে ভাল করে গোসল করিয়ে দাও। সবাই তাঁকে গোসল করিয়ে দিলেন। বেশ কিছুদিন অসুস্থ থাকার কারণে খুব অল্প আহার করতেন। কিন্তু সেদিন বললেন, "আমাকে খাবার দাও আমি আজকে খাব"। তিনি ভাল করে খাওয়া দাওয়া করলেন, তারপর এস্তেঞ্জা সেরে ওজু করে বিছানায় শুতেই শরীর খুব খারাপ লাগছিল। বিছানায় শুয়ে বড় বড় শ্বাস নিতে নিতে "পাছ আন ফাছ" সবক (নিঃশ্বাস নিতে আল্লাহ্-ছাড়তে হু) করছিলেন। কিছুক্ষণ সবক করতে করতে সমস্ত শরীর নিস্তেজ হয়ে যায় এবং বিশ্বের প্রায় এক কোটি ত্রিশ লক্ষ মানুষের নয়নমনি, কুতুব-উল-আকতাব, অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের আধ্যাত্মিক জ্ঞান সম্পন্ন হুজুরপাক (সাঃ) এর এই খাঁটি ওয়ারিস সকলের বুক খালি করে দুনিয়াবীভাবে পর্দার আড়াল হয়ে গেলেন।

মোর্শেদ কেবলার মহা-মূল্যবান কয়েকটি বাণী

- জীবনের প্রথম শাখে যে কোকিল প্রথম ডাকে, হোক সে কুৎসিত কালো, তবু জীবনের আলো।
- প্রায় দেড় হাজার বছর আগে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কি কথা বলেছেন, যুদ্ধের সময় কোন কথা বলতেন, হযরত আলী (রাঃ)-কে ঘাড়ে করে পানি আনতে বলেছেন। সব কথা আজও বাতাসে ভেসে বেড়ায়।
- হুজুরপাক (সাঃ) বলেছেন "বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে মাত্র ৭০ হাজার খাঁটি ঈমানদার থাকবে" তুমি বসে বসে ভাব তুমি এ পরীক্ষায় টেকো কিনা।
- বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে কলেমা "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্"-র ধ্বনীতে প্রতিধ্বনীত হবে।
- একটি কথা তিনি, লক্ষ্য লক্ষ্য মানুষের সামনে প্রায়ই বলতেন তা'হলো "আমাকে যদি কেউ কখনো পান খাওয়ার সময় ডান হাতের পরিবর্তে বাম হাতে চুন খেতে দেখেন এবং কোন সুন্নত এমনকি একটি মোস্তাহাবেরও খেলাপ করতে দেখেন, তাহলে আমার মুরিদ হয়ে যদি আমাকে সংশোধন করে না দেন তাহলে কেয়ামত পর্যন্ত ঠেকা (দাবি) থাকবেন।
- মূর্খ্য লোকের ঈমান কচু পাতার পানি।
- উঠ, জাগ, অভিষ্ঠ সিদ্ধির আগে ক্ষান্ত হইও না।
- আমার একটা অনুরোধ, হাদীস শরীফে যা আছে যেমন আছে এবং কোরআন শরীফে যা আছে যেমন আছে তেমনভাবেই জীবন চালাতে হবে। এর বাইরে আমার ধারে (নিকট) যে বয়াত (মুরিদ) হইয়া থাকেন কোন বুদ্ধি খাটাইতে পারবেন না, যদি খাটান আমি তার পীর না, সে আমার মুরিদ না।
- মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞানে ক্রমাগতভাবে এমন উন্নতি করছে যে, এরপর মানুষ আর মানুষ থাকবে না, খালি জ্ঞানই হবে। যদি কেউ হেটে যায় মানুষ বলবে একটা জ্ঞান হেটে যায়, এত জ্ঞানী মানুষ হবে এরকম হতে হতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনকে অস্বীকার করবে (নাউজুবিল্লাহ্), করতে করতে আবার খুব যদি জ্ঞানী হয় তখন সে ফিরে আবার আল্লাহ্পাকের কুদরতী পায়ে পরে কান্দা শুরু করবে (আলহামদুলিল্লাহ্)।
- কোন শব্দ শুরু হলে সেটা কোথাও যেয়ে শেষ হয় না, যেতেই থাকে, পৃথিবীর অন্য প্রান্তে যেয়েও শেষ হয় না, এভাবে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যায়, যেতে যেতে আল্লাহ্পাক পর্যন্ত যায়।

- ঘর যেমন মানুষকে আকাশ হইতে বিচ্ছিন্ন করে রাখে, মানুষের মনের ঘরও তাকে আল্লাহ্ থেকে (অনন্ত থেকে) বিচ্ছিন্ন করে রাখে।
- তুমি দেখিতেছ পাহাড়গুলি স্থির হইয়া রহিয়াছে। অথচ উহা মেঘের ন্যায় চলাফেরা করিতেছে।
- বান্দার চোখের পানির সঙ্গে এবং জেকেরের সঙ্গে আল্লাহ্ পাকের একটা দারুন রকমের সম্পর্ক আছে।
- তোমার দুর্বল ঈমানের সঙ্গে একটা সবল ঈমানের যোগ কর।
- একটা মানুষের কাছে না গেলে মানুষ মানুষ হয়না।
- এলেমের যখন মৃত্যু হয়, আলেম তখন আলেম হয়।
- জগৎ জোড়া একই মোর্শেদ চিনে কয়জনা, মোর্শেদের মরণ হয় না কোন কালে।
- দেখলে তাঁরে দেখার মত, সাধনা কি লাগত এত? ভাবলে তাঁরে ভাবার মত, ভাবনা রইত না আর।

বিঃ দ্রঃ এখানে খুব সংক্ষেপে এ মহান আল্লাহ্র অলীর পরিচিতি প্রকাশ করা হলো। সিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে মোর্শেদ কেবলার সম্পূর্ন জীবনী বের হতে যাচ্ছে।

প্রথম খন্ড

তারানায়ে জান্নাত বা বেহেশতী সুর

তুমি যে হালে রেখেছো

তুমি যে হালে রেখেছো খোদা হাজার শুকরিয়া
তুমি আহার দিছ পানি দিছ আল্লাহ, করুণা করিয়া ॥

দিছ মন জুড়ানো ঠাণ্ডা হাওয়া ॥
জননীর স্নেহ মায়া
দিছ মহব্বতের ঝর্ণা ধারা আল্লাহ প্রিয়জন করিয়া ॥

ফুলে-ফলে, শস্যে, ক্ষেতে,
লুটি তোমায় দুহাত পেতে
সবারে সাজায়ে কেমনে র'লে নীরব হইয়া ॥
স্বপ্নভরা হৃদয় দিছ আল্লাহ মেহেরবান হইয়া ॥

না চাহিতে চোখ আছে তাই
অন্ধত্বের ব্যথা বুঝি নাই
প্রতি শ্বাসে করছ দয়া আমার অলক্ষ্যে থাকিয়া ॥

হৃৎপিণ্ডের ওই বাম কিনারায়
অবিরাম আছ প্রহরায়
চোখ আছে যার সেই দেখা পায় আল্লাহ্
আয্হার রয় চাহিয়া ॥

১৫ই মে ১৯৮১, ইং তল্লাবাগ

ওগো খোদা

ওগো খোদা তুই রহমান রাহিম
তুমি সৃজিয়াছ মহা বিশ্ব
আমি দীন হীন নিঃস্ব
তবু আমারি মাঝে তোমারি বিকাশ
অনুতে বিরাজ তুমি হইয়া অসীম॥
তুমি মৃতেরে জীবন দিলে
জীবিতেরে প্রাণ হরিলে
যে বুঝে চক্ষু মেলে চিনে উহারে
দেখিয়াও যে দেখে নাই সেইতো রাজিম ॥

তুমি কারেও দাও সম্মান
কারেও কর অপমান
অপার রূপে তুমি করুণা নিধান
তুমি দিনেরে রাত কর দ্বীনের হাকিম॥
কি দিলে নবী করে
মদিনার মরু চরে!
তারি হাত ধরে ধরে কে ধরে মোরে।
কে লিখি আয্হার হয়ে কে নবীন কে কাদিম ॥

১৫ই মে, ১৯৮১ সন ১৮/৫, তল্লাবাগ
কিমিয়ায়ে সা'দাত ১ম দর্শন খণ্ড দ্রষ্টব্য

কে আমায় নিবিরে বল

কে আমায় নিবিরে বল
মদিনার পথে
কে আমায় নিবিরে সাথে
কে আমায় নিবিরে বল ॥

যে পথে হেটেছেন মোর নবী মোস্তফায়
সুদূর বাংলাদেশ হতে মন সেথা যেতে চায়
মনে লয় লুটায়ে মরি
চুমি নবীর চরণতল ॥

কি জ্বালায় যে পড়িয়াছি
বাঁধি প্রেমের ডুরি
পতংগের মত জ্বলে
দূরে থেকে মরি
মায়া ডোরে জড়াইয়া
কেন কর এত ছল ॥

এ অভাবের তিমির রজনী
রবে কি মোর জীবন ভর
মদিনার নবীন সুরুযে
হবে না মোর রাত্রি ভোর?
যাদের তৌফিক আছে
তারাই কি নবীর দল ॥

ওগো নবী সবার নবী
গরীবের দয়াল নবী
এ তাপী মন কেঁদে বলে
কেমনিরে মদিনায় যাবি
তোমার পথে ঝড়িয়ে গেলাম
হতাশার অশ্রুজল ॥

সিদ্দিক নগর

হারিয়ে যাব

হারিয়ে যাব যেদিন আমি
খুঁজে তো আর পাবিনারে
হৃদয়ের নয়ন ভরে দেখে নেরে ॥
যা খুঁজে পাগল হলি
কাছে পেয়ে তাই হারালি
এমন করে আর পাবিনা ভুললে পাখী পিঞ্জরারে ॥

সব দিয়ে সব বুঝে নিতে
কয়জন পারে ধরণীতে
মুখে মুখে মাওলা পাওয়া
কোন কালে হবে নারে ॥

কলংকই তো প্রেমানন্দ
ধুপ না পুড়ে দেয় না গন্ধ
যত মন্দ হবি ধরায় আনন্দ আর ধরবে নারে ॥
এখন ত যে উজান বেলা
ছেড়ে দেরে মন ভবের খেলা
হিসাবি নামাজ ছেড়ে
সেজদা দে দিল কাবা ঘরে ॥

যারা গেল ফিরল নাতো
বেঁচে আছ ভাব নাতো,
ভাবনাহীনরে ভাবনা দিও
আয্‌হার কান্দে মাওলার দ্বারে ॥

১০-১-৭৭ ইং, সিদ্দিক নগর

আমি নিদানে পড়িব

আমি নিদানে পড়িব যেদিন কঠিন হাশরে
আল্লাহরে দয়া করে দেখাইও আমার মোর্শেদরে
এ মাটির তলে রব কত দীর্ঘকাল
জানবেনা দুনিয়ার কেউ আমার কি হাল
কারে লয়ে থাকব খোদা দারুন কবরে ॥

মিজানের পাল্লা যখন সম্মুখে আসিবে
চিনিনা কারেও তখন কে ভালবাসিবে
সেদিন মোর খবর দিও মোর্শেদের দরবারে ॥

মোর্শেদ বলিয়া যেমন কান্দিলাম জীবনে
কিছু ভাল লাগে নাই তাহারও বিহনে
দেখা হলে নিত টেনে মোরে স্নেহ ভরে ॥

তেমনি হাশরে যেন তারে কাছে পাই
বিরহের অশ্রুতে তার চরণ ভিজাই
তেমনি টানিয়া যেন নেয় আয্‌হারেরে ॥

সিদ্দিকনগর

মোর্শেদের রূপালী পর্দায়

মোর্শেদের রূপালী পর্দায় নিরূপ মানুষ খেলা
করে তারে ধরি কেমন করে ॥

দশদিকে তার মুখ দেখা যায়
যেদিক দিয়া যে দিশা পায়–
আপন যখন আপন হারায় বরযখ অন্তরালে ॥

এক তালে তার দুই ঠিকানা
চোখে দেখলে যায় না চেনা
না দেখায় তার মূল ঠিকানা একটু যেজন ধরে ॥

কোন কালে তুই রসূল পাইলি
কোন কালে তুই মক্কা গেলি
অনুমানেই সেজদা দিলি বর্তমান খোদারে ॥

ডুবাও পাথর পানি ভারে
পাথরে কি পানি ধরে
পাথর হয়ে কিতাব পড়ে পাইলি না মাওলারে ॥

নবী খোদা কেউ চিনি না
সম্পত্তি নয় যাবে কেনা
আয্‌হার বলে চেনা চেন পাইবে অচেনারে ॥

সিদ্দিক নগর–২রা মাঘ

কে যাও পথিক

কে যাও পথিক মোর্শেদের কইও খবর
আছি বনবাসে
কেমন করে ঘরে আছে আমায় রেখে পরবাসে॥
আর কাছে আসিব না
আর ভালবাসিব না
মিনতি লইয়া আর দাঁড়াব না পাশে ॥

সমাধির অন্তরালে মুখখানি ঢাকিয়াছি
নিরজনে তব লাগি কত অশ্রু ফেলিতেছি,
আর তব মুখ পানে
চাহিব না দুনয়নে
পদধুলি পাব নাতো ললাটের পাশে ॥

মনে ছিল স্বপ্ন কত মাশুকের দেশে যাব
কত যত্নে তোমায় তাই রাখছি বুকে অবিরত
বলি নাই কোন কথা
পাছে তুমি পাও ব্যথা
আয্‌হার ঘুমাইয়া আছে তোমায় ভালবেসে ॥

১৮ই জানুয়ারী ১৯৭৭ ইং, জামসার পথে

এত প্রেম

এত প্রেম কে দিল আমার মনের মদিনায়
প্রেম সাগরে ডুবে মরি জীবন রাখা দায় ॥
এস্কের আগুন জ্বালাইয়া
রইলে সে গোপন হইয়া
নূরের তারে সুর বাজাইয়া মিলন দিয়া যায় ॥

তার বিরহে কি যে জ্বালা
মনে লয় বনে একেলা
যাই চলিয়া উড়াল দিয়া কেউ না খুঁজে পায় ॥

যখন তারে মনে পড়ে
নাম লিখি স্মৃতির আখরে
উদাস চোখে অশ্রু ঝরে তারি বেদনায় ॥

লাইলীরে কাঁন্দাইয়া ঘরে
মজনুরে দেওয়ানা বানায়রে
তিলে তিলে পুইড়া মারে আশেকের হৃদয় ॥

যত পার জ্বালাইও
তবু তুমি আমার হইও
আমি বলতে না রাখিও তোমার রাঙ্গা পায় ॥

আর সহেনা দূরে থাকা
আর সহেনা ছবি আঁকা,
ভাল যে লাগে না একা আয্‌হার কান্দে হায় ॥

বালু খণ্ড, ১০-১-৭৭ ইং

মোর্শেদ রূপে

মোর্শেদ রূপে আশেকেরে কে ডাক দিয়া যায়
মন মানে না কেমনে যাব সোনার মদিনায় ॥

মোর্শেদ রূপ যে নিরখিবে
ফানা ফিল্লাহ সেজন হবে
এক ভিন্ন দুই না দেখবে নূরের আয়নায় ॥

নূরের উপর নূর ছাড়িয়া
এস্কের বাতি জ্বালাইয়া
বাকা বিল্লার ছবি আঁকে দিলের কাবায় ॥

ফানা ফিশ্বায়েখ হবে যদি
ছবক্ কর নিরবধি
সকল দুঃখে কোমর বাঁধি থাক পীরের পায় ॥

ফানা ফিল্লাহ হতে হলে
আপন বুদ্ধি দাওরে ছেড়ে
মোর্শেদ বাণী মালা করে রাখিও গলায় ॥

আর হবেনা মানব জীবন
সদা কর মরণ স্মরণ
তারি হাতে ভরণ পোষণ বৃথা ভাবনা ভয় ॥

যেজন চিনে মানুষ রতন
যত্ন করে মনের মতন
সেই জনা লাভ করে রতন হয় না পরাজয় ॥

হৃদ-মদিনায় মোর্শেদ ছবি
যে লভেছে পাইছে সবই
আয্‌হার বলে নইত কবি; মিথ্যা কথা নয় ॥

বালু খণ্ড, ১০-১-৭৭ ইং

আমার মন

আমার মন হইয়াছে বনপাখী
তারে কেমনে ধরে রাখিরে বন্ধু
আমার মন হইয়াছে বনপাখী রে ॥
ঘর হারা হইয়া আমি বনে বনে থাকি
বুকভরা এই ভালবাসা কেমনে সইয়া থাকিরে ॥

সব হারা এই বাউল জীবন কেউতো নাইরে সাথী
এই নিঃসঙ্গ জীবনে কাটাই শুধু আঁধার রাতিরে॥
যার লাগিয়া ছাইড়া আইলাম সুখের বাড়ী ঘর
যার লাগিয়া আপনজনা করলাম এত পররে ॥

দুঃখে দুঃখে জনম যাবে কপালের লেখা
অশ্রুর সায়রে ভাসি তবু না পাই দেখারে ॥
আহারে দারুণ খোদা আর কত কান্দাবি
ঘরের মানুষ পাগল কইরা আর কত ঘুরাবি রে ॥

আমারে না দয়া কর দয়া কর তারে
যে জনা বসিয়া ঘরে কান্দে আমার তরেরে ॥
কোন কথা নাই যে আমার তুমি কথা বল
ভিখারী এসেছে দ্বারে তারে ফিরে যেতে বলরে ॥

আমারে ভাল বাসনাই বুঝি মনে মনে
আয্‌হার বাঁচবে কেমন করে তোমার বিহনেরে ॥

আশেকের দেল মাশুক জানে
কুসুম চিনে বুলবুলি
মজনু জানে বাদশাহ হয়েও
কান্দে কেন হা লাইলি ॥

খিলগাও, ঢাকা ২-৭-৭৭ ইং

আমার কলিজায়

আমার কলিজায় ধরেছে আগুন কে
নিবাইতে পারেরে
মনের দুঃখ বুঝে না বন্ধুরে ॥

তিলেক আগুন ধরলে বনে
কার সাধ্য ফিরায় কেমনে
এস্কের জ্বালার কি যে জ্বালা
বুঝে সুজন মোর্শেদরে ॥

যে জন কাঁন্দায় আশেকেরে
থাকতে না দেয় ঘরেরে
বনেতে ঘুরাইয়া মারে নির্দয়া হইয়ারে ॥

মনের ব্যথা কেউ বুঝে না
বাইরে দেখে যায় না চেনা
ধিকি ধিকি জ্বইলা মরে তারি আগুন অন্তরে ॥

ওরে খোদার পাগলেরা
এবার মরার মত হওরে মরা
তোদের লাগি কাদবে যারা
তারা নাই এ সংসারে ॥

যে জন কান্দায় তোরে এত
সেওতো কান্দে তোরই মত
বোরকা খুলে দাওহে দেখা
গুনাহগার এই আয্হাররে ॥

বন জীবন, ৯ই ফাল্গুন

দয়াল নাম

দয়াল নাম শুনিরে কোরানে
এতকাল সইয়া থাকা সহেনা এই পরানে ॥

আমি যদি হই গুণাহ্গার
তোমার নাম পরোয়ার দিগার
তোমার নাম গফুর গফ্ফার প্রচার এই সংসারে
আমার মাথা নত করে তোমারই রাঙ্গা চরণে ॥

যে কথা কেউ জানেনা
সবই তো তোমার জানা
তুমি বিনে কেউ সহেনা আমার ত্রুটি ভরা
ভেবে দেখি তুমি ছাড়া দরদী নাই এই ভূবনে ॥

দিতে যদি ক্ষমা করে
রহিম নাম স্মরণ করে
জীবনের সকল পুঁজি দিতাম উজাড় করে।
ক্ষমা কর, নাহি কর তোমার প্রণয় দিও মনে ॥

সিদ্দিক নগর ১৮ই জৈষ্ঠ্য

আমায় ঘর হারা

আমায় ঘর হারা করিলিরে
আমায় পাগল বানাইলিরে
মুখের হাসি কাইড়া নিয়া দেওয়ানা সাজাইলি ॥

ও মোর্শেদ রে–
দুঃখ আমার কেউ বুঝে না
কেন ঘুরি দেশে দেশে,
ঘরের মানুষ বুঝে নারে কি দুঃখ পরবাসে,
ঘরের বাহির কইরা আমায় কেমনে ঘরে রইলি ॥

ও মোর্শেদ রে–
আসমানের তলায় থাকি পথে পথে ফিরি
তোর যাতনা সয়না প্রাণে হৃদয় যায় যে চিরি
কান্দিয়া মরিলাম আমি তুই শুধু হাসিলি ॥

ও মোর্শেদ রে–
আশা ছিল তোমার আগে কবরেতে যাব
জানাযায় শুইয়া তোমার চাঁদ মুখ দেখিব
দুঃখের ডালি মাথায় দিয়া কেমনেরে পলাইলি।

ও মোর্শেদ রে–
মনে কত কথা ছিল বলি নাইত মুখে
জীয়ন্তে হয়েছি মরা কি ব্যথা যে বুকে
আয্হাররে ফেলে দিয়া কেমনে একা শুইলি ॥

সিদ্দিকনগর

খোদা তোমায়

খোদা তোমায় এমন করে মনে পড়ে হায়রে–
পাগল হয়ে যাব বুঝি বেদনার ঘায়রে
কেমন করে ঘরে রব
কেমন করে দিন কাটাব
যায় বুঝি মোর মন পাখী বিদায় নিয়ে যায়রে ॥

এমন করে এমন হব কোন দিনও ভাবিনি
এত অভাব কোথায় ছিল, বিরহিনী জামিনী
যা ভাবিনি হল যে তাই
সব থাকিতে কিছুই যে নাই
সব পাইতে পথে পথে সকলি হারায়রে ॥

কবে যে ফিরিবে সেই মরমের রজনী
নূরের পাখী বলবে ওগো আমায় কেন ডাকনি
ক্ষনিকে শেষ হল পাওয়া
নিবে গেল এমন চাওয়া
এমন সুরের কোকিল কেন কানে কানে গায়রে ॥

হাসিতে হাসিতে এমন ছুরি হানে কেরে
নিশীথ রাতের কালে কান্দায় কে আয্হাররে ॥

নিরবেতে চেয়ে থাকে
আমার মাঝে আমায় ডাকে
ঘরের মানুষ বাহির করে কেন সে পালায়রে ॥

৩১-৭-৭৯ ইং, সিদ্দিক নগর

দেশ–বিদেশে

দেশ-বিদেশে ঘুইরা মরি পাগলের বেশে
কার কাছে কই দুঃখের কথা
আমার বন্ধু নাইরে দেশে ॥

কোন অশুভ লগ্নে হায়রে আইলাম না এই ভবে
কারে জানাই দুঃখের কথা দরদী কে হবে
কে জ্বালাইল এত আগুন এসে ছদ্মবেশে ॥

বনের পাখীরা উড়ে একদিন পায়রে বাসা
দুঃখের আকাশে উড়ি আমার নাইরে আশা
কি যেন জড়ায়ে কান্দি স্বপ্নের আবেশে ॥

ব্যথীর ব্যথা সেজন বুঝে যে পেয়েছে ব্যথা ॥
সাথীহারা আকাশ বুঝে সন্ধ্যা তারার কথা
চাতকী যে কেন কান্দে পড়িয়া পরবাসে ॥

সাগরে ভাসিলে পানা কুল পায় সে একদিন
পূবের হাওয়া যাইতে যাইতে পায় নবীজীর চিন
কূল হারাইয়া কোন কুলে রই কোথায় যাব শেষে

ঝড়ে ভাংগা ডানা লইয়া উড়েনা মোর পাখী
নিজেরে নিজে জড়াইয়া কান্দি থাকি থাকি
আয্‌হারেরে কে ডাকেরে এমন করে বসে ॥

সিদ্দিকনগর

সোনার গাও

সোনার গাও ছাড়িলাম বন্ধু তোমারি লাগিয়া
গেলাম দেশান্তরী হইয়া ॥

কাঁচা বাশে ঘুন ধরিলে তিলে তিলে খায়
প্রাণের সাথে প্রাণ মজিলে আর নাহি উপায়রে
ও তুই ভুইল্যা গেলি মোরে বৈদেশী করিয়া ॥

কাটার জ্বালা যায়রে সওয়া দেহ ক্ষয় করে
এস্কের জ্বালা যায় না সওয়া তিলে তিলে মারে
প্রেমের আগুন নিভে শেষে গলায় ফাঁসি লইয়া ॥

কি দিতে তুই কি দিলিরে সোনাতে ছাই ভইরা
কেমনি রইলি ঘরেরে আমায় ঘরের বাহির কইরা
ও তুই মধু দিতে বিষ দিলিরে অবুঝ ভ্রমর পাইয়া

কাঁদাইস না তুই আমারে আর এমন কাংগাল করে
পুড়াইস না আর এমন করে দেহ পিঞ্জিরারে
মরারে আর মারিস নারে ছলনা করিয়া ॥

কি কথা কহিলি কানে কাংগাল আয্‌হারেরে
বনে বনে ঘুরে শেষে ঘরে নাহি ফিরে
পরকে যেজন কাঁদায় নিজে কান্দে কাংগাল হইয়া

সিদ্দিকনগর

এমন করে কাঁদায়

এমন করে কাঁদায় কেরে আশেকেরে ॥
এত ভালবাসা দিয়ে হায়রে থাকতে না
দেয় ঘরেরে ॥

এত কান্না কে আনিল দেশে
কেরে গেল এত ভালবেসে
কে ডুবায়ে দিল আমায় এস্কের ঐ সাগরেরে ॥

কে ছড়িয়ে গেল এত গন্ধ
জীবনে কে দিল এত ছন্দ
এমন চাঁদের আলো পাগল করিল আমারেরে ॥

যেটুকু এসেছ মোর কাছে
জানি শেষ নয় আরো আছে
হৃদয় গগন মোর ভরিও তোমার ঐ নূরেরে ॥

পাগল বলিস তোরা মোরে
তবু যদি ডাকে নাম ধরে
তবু যদি মনে রাখে মোর সনে
পথের এই দেখারে ॥

শুধু চেয়ে চেয়ে দিন গেলে
অচিনা কেন এ জীবনে এলে
যদি সুখ পাও তবে যত পার কান্দাইও
আয্‌হারেরে ॥

তোমায় আমি

তোমায় আমি ছেড়ে যাব বাসবনা
আর ভালরে বন্ধু
ভুলে যাব সেইতো আমার ভাল ॥

এত জ্বালা কেমনি সব
এত নিরব কেমনি রব
এত আশা বুকে লয়ে বাঁচব কতকালরে বন্ধু ॥

সারাটি জীবন কাঁদালি
হৃদয়খানি করলি খালি
হেসে হেসে বিষ খাওয়ালি
আমায় শুধু সারা জনম ভাবলিরে জঞ্জালরে বন্ধু
॥

ফুলের মত বিভাবরী
ফুটতে যেয়ে পড়ছি ঝরি,
নদী ভাংগা পারের মত
বসে বসে গুণি পরকালরে বন্ধু ॥

ভাল তোমায় বাসবনা আর
কাছে তোমার আসব না আর,
বিরক্ত আর করব নাতো,
সরে যাব চোখের কাটা শেষ
হব জঞ্জালরে বন্ধু ॥

বিধান তোমার বুঝি নাতো
হাত গুটাও হাত কখন পাত
আমায় করে স্নেহ স্নাত–
আয্‌হারেরে এখন কেন ভাব
এত জঞ্জালরে বন্ধু ॥

২৮-৩-৭৯ ইং

কাঁদ বসে নিরালাতে

কাঁদ বসে নিরালাতে ভবের খেলা ছাড় মন
ডুবে আসে সাধের বেলা তব কেন হয়না চেতন ॥

রাঙ্গা প্রভাত আসে যবে
সেই প্রভাতই সন্ধ্যা হবে
যেই জন্মিলি মৃত্যুর খাতায় একটি মরণ হয় লেখন ॥

সংসারের মোহ বুঝা
সবার পক্ষে নয়রে সোজা
পারবিনা কাটাতে মোহ যদি না হয় সৎস্বজন ॥

তাইতো মানুষ চিনে ধর
চেতন নরের সঙ্গ কর
ঘোর অচেতন হবি যখন সেই হবে তোর উদ্ধারণ ॥

আর হেসো না কাঁদতে জানো
জাগার আগেই জাগা চিনো
আজের তুমি আগামী কাল হয়তো হবে অন্য জন ॥

কেউ চিনবেনা তখন তোরে
বেড়াবে না কেউ কবরে
এঘর বাড়ীর দুঃখ স্বপ্ন ঝরিয়ে দেবে দুনয়ন ॥

জীবন থাকতেই মরণ চিন
বেহেস্ত বা দোজখ কিন
কাল হবে তোর জীবনের কাল ফিরে
তো আর আসবে না ॥

দেখ চেয়ে তুই ভাল করে
কেউ কি যাবে তোর কবরে ?
না হারাতেই হারাবি তুই ভেবে দেখ বাছাধন ॥

আয্হারের দরদী ছিল
এছহাক নামেই বিদায় নিল
পরম বন্ধু কোথায় বল খুঁজো এবার অবোধ মন ॥

কে যাবিরে

কে যাবিরে সোনার মদিনায়
দীন-দুঃখী পাপী ও তাপী
নিয়ে যাও আমায় ॥

সর্বহারা সব বিরহী
অগ্নিভরা হৃদয় রাহি
চির শান্তি লভিতে আজ আয়রে ছুটে আয় ॥

দেখে এলাম নবীর দেশে
বেহেস্তী মায়া ধুলায় মেশে
স্নেহের সুষমার আবেশে
মোহব্বতের অশ্রু ধারার বরিষণ ঝরায় ॥

ক্ষমা ভরা হৃদয় মেলে
কেরে এমন নেয়রে কোলে
আপনি হারাইয়া সকল গুনাহগার তরায় ॥

মুক্তির জীবন্ত ছবি
মরুভূমির দয়াল নবী
কেবলে মরুভূমি সেথায় প্রাণ হারাইয়া যায় ॥

ছালাম দিয়ে বিনয় করে
কহিলাম লও আয্হারেরে
রেখে গেলাম তোমার দ্বারে
আমায় যারা চায় ॥

১২-৮-৭১ ইং; ১৭ই রমজান

আমার মাঝে তোমায়

আমার মাঝে তোমায় আমি যবে খুঁজে পাই
তুমি আমি ফানা হইয়া যাই ॥

আমার কাছে যখন আস
কেমন করে ভালবাস
তুমি বিনে বন্ধু আমার নাই ॥

আমার সকল সাধনারে
আমার বুকে দিলে জুড়ে
তুমি বিনে কারে তা জানাই ॥

তোমায় আমার ছবি দেখি
তুমি হয়ে আমি ডাকি
আমার ভূষণ যখন তোমায় দেই ॥

সাঁঝের তারা বুঝে নাতো
ভোরের তারা কি গান গেত
মরীচিকায় হয় না তৃষার ঠাঁই ॥

অনুকূল আর প্রতিকূলে
জ্বালাও জ্বাল পলে পলে
তোমায় পোড়ায়ে পোড়াও মোর ঠাঁই ॥

আয্হার ছিল কোন দেশেতে
আনিল কে দুহাত পেতে
কান্দি কেন বল বল সাই ॥

১১-৮-৭৯ ইং, রাত ১২টা

এমন করে কত কাল

এমন করে কত কাল আর অবহেলা করে
ডাকবে না আর আমার নামটি ধরে
পাইতে চাহি তোমায় যত
রাখব বুকে মনের মত
স্বপ্ন হয়ে জড়িয়ে রব তোমার আঁখি ভরে ॥

রত্ন দিয়ে কিনব তোমায়
সাধ্য আমার নাইগো হায়
আমায় আমি বিছিয়ে দিব তোমার চরণ পরে ॥

তোমায় আমি যেটুকু চাই,
যদি তাহা কর যাচাই
তোমারে আর পাবনাতো মাথা কুটে মরে ॥

ইচ্ছা করে যা দিয়েছ
তাতেই আমায় বাঁচায়েছ
যতই না পাই তাতেই আমি পাইনু হৃদয় জুড়ে ॥

যা পেয়েছি তা না হারাই
চরণ ধুলায় মাথা নামাই
গন্ধ নিও আমার জীবন ধুপটুকুরে পুড়ে ॥

যেটুক তোমার অতি প্রিয়
আয্হারেরে ভিক্ষা দিও।
যতই ফিরাও তোমার দ্বারে আসব ফিরে ফিরে ॥

২২-৬-৭৯ ইং; কোদালিয়া হইতে কাশিনারা নৌকায়।

সারা জাহান আমায়

সারা জাহান আমায় বলুক বেদাৎ গুনাহগার
যদি রাজী থাকে আমার পরোয়ার দিগার ॥

যদি নবী রাজী থাকে
দয়া করে আমায় ডাকে
রাহমাতুল্লিল আলামিন কয় কোরান মাঝার ॥

যার সাথে যার আত্মীয়তা
বাইরে লোকে বুঝে না তা
দিল কাবারই শুনরে আজান পাবিরে দিদার ॥

ওরে আমার ভোলা মন
কারও কথায় দিসনারে কান
শাস্ত্র পড়ে সত্য চেনা ভীষণ ব্যাপার ॥

যেজন মোর্শেদ সত্য জানে
মাওলারে সে পায় সন্ধানে
বিশ্বাসেরে পাবি না মন করিলে বিচার ॥

এস্কের জ্বালায় যেজন জ্বলে
নিন্দায় সে না কথা বলে
ধৈর্য্যেতে ঐশ্বর্য মিলে গরমিলে সংসার ॥

এসোনা কেউ আমার ধারে
কাঁদতে দিও একা মোরে
রেখো খোদা আশেক করে সব নিয়া আমার ॥

যারা আমায় মন্দ বলে
রেখ তাদের অন্তরালে
আমায় শুধু জড়াইও তোমার মাঝার ॥

চোখ ভরা মোর অশ্রু দিও
ভালবাসায় প্রাণ ভরে রাখিও
আয্হার নামে একটি মানুষ কাঙ্গাল তোমার ॥

১৪-২-৭৯ ইং, রাজিবপুর সোমবার ।

সংসারের বেড়া জালে

সংসারের বেড়া জালে রাখবে কতকাল আর বেঁধে
ক্ষণিকের এই জীবনটুকু গেল শুধু কেঁদে কেঁদে ॥
জানতাম যদি আমি আগে
এস্কের জ্বালা এমন লাগে
নির্বাসনে থেকে গেলাম বল কিবা অপরাধে ॥

কাঁদাও যদি এমন করে
তবে কেন যাই না মরে
আঁখি ভরা অশ্রু কেন চিরদিনই গেল সেধে ॥

এমন কর কেন বুঝি
তাই দোজখের শাস্তি খুঁজি
তাই পিয়ালায় আগুন জ্বেলে
পানির পিয়াস মিটাই কেঁদে।

হৃদ-অগ্নি যদি বের হতো
সারা জাহান পুড়িয়ে দিত
তোমার হাতে কাকন দিতে
আয্হার সেজে গেল বেদে ॥

ছয়দানা ৩০-৪-৭৯ ইং সোমবার।

আশা ছিল নিরালাতে

আশা ছিল নিরালাতে পাব তোমায়
নূরের বাহু মেলে তুমি জড়াবে গায় ॥

তুমি শুধু হাসবে
আমায় ভালবাসবে
দেখব আমি জ্বলবে তুমি নূরের বিভায় ॥

একাই শুধু হাসবে
একাই ভালবাসবে
একাই তুমি আমি হবে নিজ মহিমায় ॥

আমি শুধু দেখবই
তাকিয়ে শুধু থাকবই
হারিয়ে নিবে আমার সকল তোমার হিয়ায় ॥

আমি শুধু কাঁদবই
তোমায় শুধু সাধবই
আমি শুধু বিলিয়ে যাবই
তোমার রাঙ্গা ঐ দুটি পায় ॥

ছয়দানা ৩০-৫-৭৯ ইং

যার লাগিয়া প্রাণ কান্দে

যার লাগিয়া প্রাণ কান্দে বুঝে নাতো অন্যজন
কলংকী হইলি পাগল মন ॥

এ জীবন দিয়াছ যারে
বসায়েছ হৃদ মাঝারে
তারে কে ভুলাইতে পারে
বদল দিয়া মানিক ধন ॥

বৃক্ষে যেমন জড়ায় লতা
গলা ধরে কয় বারতা
নয়নে নয়নে কথা বুঝে না তো পাখীগণ ॥

ফুলের বুকে বসলে অলি
দেয় সে মধুর দুয়ার খুলি
তেমনি তোমায় নিছি তুলি
সইয়া এস্কের জ্বালাতন ॥

মজনু হয় লাইলির দেওয়ানা
লাইলী হয় মাওলার ঠিকানা
চেনার মাঝে পায় অচেনা
কথাটা বা হয় কেমন ॥

জীবন দিয়া মানুষ চেন
মন দিয়া তারে কিন
আয্হার অতি দীনহীন পায় যেন মোর্শেদ চরণ ॥

শনিবার, ২৮শে পৌষ, ১৩৮৫ বাংলা

আমারে ভুলো না

আমারে ভুলো না দয়ালরে
আমি দীনহীন পারিনা তোমায় পাইতে ॥

কাংগাল আমি নিঃস্ব আমি
সর্বহারা দুঃখী আমি
নিজ গুণে ওগো প্রিয় বসো আমার হৃদ পাতে ॥

পড়ে থাকে ঐ বোবা পথ
সয় যে সবার পায়ের আঘাত
মহৎ জনা হাটলে বুকে পায় সে চরণ ধুইতে ॥

বোবা পথের মতন বোবা
দুঃখ সায়রে আছি ডোবা
সাধ্য আমার নাইকো পারি
তোমার চরণ বাঁধিতে ॥

ক্ষমা যদি কর আমায়
এ দুনিয়ায় কেবা ঠেকায়
আয্হারের কি সাধ্য আছে
তোমার দয়া মাঁগিতে ॥

সিদ্দিকনগর

তোমারে তো

তোমারে তো ভাল করে দেখিনি
অসীম কাজের চাপে সীমাহীন ব্যথা তাপে
কোন দিন ভাল করে দেখিনি ॥

কাছে এসে গেছি ফিরে
ভাবি নাই তব নীড়ে
ছিল এত সুধা ভরা যামিনী ॥

কত কথা ছিল মনে
বলি নাই তব সনে
কত সাধ ছিল তবু ডাকিনী ॥

এই চাঁদ এই আলো
লেগেছিল কত ভাল
নয়নে ঝড়েছি মুখে বলিনি ॥

এত কাছে ঘোরা ফিরা
আঁধারেতে হবে ঘেরা
জীবনে তো কোনদিন ভাবিনি ॥

কত ফুল গেল ঝরে
সবই দিব মালা ভরে
দেখিব যা কোন দিন দেখিনি ॥

কেরে গেল এত ভোরে
আয্হারেরে খালি করে
এত কাছে পেয়ে যারে পায়নি ॥

সিদ্দিকনগর

যদি তার চরণখানি

যদি তার চরণখানি পড়ে আমার আঙ্গিনায়
জীবন মোর বিনা দামে বিকিয়ে যায় ॥

আসবে কি সে আমার কাছে
কেউ রবে না আমার পাশে
মোর বাগানে ভ্রমর যখন গুণগুনায় ॥

জ্বালাইয়া এস্কের বাতি
কাটাবে মোর তিমির রাতি
নূরে নূরে ভরবে আমার বুকের ছায় ॥

সবার মাঝে একলা হয়ে
বিদায় নিয়েও যাবেই রইয়ে
চোখের জলে জড়ায় তার রাঙ্গা পায় ॥

পাগল করে রাখবে এমন
ভুলিয়ে দিব সমালোচন
তুমি হয়ে হারিয়ে যাব তোমার গায় ॥

আয্হার নামে কেউ রবে না
তোমার নামেই যাবে চেনা
তুমি হয়ে থাকবো বেঁচে এই ধরায় ॥

সিদ্দিকনগর

আপন করে কি নাম ধরে

আপন ঘরে কি নাম ধরে কেরে বিহার করে
তারে দেখনা নিরিখ ধরে ॥

দেশ বিদেশে মরিস ঘুরে
দেখনা আপন অন্তপুরে
কথা কয় সে আপন সুরে হৃদ যমুনার তীরে ॥

এজমা কিয়াস ফেকাহ ফিকির
বানায় তোরে পথের ফকির
শুধুই তাহার নামের জিকির তারই সন্ধান করে ॥

আপন মাঝে হইয়া আপন
মানুষ মাঝে মানুষ যাপন
প্রকাশনায় রূপ আগমণ অপরূপ সংসারে ॥

যে জন যেমন তেমনি সে
ভাবলে কাছে রয় সে কাছে
ভাবলে দূরে রয় বিদেশে সকল ভাবনা জুড়ে ॥

অনেক কাছের অনেক দূরে
অনেক দূরের নিকট ঘরে
মানুষ ছাড়া পায় না তারে মাথা কুটে মরে ॥

কোরান হাদিছ পত্র ভরা
ঠিকানা তার জগৎ জোড়া
কোথায় আছে সে মন চোরা শুধাও মানুষেরে ॥

মানুষ হয়ে পড়লে কোরান
মাওলা তার সাথে কথা কন
পাও যদি ঐ নবীর চরণ মোর্শেদের বাজারে ॥

এই মানুষে যেই বিরাজে
নামাজে সে মাওলা সাজে
তাই আয্হার কয় আপন মাঝে আপন কর তারে ॥

২৮শে রমজান, ২২-৮-৭৯ ইং, সিদ্দিকনগর

উদাসী মন

উদাসী মন ফাঁকি দিয়া আর কতকাল কাটাবি
চিন্‌লি না তুই আপন জনা
বুঝলি না তুই বেচা কেনা
কার ছায়ায় শেষে দাঁড়াবি ॥

যারে ভাব এত আপন
সেতো নয় তোর আসল আপন
বিদায় বেলায় বুঝিবি ॥

বুঝে দেখ তুই মনে মনে
দরদী তোর নাই ভুবনে
কত না খালি শেষে হবি ॥

যত ফাঁকি দিলি তারে
নিজের গর্তে মরবি পড়ে
টল্‌লে কপাল এমনি তো হবি ॥

আয্‌হারেরে কানা পাইয়া
মানিক ধন সব গেলি নিয়া
কার ছায়ায় শেষে দাঁড়াবি ॥

কৃষ্ণদিয়া

চলে যাব

চলে যাব দূর দেশে
ও আমার বন্ধু–
ফিরিব না আর কোন কালে ॥

হারায়ে যাব যবে আমি
এ ভূবনের অন্তরালে ॥
আসিব না কাছে আর
বাঁচিব না বারবার
বসে রব কোন এক দূর বৃক্ষ তলে ॥

এ সংসারের সারা বেলা
শুধু ছায়া স্বপ্ন খেলা
স্বপ্নসম মনে হবে বসিয়া নিরালে ॥

আসিব না কোন দিন
হাসিব না কোন দিন
কাঁদিব না কাঁদাব না এত অশ্রুজলে ॥

জানি মোর পরে যারা
হবে শুধু আমি হারা
কত যে কাঁদিব বসে তোমার আড়ালে ॥

কেন বাঁধা মায়া ডোরে
এমন পাগল করে
কাঁদাইলে আয্‌হারেরে এত মায়া ছলে ॥

ছনকা ২৯-৭-৮০ ইং সেহেরী ৫টা

সোনার মদিনা

সোনার মদিনার পথ হতে ফিরে যদি না আসি আর
যদি নবী দয়া করে কবুল করেন এ গুনাহগার ॥

তোমাদের সবার মাঝে
বাঁশি যদি না মোর বাজে
জন্মের মত যদি ফিরে আমি না আসি আর ॥

ভোরের তারকা হয়ে
পূব আকাশে হয়তো ভেসে
আলো হয়ে পড়ব ঝরে তোমাদের ঐ কোলটি ঘেসে ॥

সাঁঝের রাঙা আকাশেতে
হাসব বলাকার স্রোতে
শিউলি হয়ে ঝরলে রাতে বাতায়ন ভরবে তোমার ॥

দু'নয়নে দেখবে না আর
অশান্ত এই মানুষটিরে
সবারে হারাইয়ে কাঁদব হয়তো কোন নদী তীরে ॥

যদি মোরে পড়ে মনে
খুঁজবে জানি বনে বনে
ক্ষমা ভরা অশ্রু দিয়ে মুছে দিও স্মৃতি আমার ॥

ব্যথা যদি দিয়ে থাকি
আমিই তো কত ব্যথী
দুঃখ যদি দিয়ে থাকি
দুঃখই করে গেলাম সাথী
ব্যথা আর দিব না জানি
করব না আর অভিমানী
আয্‌হার যদি না ফিরে আর
হাত দুটি উঠাইও তোমার ॥

২০শে আগষ্ট, ১৯৭৮ ইং
২৫নং কাজী রিয়াজউদ্দিন রোড, লালবাগ, ঢাকা

তোমায় ভালবাসিরে

তোমায় ভালবাসিরে খোদা তোমায় ভালবাসি
এত গুনাহ করি তবু তোমার কাছেই ফিরে আসি ॥

আমি যদি হই গুনাহগার
তোমার নাম পরোয়ারদিগার
তোমার কথা মনে হলে বুক ভরে অশ্রুতে ভাসি ॥

কত না সুখ দিলে তুমি
এই ভব সংসারে
সকল সুখ মোর হয় যে মাটি না পাইলে তোমারে ॥

না যদি হও আপন তুমি
এ সংসার হয় মরুভূমি
না যদি চাও ফিরে তুমি জীবন বাসর হয় যে বাসি ॥

কার লাগি বা এ ঘর বাঁধি
কার লাগি বা বাঁচি
কার লাগি এই বাগান সাজাই কার বা আশায় আছি ॥

আমার সকল চলার সুরে
আমার সকল হৃদয় জুড়ে
কেবল সুখের ব্যথার ছুরি হান রাশি রাশি ॥

নামে মাত্র খাই পরি
আর নামে মাত্র বাঁচি
মানুষ নামে একটি আকার এ দুনিয়ায় আছি ॥

তোমায় আমি কি দিয়াছি
বদলে তার কি পেয়েছি
সকল জান তবু আয্‌হার হয় কেন গো পরবাসি ॥

সিদ্দিকনগর

তার কথা ফের

তার কথা ফের বলনা আমারে প্রাণ বন্ধুরে
তার কথা ফের বলনা আমারে।

ও মোর্শেদ রে—
তোর বিচ্ছেদে জীবন গেল
ভালবেসে কি ফল হল
বসন্তে না ডাকলে কোকিল পাখী,
তোরে যদি না পাই কাছে
এ জীবনের কি দাম আছে
কি বুঝ দিয়া রাখিব অন্তরে ॥

ও মোর্শেদ রে—
পাখা থাকলে দিতাম উড়া বন্ধু তুমি কত দুরা
কোন রূপেতে তুমি বাঁজাও বাঁশি
আড় নয়ন চেয়ে দেখে
চরণ ধুলি নিতাম মেখে
ভাসিতাম অশ্রুর সাগরে ॥

ও মোর্শেদ রে—
আগুন জ্বলে অবিরাম
কি কারণে হইলা বাম
বুঝে কেন বুঝনা জ্বালাতন
সংসারের মায়া ডোরে
কেন বেঁধে রাখ মোরে
ঘর হারা কেন কর না আমারে ॥

ও মোর্শেদ রে—
পড়ে আছি সবার পিছু
তোমার কাছে চাই না কিছু
শুধু তোমার চরণে রাখিও
ঘোর বিপাকে যদি পড়ি
ডেকো শুধু নামটি ধরি
চরণ দুটি দিও আয্‌হারেরে ॥

রৌহা, জুন ১৯৭৮ ইং

মোর্শেদের ঐ বাঁশির

মোর্শেদের ঐ বাঁশির সুরে পাগল হইলাম
সুরের মাঝে মাশুকেরই সুবাস পাইলাম
সেই না সুরের রেনুগুলি
শুনলে সংসার যায় রে ভুলি
দেখনা চক্ষু খুলি মাওলার কিরূপ অনুপম ॥

এই চোখে তার রূপ ভাসেনা
এই কানে তায় যায় না শোনা
ছাড় জ্ঞানের এ জাল বোনা ধ্যানে লওরে নাম ॥

কে মোর্শেদ আর আমি কেবা
আলো ছাড়া বাতি কেবা
বুঝলি নাতো ওরে হাবা পাইলি না তাই দাম ॥

ছালাতে দিদার হয় যদি
পড়ছ নামাজ নিরবধি
কয়জনার হয়েছে দিদার বর্তমান রহমান ॥

মোর্শেদ কে যে মাওলা ভাবে
সেতো জাহান্নামেই যাবে
মোর্শেদ রূপ যে নিরখিবে তার হবে বিরাম ॥

নিজের মতন তারে পাওয়া
চাওয়ার মত তারে চাওয়া
পাওয়ার মত পাইলে আয্‌হার ভুল করে বদনাম ॥

জপতলা

কি দিয়ে বুঝাব

কি দিয়ে বুঝাব তোমারে
কেন তোমার পানে চেয়ে থাকি বারেবারে

কথার সাগরে লইয়া তব মুখে চাই
অমনি সাহারা রাতে সাগর হারাই
চাঁদের মতন করে চেয়ে থাকি
সাধবীর স্বপ্ন হোয়ে খুঁজি তোমারে ॥

অনেক গোপন কথা বলতে এসে
নিজেরে হারাতে গিয়ে নগ্নবেশে
ঢেউ হয়ে মিলি তব নদীর কিনারে ॥

মোর্শেদের রূপে তুমি কে এলে মনে
শোনাতে কথা মোর মাওলার সনে
তাই বারে বারে আসি তোমারি দ্বারে ॥

মোর্শেদ মরণশীল জীবন জীবন
অপলক চেয়ে থাকে আশেকিনগণ
আয্‌হার তার নয় এছহাক মাঝারে ॥

সিদ্দিকনগর

আমারে আর

আমারে আর ডাকিসনারে পাগল
হলাম তোদের লাগি
কতনা রাত জেগে থাকি ॥
ভালবাসা দিস না আমায়
গাথিস নারে প্রাণে মালায়
অশ্রু ভরা নয়ন দিয়ে করিস নারে ডাকাডাকি ॥

গভীর রাতে যখন জাগো
আমার কাছে কেমন লাগো
যখন কাঁদো অশ্রু তোমার
আমার বুকে ধরে রাখি ॥

কে আনিল এস্কের জ্বালা
কে গাঁথিল প্রেমের মালা
কে কাঁদালো আশেকেরে
কেন সে দেয় এত ফাঁকি ॥

এশ্‌কের জ্বালায় জ্বলে মরি
তোদের লয়ে কেমন করি
কাঁদাসনে আর আমায় তোরা
আর বেশীদিন নাইরে বাকি॥

মোর্শেদ কান্দায় যে জনারে
ব্যথা বুঝে কয় জনারে
এছহাক কান্দায় আয্‌হারেরে
ওপার থেকে যায়রে ডাকি ॥

ধুনাইল (৫-৫-৭৮ ইং)

আমার ওপার

আমার ওপার যাওয়ার আরতো বাকী নাই
কোথায় পাব ঠাঁইরে খোদা
ও তুই দেশান্তরী করলিরে আমারে ॥

আমার মন সাগরে উইঠাছেরে কাল বৈশাখী ঝড়
আমার মুখের কথা বুকে লইয়ারে হইলাম সবার পর,
পাখী উইড়া যায় দূরদেশে বাসা খালি করেরে খোদা ॥

বড় আশায় বাইন্দাছিলাম সোনার খেলা ঘর
সেই খেলাঘর রইল পড়েরে আমি হইলাম পর
আশায় আশায় জনম গেল
তোমার মুখের দিকে চাইয়ারে খোদা ॥

কি জ্বালায় যে জ্বলে মরি বুঝে নাতো কেউ
দুনয়নে ঝরে আমার শুধু ব্যথার ঢেউ
শুধু বিষের ছুরি দিয়ে আমায় শুধু কান্দাওরে খোদা ॥

আসি যদি তোমার কাছে দূরে ফেলে দিও
সারা জনম আমায় শুধু জঞ্জাল ভাবিও,
কতকাল আর কাঁদব আমি তোমার ভাবনা ভেবেরে খোদা ॥

মনের আগুন কেউ দেখেনা ধিকি ধিকি জ্বলে
কি ব্যথায় যে পাগল হলাম পাগল সবাই বলে,
মনে লয় যাই বনে চলে তোমার জ্বালায়রে খোদা ॥

মনে বলে তোমায় লইয়া যাই বৈদেশী হইয়া
যা কিছু মোর তোমার পায়ে যাইব বিকাইয়া
আয্‌হার কলঙ্কী হইল তোমার মুখে চাইয়ারে খোদা ॥

মরণকালে কেউ সাথী নাই যবে যাই কবরে
মোর্শেদ বিনে নাই দরদী এই ভব সংসারে
কতকাল আর কান্দাবি বল
কাংগাল আয্‌হারেরে খোদা ॥

ডাকি বসে অন্ধকারে

ডাকি বসে অন্ধকারে মুর্শিদ আমায় কর পার
তুমি বিনে এ ভুবনে বন্ধু নাই আমার ॥

তুমি যদি না হও আমার
কেবা আমার আমি বা কার
নয়নে না ভাসলে তুমি
অন্ধকার হয় এ সংসার ॥

দেখলে তোমায় দেখার মত
সাধনা কি লাগত এত
ভাবলে তোমায় ভাবার মত
ভাবনা রইত না আর ॥

সর্বরূপে রূপী তুমি একটি রূপ তার মাঝখানে
সেই রূপেতে লিলা কর ধ্যানী জনের নয়নে,

সেই না নুরের ঝলক লয়ে
দাও ছিনায় তাজাল্লি ছড়ায়ে
আর হবে না মানব জনম
ঘুচাও মনের অন্ধকার ॥

মোর্শেদ যখন মুরিদ রূপে
জপে নিজ নাম বাতেনে
ফানা ফিশ্বায়খ হয়রে তখন
জাহের খোদা কোরানে,
মোর্শেদ তুমি চাওরে ফিরে
কান্দাইওনা আর আমারে
আয্‌হার বলে তুমি বিনে
ছবকে হয় কিবা সার ॥

সিদ্দিকনগর

আর কিছু না

আর কিছু না চাইরে মোর্শেদ
মরণকালে দেখা দিও
আমি যদি না ফিরি আর
আমার নামে হাত উঠাইও ॥

বড় আশায় সব ছাড়িয়া
পাগল হইলাম তোমার লাইগারে
অন্ধকার কবরে আমার
নূরের বাতি জ্বালাইও ॥

হাশরের নিদারুণ দিনে
দয়া করে লইও চিনেরে
কাংগাল বলিয়া মোরে
দয়াল নবীরে চিনাইও ॥

গুনাহগার আমি তা জেনে
কেন কাছে আনলে টেনে গো
যাইবার কালে কানে কানে
মাশুকের ঐ নাম শুনাইও ॥

দিল মদিনার রওজা ধারে
জ্বালাও আগুন কিরূপ ধরে
সেই আগুনে কয়লা করে
আয্‌হারেরে পোড়াইও ॥

সিদ্দিকনগর

তোমার ভালবাসিতে

তোমারে ভালবাসিতে গেল আমার এ জীবন
নয়নের অন্ধকার কর অপসারণ ॥

ও মোর্শেদ ও
তুমি বিনে কেউ নাই আমার
বেদরদী এই না সংসার
দরদী নাই তুমি বিনে
তাই তো করি এত স্মরণ ॥

ও মোর্শেদ ও
যবে মুদে আসে আঁখি
ভেবে দেখি সবই ফাঁকি ও
শুধু মোর্শেদ মন পাখী
দেখে আমার দুই নয়ন ॥

ও মোর্শেদ ও
পরে যে জন প্রেমের মালা
সেই তো জানে এস্কের জ্বালা ও
কলঙ্কী না হয়ে কেমনে
বুঝবে এস্কের জ্বালাতন ॥

ও মোর্শেদ ও
আশা ছিল থাকব কাছে
আয্‌হারের আর কিবা আছে ও
মরণকালে মোর্শেদ দেখ
কেমনে আমায় দেয় কাফন ॥

সিদ্দিকনগর

আমি দেশ বিদেশে

আমি দেশ বিদেশে ঘুইরা মইলাম
তোমারি লাগিয়া মোর্শেদ
তোমারি মুখ চাইয়া ॥

ও মোর্শেদ রে—
দেশ ছাড়িলাম মান ছাড়িলাম, ছাড়লাম বাপ ও মা
কত মন্দ হইলাম তবু তোমায় ছাড়লাম না মোর্শেদ
তোমায় ছাড়লাম না
সব ভুইলা যাই তোমার হাতের পরশ লভিয়া ॥

ও মোর্শেদ রে—
ভাই ছাড়িলাম বোন ছাড়িলাম ছাড়লাম সম্বল যা
তুমি মন্দ কইলা তবু তোমায় ছাড়লাম না মোর্শেদ
তোমায় ছাড়লাম না
সকল মন্দ ভুইল্যা গেলাম
তোমায় ভাল পাইয়া ॥

ও মোর্শেদরে—
হাল ছাড়িলাম বাউল হইলাম দেশে দেশে ঘুরি
তোরেই ভালবাইসা মোর্শেদ নিজেই হইলাম চুরি
মোর্শেদ নিজেই হইলাম চুরি
সকল ভাল ভুল করিলাম তোমার কাজল চোখ
দেখিয়া ॥

ও মোর্শেদ রে—
সম্বল আমার নাই যে কিছু দীনহীন ভিখারী
তাই কি তুমি দয়াল মোর্শেদ যাবে আমায় ছাড়ি
শুন্য লাগে এ সংসার তোমারে হারাইয়া ॥

ও মোর্শেদ রে—
যেদিন উত্তর শিয়রেতে শোয়াইবে মোরে
সবাই যেদিন নির্দয় হইয়া নামাইবে কবরে
আয্হারের এই ডুবা নায়ে হইও সেদিন নাইয়া ॥

মোর্শেদ আমার

মোর্শেদ আমার আপন হয়না কি কারণ
নিজের মত ভাবি তারে ভাবিনাতো তার মতন ॥
সীলমোহর মারা সেই তরী
আহা কিরূপ মরি মরি
সেইরূপে ডুব দিলে ও মন পাবিরে নিরূপ রতন ॥

পাঁচ ঘাটে না চিনলে তারে
কেমন করে ত্বরাবিরে
নয়নে না দেখলে তারে মনে কি যায় চেনা কখন ॥

মোর্শেদ রূপে রূপী হইলে
সাধনা হয় ফলে মূলে
নয়নে নয়ন দিয়া খেলে কি অসাধারণ ॥

মোর্শেদ কেবা আমি কেবা
করলাম শুধু নফছের সেবা
জীবনে না হইলে কভু মরণে না হয়রে মন ॥

আযহার চিনে এছহাকেরে
চিনে নাই নবী খোদারে
ফানা ফিশ্বায়েখ না হইলে পাবি না মাওলার ভবন ॥

চৈল্লা গ্রাম

জাগো জাগো

জাগো জাগো খোদার বান্দা কতকাল ঘুমাবে আর
ভোরের পাখী জিকির করে ওগো পরোয়ার দিগার
যেদিল তোর এই প্রিয়জন
কেমনে তারে ভুলরে মন
কে দিল তোর সুখের জীবন
না চেয়ে প্রতিদান তার ॥

স্ত্রী-পুত্র এ ঘর বাড়ী
কোনদিন তুই যাবি ছাড়ি
যেই যাবি সেই চলেই যাবি
ফিরবি না আর এ সংসার ॥

কবরের ঐ অন্ধকারে
কারে পাবি আপন করে
কেমনি পড়বি জন্মের নামাজ দেহ যখন অস্থিসার ॥

তামাম আলম পশু পাখী
জিকির করে স্মরণ রাখি
শুধু তোমার নাইকো স্মরণ
তুমি কার আর কে তোমার ॥

এখনও ঐ মসজিদ খোলা
ছাড় জ্ঞানের অন্ধখেলা
বেলা গেলে বুঝবি ঠেলা যখন কাফর হবে সার ॥

খোদা ক্ষম আমাদেরে
ক্ষম পাপী আয্হারেরে
আরো ক্ষম যারা কবরে বান্দিয়াছে জন্মের ঘর ॥

সিদ্দিকনগর

আমারে বানাইয়া পাগল

আমারে বানাইয়া পাগল কোথায় রইলি
দয়াল মোর্শেদরে—
দুকূল গেল কূলের লাগি
লাগল না নাও কিনারে ॥

মাঝ দরিয়ায় ডুইবা মরি
হাল দিছি তোমারে ছাড়ি
সুদূর পথে আঁধার ভারি দুঃখ বলি কাহারে ॥

কওনা কথা কি কারণে মাঝ দরিয়ায় এসে
কপালে তোমার কিবা জ্বলে এমন ছদ্মবেশে
হাস কেন এমন করে
কি অর্থ বুঝাও আমারে
বস আমার হৃদয় আরশ তোমার মত করে ॥

যা চেয়েছি জীবন ভরে তোমার কাছেই ছিল
ঘুমিয়েছিলাম তাইতো খোদা ডেকে ফিরে গেল
ভাটির বেলায় সাগর পারে
কাঁদলে কি আর জীবন ফিরে
চরণে মিনতি করি মুক্তি মন্ত্র দাও আমারে ॥

ঐ রূপেতে কিরূপ আছে বুঝিনি তো আগে
খোদা যায়রে পিছে পিছে মোর্শেদ যায়রে আগে
রাসুল হাটেন মাঝে মাঝে
মুরিদ মোরাকাবায় রাজে
আয্হার কান্দে সকাল সাঁঝে
মোর্শেদ কে হয় আখেরে ॥

সিদ্দিকনগর

দুঃখের কপালে

দুঃখের কপালে দুঃখ দিসনা খোদা মোরে
ঐ মোর্শেদ প্রেমে পোড়া দেহ
পোড়াইস না আর এমন করে ॥

হাসিতে ভুলেছি আমি কাঁদিতে ভুলেছি
কার লাগি বাঁচব না আর মরিতে ভুলেছি
শুধু আছে দেহখানি
পাখী ছাড়া খাঁচাখানি
মনে লয় ফেলিয়া দেইরে কবর মাঝারে ॥

এ সংসার ভাল লাগে না কি করে বুঝাইরে
ছায়া হয়ে বেঁচে আছি বন্ধু কাছে নাইরে
বুঝবি না কেউ কত পোড়া
আগুন জ্বলে হৃদয় জোড়া
এর চেয়ে কি পোড়া আছে এই ভব সংসারে ॥

চেয়ে চেয়ে অন্ধ হয়ে আসে আঁখি তারা
তবু না হৃদয়ে পাইরে শুধু দর্শন ছাড়া
দেখলে সেরূপ আরো মরি
না দেখিলে শুধু পুড়ি
যতদিন সংসার করি পুড়াইও আয্‌হারেরে ॥

সিদ্দিকনগর

বল কত কাল

বল কত কাল কাঁদাবে খোদা তুমি মোরে
বল কত কাল
হাসাবে নাকি কোন দিন তুমি মোরে ॥

কভু কোন ক্ষণে হবে নাকি মনে
রহিবে না অভিমানে
রব কত দিন নিরব হয়ে এ আঁধার কবরে ॥

বুকে কি যে চাই
নয়নে জানাই
মুখে আমার ভাষা নাই
তুমি কিগো হায় বুঝিবে না কভু
শুধু ক্ষণিকের তরে ॥

তুমি সুখে থাক
মোরে দূরে রাখ
কোন ব্যথা পেয়োনাকো
কি হবে তোমার ঝরে যদি যায়
একটি কুসুম মরু ঝড়ে ॥

কোন জনমেতে
ফেলে দিলে স্রোতে
তাই পড়ে আছি পথে
ওগো দয়াময় যদি দয়া হয়
চেয়ে দেখ আয্‌হারেরে ॥

সিদ্দিকনগর

কবরে বসিয়া

কবরে বসিয়া আমি কান্দিরে
কেউ তো আমার ডাক শুনে না
স্বজনেরা নির্বাসনে দিলরে
পুরিলনা এ মনের বাসনা ॥

কবরে—
বুঝি নাই কার লাগি ঘর বেঁধেছি
শত্রুকে আপন ভেবে কেন্দেছি
কেউ আমার কথা শুনেনা ॥

কবরে—
হায়রে সোনার ধরায় থাকিয়া
খালি হাতে এলাম পরকে সব দিয়া
আগে কি জানতাম ধরার ছলনা
বুক ভেঙ্গে যায় আর দুনিয়ায় ফিরলাম না ॥

কবরে—
কীট পিপড়া বিছা দেহ ছিঁড়ে খায়
আলো হাওয়া খাদ্য নাইরে হায়রে হায়
কাঁফনে পঁচিলাম মাংস রইল না
চিরদিনের মত হইলাম অচেনা ॥

কবরে—
এ দুনিয়া স্বপন ছিল বুঝি নাই
সময়কালে মওলারে খুঁজি নাই
আল্লা তুমি খবর নিও কবরে
আয্‌হারেরে নাজাত দিও হাশরে ॥
কবরে—

সিদ্দিকনগর

দ্বিতীয় খণ্ড

জাগো জাগো ও বেখবর

জাগো জাগো ও বেখবর রাত ফুরায়ে যায়
কতকাল অচেতন রইবি ঘুমের বিছানায়
এস মাওলার বিছানায় ॥

আর হবে না মানব জনম
আর হবে না নামাজ পড়ন,
যদি একবার হয়রে মরণ
ফিরবি না ধরায় ॥

পুবের হাওয়া পশ্চিমে যায়,
তোমার খবর নবীরে কয়,
শোন নবী উম্মৎ তোমার এখনও ঘুমায় ॥

কান্দেন নবী মদীনাতে
হায়রে উম্মৎ খালি হাতে
কেমনি উঠবে হাশরেতে মিযানের পাল্লায় ॥

কখন কে জড়াবে কাফন
জাগো নামাজ পড় এখন,
কবর করিয়া স্মরণ আয্হার কাঁন্দে হায় ॥

সিদ্দিকনগর

যাইবার কালে

যাইবার কালে কি কইয়া যাও
মোর্শেদ এ কপাল পোড়ারে
কোন পথে দাঁড়াইয়া রব মোর্শেদ
থুইয়া যাও সেই পথ কিনারে ॥

কোন কালে ফিরিবে বল
সত্য করে করাল কর
সেই আশায় এই বুক পাতিয়া
রইব পথের পরে ॥

দিন যাবে একদিন দুইদিন করে বসন্ত আসিবে
বল মোর্শেদ জীবনে কি মোর কোকিল ডাকিবে ॥

কতদিনে মাস হইবে
চরণ তোমার ফেরৎ হবে
মনেনি পড়িবে কেমনে রেখে গেলে মোরে ॥

নদী ভাঙ্গা পাড়ে বসে
বেলা ডুবে সন্ধ্যা আসে,
বসাইয়া গেলে মোরে নদী ভাঙ্গা চরে ॥

চারিদিকে দেখি পাড়ি ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ে
আমি একা কূলে বসে
বেলা ডুবে সন্ধ্যা আসে
আয্হার রইল না আর দেশে হারাইয়া তোমারে ॥

সিদ্দিকনগর

মোর্শেদ রূপ

মোর্শেদ রূপ দেখবি যদি মন
ত্রিযুগ সাধনা করে দেখবি তারে তার মতন ॥
মোর্শেদের রূপ নিরিক্ষণ
সেকি গো সহজ করণ
জীবন থাকতে হয় যার মরণ শাস্ত্রের বচন ॥

মোর্শেদের রূপ-নিরিক্ষা
হয়েছে যার গুরু দীক্ষা
পায় সে কিছু ভূমিকা
যদি মোর্শেদ দয়া করেন ॥

যে জন করে মোরাকাবা
মোর্শেদ কোথায় চিনে জাগা
খেটে মরে যারা হাবা
পায়না আসল ধন ॥

রূপের মাঝে যেই ধ্যানীজন
অপরূপে সেই মহাজন
আওয়াল আখের জাহের বাতেন
তিনিই খবর হন ॥

অধম আয্‌হার মোর্শেদ খোঁজে
মরমে সে আপন বুঝে
এছহাক মাঝে কি বিরাজে সেইতো সাধন ॥

জিয়নপুর; ১২ই জুলাই ১৯৮৮ ইং

আমায় তুমি

আমায় তুমি কতকাল আর
রাখবে দূরে বল
এ জীবনে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল ॥

এমন বাদল ঝরা রাতে
আশা ছিল তোমার সাথে
বলব কথা নিরালাতে
কেন এমন হল ॥

কতকাল আর নিঠুর হবে
কতকাল ভিক্ষা ফিরাবে
কতকাল ভিখারী দ্বারে
কাঁদবে অবিরল ॥

কতই কাঙ্গাল তুমি জান
তবু কর অভিমান
আয্‌হারের আর কিবা থাকে
শুধু অশ্রু জল ॥

সিদ্দিকনগর

যত কাঁদাও

যত কাঁদাও কাঁদব আমি
যত হাসাও হাসব,
এ জীবন দিয়াছি জেনো, তবু ভালোবাসব ॥

তুমি যে কতই নিঠুর জেনেই ভালোবাসি
খুলবেনা দুয়ার তবু দ্বারে দেই ফাঁসি
ডুবাবে তবু তব পার ঘাটাতে আসব ॥

তুমি যা দিয়াছ মোরে হারিয়েছি তাই
তাইতো এত অপরাধী তোমারে হারাই
তুমি কি আমারি মত? তাই অশ্রুতে ভাসব ॥

আয্‌হারেরে ফেলে দিও, কোন ক্ষতি নাই
তোমারে হারানোর ব্যথা কেমনে ভুলে যাই
এ জীবন দিয়াছি ওগো তবু ভালোবাসব ॥

৩রা জুন-১৯৫৮ ইং ১৩ই রমজান, সিদ্দিকনগর

তোমার লাগিয়া বন্ধু

তোমার লাগিয়া বন্ধু জ্বলে যায়রে মোর দেহ প্রাণ
কতকাল আর একা গাব এস্কের গান ॥

থাকব না আর পথে চেয়ে
প্রতীক্ষার বেদনা নিয়ে
থাকব না আর একা একা চাইব না আর এহছান ॥

তুমি যদি ডাক কাছে
ভাববো এ সব অলীক মিছে,
আঁখি ভরে ঝরিয়ে দেব ব্যথার আস্তরণ ॥

তুমি হবে পরের দোসর ?
মরণ ভাল এর চেয়ে মোর
ইহার চেয়ে বিধাও আমার বুকে বিষের বাণ ॥

যখন আমি চেয়ে থাকি
তখন তোমায় চেয়ে দেখি,
শুধু দেখা নাহি দেখি
শিখালে কেন গান ॥

আমার গানে আমি মরি
তোমার সুরের পায়ে পড়ি
শুধু করুণ আঁখি বারির দিয়েছ ফরমান ॥

আমার কাছে আমি হয়ে
এস বন্ধু আমায় ছেয়ে
গ্রহণ কর এ দীনহীন অধমের সম্মান ॥

তোমার কাছে সদা আয্‌হার
দেখি শুধু রূপের বাহার
শুধু ডেকে মিলিয়ে গেল আষাঢ়ের ওই বান ॥

২৮/১০/৮৭ইং, , সিদ্দিকনগর

তোমারে ভালবাসিয়া

তোমারে ভালবাসিয়া হইল কি বিষম জ্বালা
এবারে শেষ কর খেলা ॥

হৃদয়ে অবিরত
তোমায় দেখি আমার মত
আমি আর থাকি না আমার
কেবলি হই আত্মভোলা ॥

তোমার কথা মনে হলে
জ্বলে মরি পলে পলে
বেদনার বারিধারায় ভেসে যায় আশার মালা ॥

তুমি যে এত মধুর
এত কাছে এত যে দূর
হৃদয়ে জ্বালায়ে নূর কেন কর ছলাকলা ॥

এ আঁখি বন্ধ হলে
ডেকো মোরে বন্ধু বলে
আয্হারেরে অন্ধ করে সুখী হইও একেলা ॥

১৯৭৭ইং, সিদ্দিকনগর

জি জ্বালায়

কি জ্বালায় জ্বলিয়া মরে
আশেক জনা ভবে
দরদী তোর কে হবে ॥

খুঁজে মরে যেই জনারে
সেত কাছেই লীলা করে
ধরা দিয়েও অধরা হয়
সহজে না সহজ হবে ॥

সেজন কেবা আমি কেবা
ঘুরে ফিরে নিজের সেবা
আমি হয়ে আমায় কাঁদায়
হাসায় ফের পলকে ॥

পথে পথে দাঁড়ায় এসে
বরজখ যদি সদায় ভাসে
শ্বাসে ভাসায় আয্হারকে ॥

১৩/০৭/৮৮ইং, সিদ্দিকনগর

কত যে আঘাত

কত যে আঘাত দেই তবু তো আমারে ভুল না
আমি ভুলে যাই
ফিরে না তাকাই
তবু তুমি মোরে ভুলনা ॥

আমার এ গানে পেয়েছি ছন্দ যা
সুরের আকাশে খুলেছি রুদ্ধ দরজা
তবুতো আমারে কখনও করনি ছলনা ॥

আমি ফিরে যাই
তোমারে হারাই
তবু তুমি মোরে ভুল না ॥

অপার নিমকহারামিতে ভরা মনে
আমি দূরে যাই তুমি টান ক্ষণে ক্ষণে
আমি মুদে আঁখি
দূরে সরে থাকি,
তবু তুমি মোরে ভুলনা ॥

'তুমি দ্বার খুলে বিনিদ্র রজনী জাগি'
কত চেয়েছিলে মোর আগমন লাগি',
পাশে ঘুমে ছিনু
চেয়ে না দেখিনু
তবু কভু মোরে ভুল না ॥

মিরপুর-১১, ২-৯-৮৮ ইং

আমায় তুমি গ্রহণ কর

আমায় তুমি গ্রহণ কর তোমার মত করে
কেমন করে আসব কাছে এমন অন্ধকারে ॥

কেমন আছি তুমিই জান
কেউ মানে না তুমিই মান
কেউ বাসে না তুমি শুধু ভালোবাস মোরে
আমায় তুমি গ্রহণ কর অবুঝ শিশু করে ॥

কতই কথা আছে মনে
বলব একা তোমার সনে
মাথা কুটে মরব আমি তোমার চরণ 'পরে
আমায় যদি একটু খানি দাও গো সুযোগ করে ॥

আয্হার নামে একটি গাধা
হয়ত মানুষ হয়ত ধা ধা
বেঁধে রাখ দয়া করে তোমার গোয়াল ঘরে
আসতে যেতে চরণখানি ঠেকাইও মোর পরে ॥

শূন্য মাঠে এছহাক আমায়
চড়িয়ে দিল কেন যে হায়
আজল ভরা অশ্রু দিয়ে আনন্দ পাথারে
নিমজ্জিত কর ওগো তোমার চরণ পরে ॥

২৪/০৬/১৯৮৪ইং,, সিদ্দিকনগর

তুমি এসো গো

তুমি এসো গো পলাশ বিছানো পথে
তুলে নাও মোর হৃদয় কুসুম
তোমার সুষমার হাতে ॥

আছি দ্বার খুলে সবই দিব তুলে
যদি চাও আঁখি মেলে
তুমি শুধু একবার খুলি রুদ্ধ দ্বার
চলে যেও ফেরা পথে ॥

কত স্বপ্নে সিক্ত
তবু আখি রিক্ত
পাইনি তো অতিরিক্ত
তুমি শুধু একবার ছিন্ন মালার
ফুলখানি নিও হাতে ॥

তুমি হেসে যেও
মোরে কাঁদাইও একবার পিছু চেয়ো
কি লয়ে আয্হার করিবে সংসার
যদি নাও সবই সাথে ॥

২০শে জুন ১৯৮৪ ইং, সিদ্দিকনগর

দম থাকিতে দমে

দম থাকিতে দমে দমে ছোবানাল্লাহ বল
তরণী ছাড়ার সময় হল ॥

লা ইলাহা ইল্লাল্লার জিকের
করিল না আবু জেহেল
তাইতে কি তার মরণ বন্ধ র'ল ॥

যেদিন উত্তর শিয়র করে
শোয়াইবে সবাই তোরে
বলবে বিবি হালকা জিকির কানে কানে বল ॥

কবরেতে যাবি যেদিন
কেবা আপন হবে সেদিন
এই না জিকির শুনলে কানে প্রাণ হবে শীতল ॥

জিকির যার লাগে না ভাল
মনে বলে কি জঞ্জাল
যেদিন টলে আসবে কপাল বলবি কেমন হলো ॥

এখনও তোর মসজিদ খোলা
এখনও ডুবে নাই বেলা
থাকতে জীবন মরণ খেলা খেয়াল করে খেল ॥

আসছে সময় দেখবি নিশ্চয়
তোরই কানে কালেমা জিকির কয়
তোরই মরণ তোর মরতে হয়
কেউ দেয় না বদল ॥

বিধবা বধু রেখে ঘরে
যেদিন যাবি কাফন ঘিরে
আয্হার বলে সব আস্ফালন হবে সেদিন বিফল ॥

খামার হাট; ২১-৮-৭৭ ইং

যার লাগিয়া সইলাম

যার লাগিয়া সইলাম জ্বালা এত, সেতো চাইল না
পোড়া কপাল জোড়া কি লাগবে কি লাগবে না ॥

বিধঁলো পায়ে কত কাঁটা, তবু না ছাড়িলাম হাঁটা
সোনার যৌবন পড়ল ভাটা তবু বাতি নিবলো না ॥

কত নিশি তার বিহনে
কাঁদি চেয়ে চাঁদের পানে
কই কথা ওই তারার সনে তবু আকাশ ঝরলো না ॥

এতই নিঠুর হতে জানো
তবে ওমন বল কেন?
করলাম শুধু যেন তেন আসল চেনা হল না ॥

আশা ভরা এত যে ভয়
তবে কেন এই পরিচয়
আয্হার রুদ্ধদ্বারে কাছে একটু তোমায় খুলনা ॥

বরাবহবন ১৩৯১ বাংলা

সব ছাড়িয়া পাগল

সব ছাড়িয়া পাগল হইলাম আমি যার লাগিয়া
কি যে আগুন প্রাণে জ্বলে বুঝাব কি দিয়া
বাউল হইয়াছে মন ঘর-সংসার ছাড়ি
কূলহীন সাগরে আমি একা বাই তরী ॥

আকাশে ঐ নীল তারা
ডাকে আয় সর্বহারা
শূন্য হৃদয়ে আর রেখনা বাঁধিয়া ॥

যার লাগিয়া অশ্রু ঝরে কাঁদি যার লাগি
সব থাকিতে যার দরবারে মুষ্টি ভিক্ষা মাগি
যার চরণের ধূলার তরে
পথের ধারে আছি পড়ে
মরেও মরি না, বাঁচি রহিয়া রহিয়া ॥

কপালে কি আছে হায়রে ভাবি নিরবধি
বিদায় বেলায় তারে নাহি কাছে পাই যদি
ডেকে যদি না-ই-পাই
পাইয়াও যদি হারাই
আয্হারের আর গতি নাই ভিখারী সাজিয়া ॥

৭-১-৮১ ইং বরাইদ হইতে নৌকা পথে

তুমি দাও দেখা

তুমি দাও দেখা মাশুকরে
তোমায় না দেখিলে প্রাণ আমার রয়না ঘরেরে ॥

দগ্ধ চাতকীর মত
চেয়ে থাকি অবিরত গো
ও তোরে নয়নে নয়নেরে রাখব ॥

তুমি আমার প্রাণ পাখী
জনমে জনমে ডাকি গো
ও তোরে গলাতে হার কররে রাখব ॥

তুমি না রহিলে কাছে
দুঃখী আয্‌হার কেমনে বাঁচে গো
ও তোরে বুকেতে বান্দিয়ারে রাখব ॥

কতকাল তুই কাঁন্দাবি আর
বুঝলি না তুই দুঃখ আমার রে
ও আমি কতকাল আর সইয়ারে থাকব ॥

তুমি আমার প্রাণ সখা
মরণ কালে দিও দেখা গো
ও তুমি নিজ হস্তে নামাইও কবরে ॥

খামার হাটি, ৩-৮-৮২ ইং

লোকে বলে

লোকে বলে আল্লাহ কোথায়
কোথায় আখেরাত
কেমনে হবে কবর আজাব দেহ ধুলিস্মাৎ ॥

বেহেস্ত দোজখ কোথায় আছে
কে দেখেছে কোন কালে যেয়েরে
বল মোর্শেদ কোথায় এসব
করি প্রণিপাত ॥

শোন বলি কোথায় ছিলি, এখন কোথায়
কাল কোথায় ॥

তিন কোথা'র মাঝেতে খোদা
সদাই সাথে খেলে যায়,
কবরেতে যে গিয়েছে শুধাও তারে
কারে কবর আজাব কয়
এর চেয়ে কি আজাব আছে সব
থাকিতে খালি হাত
সকল জ্বালা দিয়ে আমায় জ্বালিয়ে দাও
যেটুক আমি বাকি আছি সব পোড়াও
আমার যেটুক সব নিয়েছ
তোমার যেটুক পাওনি তা
ফুল কেন মোর ছিঁড়লে এত
হাতে যদি নাই সূতা,
শূন্য বাগের ভ্রমরগুলি গেল কোথায় অকস্মাৎ ॥

সিদ্দিকনগর

আমায় পাগল

আমায় পাগল বানাওরে মাওলা
ঘর হারা করিয়া নাও
জঞ্জালে জড়ায়ে কেন আমায় কাঙ্গাল বানাও ॥

বস আমার হৃদ মাঝারে
দেখি তোমায় নয়ন ভরেরে
কেমন তুমি তোমার মত আমারে দেখাও ॥

সাধ্য তুমি জান আমার
আশা আছে তবু পাওয়ার
কৃপা করে অধমেরে চরণ ধুলি দাও ॥

যারে তুমি ভালবাস
করবে কি তার সর্বনাশ ?
তারি চরণ তলে বেঁধে রেখেছি মোর নাও ॥

কত আশায় তুমি জান
কত জ্বালায় এই জীবন
পোড়ায়েছি আমি কেন এছহাকরে শুধাও ॥

আয্‌হার কিইবা চেয়েছিল
তোমার কি তা কম ছিল
তোমার দয়া তোমারই থাক কিছু না বিলাও ॥

সিদ্দিক নগর, ১৪-৯-৮২ ইং

নিরালা কবর তলে

নিরালা কবর তলে যখন একা রব নিরালে
ওগো দয়াল মোর্শেদরে
দাঁড়াইও শিয়রে আমার ॥

বুকের উপর মাটির দেওয়াল
ঝি ঝি ডাকে ডাকে শেয়াল ॥

অন্ধকার ওই আকাশেতে তারারা সব
ফেলে লোর ॥

জোনাকীরা বাতি জ্বেলে
আমায় দেখে আঁখি মেলে
ভুতুম বসে কবর পাশে
কেঁদে রাত্রি করে ভোর ॥

পাখীরা মোর বুকের পরে
কত যে কলরব করে,
স্বজনেরা কেউ আসে না
সোজা চলে যায় যে ঘর ॥

এমনি নিরালা কবরে
যবে রব একা পড়ে
যেখানেই থাকনা মোর্শেদ
করিও মোর খবর ॥

২৪ শে জুন, ১৯৮৪ ইং

বল খোদা

বল খোদা আমি কি
এত অসীম হয়েও
ক্ষুদ্র বান্দার দোয়া তুমি শোননি ॥

এই যে নামাজ পড়ে পড়ে
দোয়া করি আশা করে
গুনাহ করে তওবা করি
তুমি কবুল করনি ॥

এই যে কঠিন শীতের রাতে
পাখী ডাকা হিম প্রভাতে
কেঁপে কেঁপে ওই সেজদাতে
কে কাঁদে তা শোননি ॥

হৃদয় ভরা কতই কথা
অন্তহীন এত ব্যথা
সবই কি বুঝগো তুমি
সবই তুমি জান নি ॥

সিদ্দিকনগর

সাধ্য নাই মোর

সাধ্য নাই মোর ভালবাসি
চরণে রাখিও
যদি পার নিজ গুণে ভালবাসা নিও ॥

তোমার এবাদত করিব সাধ্য নাই যে মোর
দয়া করে প্রসারিও তব বাহু ডোর ॥

যদি তুমি আস কাছে
তবে আমার সবই আছে
অধম বলিয়া আমায় ফেলে নাহি দিও ॥

জানি না তো ভালবাসা মিথ্যা দাবিদার
বৃথা গেল এ জীবনে সাধনা আমার
আমি তা বুঝাই কেমনে

পলাতক মন মোর ভুল চপলতায়
যেটুক পাওয়ার ছিল তাহাও হারায়

তব ক্ষমা বরিসনে শান্তি দাও দগ্ধ মনে
আয্হারের জীর্ণ হারে পদচিহ্ন দিও ॥

সিদ্দিকনগর

অন্ধ মন

অন্ধ মন–
এ সংসারে থাকবি কতক্ষণ।
সংসারের ওই মোহে পড়ে আপন ভাবলি যারে
আসল আপন যেজন ছিল কি দিলি তুই তারে ॥

খালি হাতে বসে আছ
ভেবে দেখ কয়দিন আছ,
হাসিবে কতকাল আর দুয়ারে দাঁড়ায়ে সমন ॥

দুয়ারে বেরিয়ে যবে প্রিয়জন হতে
জনমের বিদায় নিয়া যাবি কোন মতে
বুক ভরা এই ভালবাসা, এত স্বপ্ন এত আশা
কার কাছে রাখিয়া যাবি ভেবেছ কখন ॥

করি করি বলে দিন গেল গড়াইয়া
কি পাইলি ওরে মন নিজেরে বিলাইয়া
খালি হাতে নদী তীরে আয্হারেরে কে ডাকেরে
অন্ধকারে বারে বারে শুনি কার ক্রন্দন ॥

সিদ্দিকনগর

আরো কিছু কাছে

আরো কিছু কাছে মোরে তুমি টেনে নাও
যতটুকু নিলে ভাল করে পাও ॥
জান তুমি আমিতো হেথায় একা আসিনি
তবু কেন অভিমান করে রও ॥

কি কথা ছিল তোমার মনেতে
পাঠাইয়াছ কেন মোরে বনেতে
দিলে যদি অবহেলা
কেন তব এত খেলা
আমি আরও পেলে তুমি কি হারাও ॥

ধনী তুমি তবু আমি ভিখারী
ভিখারী তোমায় কি দিতে পারি
তাই শুধু চেয়ে আছি
হও নাকি কাছাকাছি
দাও নাকি আয্হারেরে যাহা চাও ॥

সিদ্দিক নগর; ১০-৬-৮৩ ইং

আলেখ্য গড়ে

আলেখ্য গড়ে তোর
রাখব বুকে ধরেরে, রাখব বুকেতে ॥

জীবনে যা আছে সব দিব তোরেরে বন্ধু
সব দিব তোরে ॥
তোমারি চরণ তলে রাখব এ বুক পেতেরে
রাখব এ বুক পেতে ॥

আঁখি মেল বন্ধু শোন তুমি একবাররে
তোমার লাগিয়া বেঁচে আছি কোন মতে

দুঃখ কি যে মোর
জানতো সবইরে বন্ধু জানতো সবই
আয্‌হাররে তুমি ভাসাইও না বন্ধু
কুলহারা স্রোতেরে বন্ধু ॥

সিদ্দিক নগর, ২২-১০-৮৯ ইং

তিন পয়সার

তিন পয়সার কাম ছাগল হায়রে
লাখ টাকার সাধনা খাইল
বৃথা জীবন গেল ॥

এত কষ্টের বন্দেগী সব
এত সাধন ভজন বিভব
পরাভব করিয়া দিল নয়নের কাজল ॥

মনরে কি চাইতে গিয়ে
কিসে তোরে বসল পেয়ে
আসল ঘরে মাশুল হয়ে, বসলরে নকল ॥

শয়তান তোরে ফেরেব দিল
মুখে মুখেই এ বোল বল
সুখে সুখেই চাইলিরে সুখ, শয়তানী না গেল ॥

ছাড় এবার মোহের খেলা
মাওলারে না কর হেলা
ঠেলা খাওয়ার আগে এবার জোরে ঠেলা ঠেল ॥

শুধু একা নির্জনেতে
ফেল হও যদি পথে যেতে
নয়ন পেতে আয্‌হার দেখে সবই ঘোলা হল ॥

সিদ্দিক নগর ৩০-১২-৮৯ ইং

বন্ধু তোমার

বন্ধু তোমার ঠিকানা বল
কতকাল বন্ধুত্বে গেল
এবার আয্‌হাররে ঠিকানা বল ॥

কতদূরে চেয়ে থাক
নিজেরে আড়ালে রাখ
দেখে না দেখ আমারে
তবু কেন বন্ধুত্ব হল ॥

ছিলাম আমি একা একা
আমিই না দিলে দেখা
ঠিকানা দাও আঁখিতে মোর ॥

জীবন যে হারিয়ে গেল ॥
বন্ধু তোমার ঠিকানা বল ॥

সিদ্দিকনগর

তোমারি আশায়

তোমারি আশায় মালা গেঁথে গেঁথে
বেলা যে নিবিয়া আসে
মুছিনি জীবনে পদচিহ্ন তব
রেখেছি বুকের পাশে ॥

যে পথে গিয়াছ তুমি আজও সেই পথে চাহি
গোধুলী আকাশ সাক্ষ্য করিয়া
জান কার গান গাহি
এ কার অভিশাপ ছলনার বেশে
মাধুরী হইয়া আসে ॥

যে পথে গিয়াছ তুমি আজও সেই পথ পাশে
বিরহিনী তারা শিশিরের বুকে
ফুল হয়ে যেন ভাসে
নিদহীন চোখে শুধু আয্‌হার বসে
আছে কার আশে ॥

সিদ্দিকনগর, জিয়নপুর

ঘরেতে যার আগুন

ঘরেতে যার আগুন জ্বলে বাইরে পায়না সুখ সেজন
আর কতকাল থাকবি ভবে মন ॥

ভবের হাটে বেচা কেনা বেশী দিন তো থাকবে না
একে একে আপন জনা হয়ে গেল অচেনা ॥

বৃথা খুঁজে মরিস শান্তি
এ সংসার শুধু বিভ্রান্তি
অশান্তি ঘুচিয়ে যাবে মরণকে কর স্মরণ ॥

কত স্বপ্ন বুকে লয়ে
কত ফুল ঝরে গেল
ভোরে বাসা বেঁধে সাঝে পাখী পরবাসী হল ॥

কাল ছিলে না আজকে আছ
পরশু বাঁচবে নাকি বাঁচ
কল্পনায় জীবন গড়িছ হাওয়ার সৌধ বিরচন ॥

মন না যারে ভাল বাসবে
দেহ তাহার পায় লুটাবে
মন যারে না চায় দেহ তার কোলেই মাথা লুটায়রে

দেহ গেল ভাটি স্রোতে
মন কেন যায় উজান পথে
আয্হার কান্দে কোন মতে হয়নি জীবন নিরসন ॥

১২-৪-৮০ ইং, সিদ্দিকনগর

আমার মনে

আমার মনে যারে চায় বন্ধুরে
সারা জনম কাঁইন্দা গেলাম আমিরে
তারে কোথায় পাইরে ॥

কথা দিলাম প্রাণরে বন্ধু
কোন নিশি কালে
মনে কি পড়েনা তোমার কিবা বলে গেলেরে ॥

কেন নিরব রইলা বন্ধু
বলে এত কথা
কেউ বুঝে না তুমি ছাড়া হায়রে
আমার মনের ব্যথারে ॥

এত কেন দিয়েছিলে
জীবন ভরিয়া
সবই কি তা ফিরাইয়া নিবে
ওগো কাঁন্দাইয়া কাঁন্দাইয়া ॥

কেন এসেছিলে তুমি
আমার ভুবনে
আয্হারেরে কাঁন্দাও এখন
কেন বনে বনেরে ॥

যমুনা বাঁধ; ৩-১-৮৫ ইং

আমি যারে

আমি যারে ভালবাসি
তার মত হয়ে তুমি জাগো মোর চোখে
তার মত হয়ে তুমি এস মোর বুকে ॥

যার লাগি অশ্রু ঝরে
তার স্নিগ্ধ রূপ ধরে
টেনে নাও সন্নিকটে আমারে অলখে
যারে আমি ভালবাসি
সদা রাখি পাশা পাশি
যে আমারে সুখে দুঃখে কোলে তুলে রাখে ॥

যে আমার সব ব্যথা
ভুলে কয় হেসে কথা
সদা স্নেহময় হয়ে মোরে চেয়ে দেখে ॥

তার মত দয়া করে
দেখ তুমি আয্হারেরে
বাসন্তি কুসুম হয়ে ফুটো মোর বুকে ॥

সিদ্দিক নগর, ১-১১-৮৮ ইং

তোমার শয়ানপাত

তোমার শয়ানপাত আমার বুকের পরে
তোমার চরণ ধুলি মাখাও কাজল করে ॥

হোক এ ললাট পথের রেখা
তাতে হেঁটে একা একা
চরণ ঘায়ে স্মরণ দিয়ো হৃদয়টারে ॥

এই দেহ মোর তোমার পায়ে জড়িয়ে থাক
সকল জ্বালা জুড়িয়ে জীবন শান্ত হোক
বুকে লয়ে যেসব জ্বালা
হাসি মুখে গাঁথি মালা
কত বেহেস্ত বিকিয়ে গেলাম তোমার ডরে ॥

তোমার শয়ানপাত আমার ললাট পরে
আমার অশ্রু মাখাও পায়ে কাদা করে ॥

পথের কাঙ্গাল করে আমায়
তবু রেখ ঐ রাঙ্গা পায়
তুমিই জান আয্হার কি কয় জীবন ভরে ॥

ছনকা, ৩-৬-৮৩ ইং

ভিখারী তোমার

ভিখারী তোমার দ্বারে ভিক্ষা দিবে কি জানি না
দয়া করে মালিক শাই রব্বানা ॥

এ জীবন ক্ষণিকের তরে
পলক ও পলক করে
প্রিয়জন সব হয়ে যায় অচেনা ॥

ইচ্ছা করলে ফিরাইয়া দিতে পার মোরে
তুমি মোরে চির কাঙ্গাল করে
কাঙ্গাল করে রাখতে পার অঘাটের কিনারে ॥
যদি মোরে কর যাচাই
দয়া পাওয়ার সাধ্য যে নাই
সবই তো তোমার আছে জানা ॥

যদি তুমি দয়া কর জীবের মুক্তি হয়
ক্ষমা না করিলে তোমায় রহিম কেন কয়

আয্হারেরে জখম করে
ঠাঁই দাও তব চরণ পরে
ভিক্ষুকেরে আর করনা মানা ॥

মীরপুর; ৬-১-৮৮ ইং

ভাঙ্গা নৌকায়

ভাঙ্গা নৌকায় পানি সেচে কুল পাইলাম না ॥
এক ফুটায় দেই গাইনি আর গাব
আরেক তক্তার খুলে যে ডাব
পিছনেতে চেয়ে দেখি ঝড়ের নিশানা ॥

সম্মুখেতে সাগর ভারি
পিছনে ঝড় আসে উড়ি,
কুলহীন দরিয়ার মাঝে বান্ধব দেখি না ॥

যতই সেচি ততই উঠে
এই করেই মোর বেলা কাটে
তবু নায়ের কোলে পানি ফুরাইল না ॥

পিছনেতে চেনা পাখি
কাছে উড়ে ডাকি ডাকি
বলে আয্হার উজান স্রোতে গাফেল হইও না ॥

১০-৬-৮২ ইং, শিমুলিয়ার পথে ধলেশ্বরীতে নৌকায়

এবার বোরকা

এবার বোরকা খুলে নয়ন মেলে
আমার মুখে চাও
তোমার রূপের কিরণ পরানে মোর
প্লাবন করে দাও ॥

রইবে গোপন কতকাল আর
এবার নূর তাজাল্লির বহাও বাহার
নূরের উপর নূর ছাড়িয়া
সম্মুখে দাঁড়াও ॥

ছড়িয়ে দাও তোমার ছবি
যেদিকে চাই তুমি সবই
আমি হয়ে তুমি মোরে
আশেক করে নাও ॥

রইবে গোপন আর কতকাল
ছিন্ন কর পর্দার আড়াল
এবার নূরের বন্যা ঢেলে সোনার
তরণী ভাসাও ॥

আয্হারেরে ছিন্ন কর
তারি মাঝে এছহাক ধর
তাহার মাঝে তোমায় ধরে
আমারে কান্দাও ॥

সিদ্দিকনগর

আমায় তুমি

আমায় তুমি যত পার দূরে রাখ
তবু কেন বোবা হয়ে থাক
আমার বোঝা না যদি সও
তুমি যদি না আমার হও
অন্য দ্বারে ফকির করে রাখ ॥

আমার এ ভাবনা যদি সয়
দেখাও কেন মরণের ভয়
সাগর তুমি চাতক ভয়ে
শূন্যাকাশেই থাক ॥

না যদি সয় আমার আঘাত
তোমার আমার কিবা তফাৎ
আয্হারেরে অন্য কারো
গোলাম বলে ডাকো ॥

সয় নাতো এই নিরবতা
মোর কথা কি তোমার কথা
জড়িয়ে দিও মরা পাতা
এমন লাখো লাখো ॥

নাই দাবি মোর ভালবাসার
দীপ কেড়ে নাও সকল আশার
সকল জ্বালা জুড়িয়ে যাবে
গোরে আমায় ঢাকো ॥

সিদ্দিক নগর; ১-৭-৮৫ ইং

তোমায় ভালবাসার

তোমায় ভালবাসার চেয়ে
মরণ আমার ভাল ছিল ॥

সব পাইবার আশায় আশায়
যা ছিল মোর সবই গেল ॥
তোমায় দিয়ে যা ছিল মোর
দুঃখের নিশি হইল না ভোর
দিন যে আমার শেষ হয়ে যায়
সাঁঝের তারা ঘনিয়ে এল ॥

কে আমার এই সোনার ঘরে
আগুন দিল আদর করে
কে আমারে অশ্রু দিয়ে
ফুলের বাসর সাজিয়ে দিল ॥

নাই বা ভালবাসলে আমায়
আয্‌হার তবু অশ্রু ঝরায়
অবহেলার এই বাগানে ভ্রমর
আসল কিবা গেল ॥

গোটাবাগ; ২৩-৮-৮৫ ইং

তোমার মত

তোমার মত এমন করে ভাল কেউ আর
বাসবে নাতো
তোমার মত এত কাছে
বল প্রিয় কে আর আছে
আমার বাঁচায় কে আর বাঁচে
আমার ব্যথায় কে আর ব্যথি

নয়ন ভরা কথা মালায়
কেউ চাবে না মোর চোখে হায়
তোমার মত এমন করে
কেউ আর আমায় ডাকবে নাতো ॥

এত কাছে তোমার মত
রাখলে বুকে অনেক হত
তোমার মত এমন করে
মোর সাথে কেউ হাসবে নাতো ॥

হওনি কখন অভিমানী
দাও যদি অজস্র গ্লানি
তোমার মত এমন করে আয্‌হারকে কেউ
দেখবে নাতো ॥

জিয়নপুর; ১৯-৮-৮৫ ইং

সারা জাহান

সারা জাহান মরুভূমি মক্কাশরীফ বাগান
সেই বাগানের একটি ফুল
মোহাম্মদ রসূল তার নাম ॥
যে ফুলের সুরভি সুপ্ত
নবী ওলি তাতে গুপ্ত
স্বয়ং মাওলা পরিব্যাপ্ত
ত্রিভুবন বিভোল ॥

আদিতে আদম প্রকাশ
অনাদি আহাম্মদ বিকাশ
একেতে দু'য়ের আভাষ
হিসাবেতে গোল ॥

সৃষ্টি স্থিতি ধ্বংস নীতি
মোহাম্মদের কি হয় রীতি?
জাতি ছাড়া হয় না প্রীতি
বিনা গাছে ফুল ॥

অন্তহীন সুর ফল্গু ধারায়
ত্রিভুবনে যার লীলা হয়
অচেতন তারে নবী কয়
কয় ইয়া রসূল ॥

তোর বিকাশে আয্‌হার প্রকাশ
আদি অন্ত সকল আভাষ
চরণ তলে করিও দাস
ক্ষনিও সব ভুল ॥

সিদ্দিকনগর

কি করাল

কি করাল করিয়া আইলাম বিদায়ের কালে
দেইখা আইলাম একটি পাখী কান্দে
একা ডালে ॥

কত রং বেরংয়ের পাখী
কত শিশু কত বাড়ী
দুইজন আমায় গেল ডাকি
বসন্তের কালে ॥

দেইখা আইলাম দুইজন মাল্লা
একই নৌকায় বিপরীত পাল্লা
সেই নৌকায় ঝুলে আছি পালে ॥

হেসে হেসে করাল দিয়া
ডালের পাখী যায় কান্দিয়া
আয্‌হার কোন পাতালে ॥

টেংরা, শ্রীপুর; ২৩-৮-৮৬ ইং

সময় আর

সময় আর হবে না
হয়ে যাবে অচেনা
এবার মাশুক নামের আশেক হয়ে
বাজাওরে মনের বীণা ॥

যত অশ্রু আছে
রেখনা আর কাছে
এবার ঝরণা করে চরণ পরে
ঝরিয়ে দাও সব দেনা ॥

প্রাণে যত কথা
হৃদে কত ব্যথা
এই লগনে শেষ কর বেচা কেনা ॥

এমনি এক লগনে
আয্হার এছহাকের সনে
হয়েছিল আর জনমের চেনা ॥

বরাবহর; ২৪-৬-৮০ ইং

আমি যমুনা সলিলে

আমি যমুনা সলিলে ডুবিয়া মরিব
আর না ফিরিব ঘরে ॥

নিঠুর বন্ধু চুরি করে প্রাণ
পালাইয়া গেছে করে অভিমান
তারে ডেকে ডেকে কত বসন্তের
কোকিল মরিল চড়ে ॥

যত ছিল সব চেয়েছিনু দিতে
তবু নি চরণ পড়ে এ বুকেতে
আর যে কিছু নাই মোর হাতে
কি দিয়ে ফিরাব তারে ॥

যদি কোন দিন এ নদীর কূলে
বন্ধু আমার আসে যদি ভুলে
কে যায় ভাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলে
দেখাইও আয্হাররে ॥

বরাবহর, ২রা রমজান, ২৪শে জুন ১৯৮২ ইং

মোর বুকে

মোর বুকে পাব তারে কবে যে
মিলনের মত মিল হবে যে ॥

বহুদূর পথ পার হোয়ে
বহু ব্যথা বুকে বুকে সয়ে
কত কথা বলাবলি হবে যে ॥

চাঁদ ভরা আকাশের তলে
যত ভুল নয়ন যুগলে
আঁখি বারি হয়ে বেরাজে ॥

হৃদয়ে হৃদয় খানি রেখে
মনেতে মনের আশা মেখে
ভাষাহীন দেহ জড়াবে যে ॥

তাবাত্তাল হবে আয্হার
ভুলে যাব নেশার সংসার
সেই বুঝে মোর্শেদ সেবে যে ॥

সিদ্দিকনগর

কালেমা পড়িয়া

কালেমা পড়িয়া বিদায় দিবে আমারে
দয়াল আল্লাহ্রে কইয়া দিওরে মোর্শেদ
দয়াল আল্লাহ্রে কইয়া দিও ॥

পাগল তোমার বিদায় নিল
তারে কবুল করিও রে মোর্শেদ ॥
হাতের তসবি খসে গেলে
কলবটা মোর নিরব হলে
বন্ধ চোখের অন্ধকারে
আলো জ্বালাইওরে মোর্শেদ ॥

শূন্য জায়নামাজে যবে
মাকড়সারা জাল বুনিবে
তারি পাশে শূন্য টুপি
চাহিয়া দেখিওরে মোর্শেদ ॥

কইও দয়াল আল্লাহ্র কাছে
পুঁজি শুধু এছহাক আছে
তুমি কোথায় থাক মোর্শেদ অধমেরে জ
ানাইওরে মোর্শেদ ॥

দৌলতপুর, ২৪-৮-৮৫ ইং

আমি তোমায় পাব

আমি তোমায় পাব কয়দিন আছে বাকী
প্রাণ খোদারে
তোমায় পাব কয়দিন আছে বাকী ॥

নিঠুর বন্ধুর মত দিওনারে ফাঁকি
প্রাণ খোদারে
তুমি আমার প্রাণের বন্ধুরে ॥

তোমারে ভালবাসিয়া কত কাটা সই
প্রাণের বন্ধুরে আমি কিছু না জানাই
কতজনে কইল আমায় সংসার বিরাগী ॥

মাথায় দিলা দুঃখের ডালী অঙ্গে দিলা জ্বালা
দিবানিশি অন্তরে মোর দোজখ জ্বালাইলা
কতজনে পাগল বলে করে ডাকা ডাকি ॥

কেউবা বলে সব খোয়াইল বেঁধে রাখ ওরে
কেউ বুঝে না ঝড়ের পাখীর কি কথা অন্তরে
তিখ দেয় কেউ ভিখ দেয় নাতো
কেউনা দুঃখের ভাগী ॥

দুঃখ সাগর সাতরাইয়া আসলাম তব দ্বারে
এখন কেন ফিরাইয়া দাও কাংগাল আয্হারেরে
তবে কান্দাইয়া এত কেন দিলে ফাঁকি ॥

সিদ্দিকনগর

আমি নাও

আমি নাও বাইয়া যাইরে
ভাইটেলী গাঙ্গ বইয়া
সোনার মেয়ে একলা ঘাটে কি ভাব বসিয়া
কলস দাও কেন ভাসাইয়া ॥

চেনা চেনা লাগে তোমায় কোন জনমের কালে
অঙ্গ ভরা আমি ছিলাম টিপ ছিলাম কপালে
বিদায় বেলায় এসেছিলাম কি কথা বলিয়া
কলস দাও কেন ভাসাইয়া ॥

ওই জনমের পশার লইয়া
এই জনমের ঘাটে
তোমার আশায় বসে বসে দুটি জনম কাটে
আশা ছিল পাব পানি
কিন্তু কলস ভেসে গেল
পানির তৃষ্ণায় আযহার মইল
পানিতে ভাসিয়্যা
কলস দাও কেন ভাসাইয়া ॥

সিদ্দিকনগর

বিদায় বেলায়

বিদায় বেলায় বল গো
বিদায় বেলায় বল একবার
চিরদিন রবেনি আমার ॥

তুমি ত বিদায় নেবে
বহুদূরে চলে যাবে
কি লয়ে বাঁচিব বলে যাও ওগো
বলে দাও একবার ॥

আগে যদি জানিতাম
আঁখি মুদে থাকিতাম
তব প্রিয় নাম মুখে না নিতাম ওগো
না পুড়িতাম এত আর ॥

বুক ফাটে মুখ হত
আঁখি দুটি সংযত
সবার বদলে আয্হার যেন ওগো
পায় চরণ তোমার ॥

২০-৬-৮৩ ইং; বাড্ডা; দীঘল টেক

বুকে যত

বুকে যত তীব্র জ্বালা
মুখে তত নাই ভাষা
কেনরে এসেছিলি জীবনে এত ভালবাসা ॥

বুক যত ফাটে
মুখ তত নাহি ফোঁটে
মরমের ভাষা সব জমে থাকে ঠোঁটে
কেন এসেছিলি বল ওরে সর্বনাশা ॥

এত কাছে পেয়ে
শুধু চেয়ে চেয়ে
নিরব বারি ধারা চোখে আসে ছেয়ে
কোন দিন কোন কালে মিটবেনা পিপাসা ॥

বোবা মন ওরে
ভরা নিশি গেল ঝরে
খালি মন হারায়েছি এত রিক্ত করে
বলরে আয্হারেরে কোথা আছে একটু আশা ॥

সিদ্দিক নগর; ৮-১০-৮৮ ইং

বুকে আমার বেঁধে

বুকে আমার বেঁধে দিও
মদিনার ঐ কাপড় খানি
আখেরী বিদায়ের বেলা
পূঁজি আমার নাই আর জানি ॥

মদিনার ঐ সুরমা আতর
রেখ আমার আঁখির উপর
যেদিন কথা বলব না আর
ঝরবে না আর চোখের পানি ॥

যেদিন ভাষা চির তরে
বন্ধ হয়ে যাবে ওগো
ভোরের আজান শুনব না আর
বলবে না কেউ আয্হার জাগো ॥

মদিনার ঐ রুমাল দিয়া
ঢেকে দিও আমার হিয়া
চেয়ে যদি না দেখি আর
ঢেকে দিও এ মুখ খানি ॥

কবরেতে রাখবে যখন
কানে কানে শুনাইও
মোহাম্মদের নামের মালা
বুকে আমার বেঁধে দিও
আখেরী ছালাম দিয়া
দিবে যখন উঠাইয়া
জবাব যদি না দেই আমি
হইও নাকো অভিমানী ॥

২১শে ভাদ্র-১৩৯১ সন সিদ্দিক নগর; ঈদুল আয্হা

সব দেব

সব দেব তোমারে আমি
তুমি দিবে কি
সকল দুয়ার খুলে দিব
চরণে কপাল রাখিব
সব নিও কিনি ॥

নিশীথের ওই চন্দ্রালোকে
শিউলি শ্যামায় মাথা রেখে
ফুলের বুকে লিখব চিঠি, কিছুই রাখিনি ॥

রাখব কোথা তোমারে যে
যেথায় ব্যথা উঠে বেজে
পলক হারা নয়নে মোরে দেখবে যা দেখনি

আমার এমন জীর্ণ ঘরে
শাহানা শাহী নৃত্য করে
আয্হার বসে তখতে শুনি
তোমার চরণ ধ্বনী ॥

২০-৭-৮৫ ইং; ববিয়াবহ

বাসার পাখী

বাসার পাখী ছাড়লে বাসা
কে আর দেবে ভালবাসা
আপন দেশ ছাড়িয়া গেলে
আর হবে না ফিরে আশা ॥

কোন দেশের পাখী আসিয়া
কোথায় বাসা বাঁধে
অচেনারে বুকে লইয়া
কয়দিন হাসে কাঁদে ॥

মালাকাল মউত আসিয়া কেড়ে নেয়
সেই না সুখের বাসা ॥

তুমি আমার আমি তোমার কয়দিনই বা র'ব
রাত পোহালে তুমি আমি অচেনা হইব
খালি হাতে ছালাম দিয়া ফেলে যাব ভালবাসা ॥

ভোরের পাখী সন্ধ্যা বেলায় সাঁঝের গীতি গায়
আয্হারেরে কোন বা দেশের সুর তারা শুনায়
যারে বলি এত আপন তার মনে কি জানি আশা ॥

সবার চেয়ে প্রিয়জন হায় বন্ধু
কোথায় সে লুকাইল
কোন দেশে কি হালে রইল
খবর না জানাইল
বাতাসে সে মিশে ডাকে
বুঝে না তার নিরব ভাষা ॥

১৯-৮-৮৫ ইং; জিয়নপুর

ও মন কোন দেশেতে

ও মন কোন দেশেতে ছিলিরে মন
আসলিরে কোন দেশে
আবার নওশার সাজে
সেজে যাবিরে কোন বিদেশে ॥

এখনি যদি মরণ হয়
কেবা তোরে আত্মীয় কয়
যে মরণরে করিছ ভয় তারি কাছে যাবি শেষে ॥

মরণে কি যায়রে ছেড়ে
একদিনও না দেখলি তারে – মনরে
তায় আয্হার কত মানুষ ধরে,
দাঁড়াইয়া তারে ঘেষে ॥

কে তুমি হও ভাব নাই তা
বৃথা খাটায়েছ মাথা– মনরে
ছাড় জ্ঞানের অশ্লীলতা দাঁড়াও জীবনের পাশে ॥

কতদিন আর মোহে যাবে
যা রেখেছ অন্যে পাবে–মনরে
আগামী কাল তারা হয়ে ভাসবে
তুমি নীল আকাশে ॥

২১-২-৮২, সিদ্দিক নগর

কে তুমি

কে তুমি আমার মত
আমার পানে অবিরত
চেয়ে থাক কওনা কথা কওনা কথা ॥
তুমি সঙ্গি হইয়া সম্মুখে রও
ছোয়া পেলে সঙ্গিনী হও
হাসিয়া মৃদু হাসি মুদে যাও কেন
চোখের পাতা ॥
সাজাইলে নফছেরই শহর
তোমায় লয়ে করলাম না ঘর
আপনি আপন হয়ে শিখাইলে মালা গাঁথা ॥

বসাও যারে বাম কিনারে
আনলে তারে ডাইনের ঘরে
কি আজব লিলা ঘটে
সে কি মিয়া যা'তা কথা ॥

আমার অজুদে অজুদ মিশাইয়া
ঘুরাও আমায় দেশ ভরিয়া
ষষ্ঠরূপ বসন পরে ইশারায় জানাও বারতা ॥

তোমার দেহে প্রাণ থাকিতে মরণ বোঝা
সিদ্দিক আয্হার কয় তাইকি সোজা
মোর্শেদ নাম স্মরণে হলে মরন
তার মরণে রয়না ব্যথা ॥

সিদ্দিকনগর

মক্কায় কোথা

মক্কায় কোথা মক্কা আছে মদিনাতে মদিনা
আরশ আছে কিসের কাছে
ভেবে দেখরে ও মনা ॥

পাথর কাবা খলিলের ওই
জিয়ারতে কি হাজী হই
ঘরেতে হজ্জ না হলে কি মক্কাতে
হজ্জ হয় গুনা ॥

জলিল কাবায় যে হজ্জ করে
সেইতো আসল হাজী হয়রে
জলিল কাবার ঈশান কোণে রয়রে সোনার
মদিনা ॥

সেই মদিনার নীচ তলাতে
আছেরে শাই আসন পেতে
হয়রে আযান দিনে রাতে কিতাবে
খবর হয় না ॥

এছহাক বলে, শোন আয্হার
ঠিক কর জায়নামায তোমার
দিশে হারা হয়না তারা
মোর্শেদ হয় যার নিশানা ॥

সিদ্দিক নগর, ২২।৬।৯০ ইং

সারা জনম

সারা জনম কাটাইলাম কি করে
শুধু তুমি জানরে বন্ধু
নিও খবর হায়রে মরনের পরে ॥
আগুন জ্বলে ঘরে আমার
বাইরেও দেখি বন্ধ দুয়ার গো
পলাতক মন রয়নায়ে আর ঘরে ॥
আমায় করে গৃহহারা
কেমনে রইলে সাথী ছাড়া
ভাল নাই কি দিলাম তোমারে ॥
দগ্ধ হৃদয় পেতে আছি
ওই চরণের ধুলি যাচি
কান্দাইওনা আর আযহারেরে ॥

সিদ্দিকনগর

আমি কি আশায়

আমি কি আশায় বসিয়া রইলাম
খেয়া খেল ছেড়ে
আমায় ফেলে বালুর চরে ॥

চারিদিকেতে তুফান খালী
ঝুরঝুরিয়া ডুবেরে বালি
অচিন নাইয়া কে যাও বাইয়া
খবর কইও দেশের মানুষেরে ॥

কি আশায় বসিয়া রইলাম
কারু কাছে খবর না কইলাম
হয়ত আর হবে না দেখা সার রইল অপেক্ষার ঘরে॥
ভোরের আশায় অন্ধকারে
কাঁন্দি নিরালা চরে
আয্হার ডাকে এছাকেরে
দেখ কি কয় মোর অন্তরে ॥

২৩/৮/৮৬ইং, টেংরা, শ্রীপুর

বন্ধু আমার মাঝে

বন্ধু আমার মাঝে পাই গো ঠাঁই
দুঃখ দিয়ে আর করনা আমারে যাচাই ॥
যদিওনা ভালবাসি
তবু যেটুক কাছে আছি
সেটুক যেন পাই ॥
বিচিত্র এ ভুবন ঘুরে
কত জনারে ধন্য করে
দিয়েছ যে ঠাঁই ॥

শিখাও আমায় ভালবাসা
মনে দাও মোর বিপুল আশা
থাকতে তোমায় চাই ॥
প্রিয়তম তুমি আমার
প্রাণে দাও মোর এস্কের বাহার
তাইতো মত্ত রই ॥
আর কিছু না চাওয়ার আছে
সদা থেক আমার কাছে
সব যেন না হারাই ॥
পাইলে তোমার বুকের মাঝে
হৃদয়ে মোর কি বিরাজে
আযহার তো আর নাই ॥

১৮/১০/৮৭ইং

যেদিন তোমায়

যেদিন তোমায় ছেড়ে যাব
চিরতরে নিরব হব
সেদিন সাথী কে রবে মোর
বলে দিও
মা- মাগো ॥
পুত্র বধু তোমায় যেদিন
নাকের সোনা রাখবেনা চিন
চরণ তলে লুটিয়ে আমার
ফেলবে আখি লোর॥
মা- মাগো ॥
যেদিন এতিম সন্তান আমার
জড়িয়ে ধরবে গলা তোমার
আমার নিরব দেহের পাশে
কাদবে রাত্রি ভোর ॥
মা- মাগো ॥
এ শূন্য ঘর করবে খা-খা
বলবে তুমি যায় না রাখা
আর ক্ষণ এ বুকের ধন
যাও নিয়া কবর॥
মা- মাগো ॥
শূন্য বিছান কাঁদবে একা
আসবেনা কেউ করতে দেখা
আযহার যাবে- নিরব হয়ে
আযহাররে পাঠাইও মোর্শেদের দরবার ॥
মা- মাগো ॥

ওগো দরদী

ওগো দরদী
বিদায় বেলায় যেন পাই তোমারে
মোর শিয়রে॥
তুমি দুহাতে পরাইও মোর আখেরী পোষাক
জনমের মত যখন হব নির্বাক
ক্ষণিক চাহিয়া থেক মুখপানে
জনমের তরে॥

ওগো দরদী
অন্ধকার কবরেতে যাইব যখন
আশার সংসার হবে শূন্য স্বপন।
কবরের কোল ঘেষে দাড়াইও ওগো
যাই যেন শেষ দেখা করে।

আমি হারাইয়া গেলে ওগো দরদী
সকলেরে সাথে লয়ে মোরে ডাকুনী
শুনিবে কি ক্ষীন স্বর মুখর প্রহরে॥
কলেমা পড়িয়া সবে যেদিন আমারে
শূন্যে উঠাইয়া নেবে পাই যেন
মোর ধারে
চেয়ে দেখে
আয্হাররেরে॥

১৯/৮/৮৬ইং, টেংরা, শ্রীপুর

দরদী নাই

দরদী নাই আমার রে
দুঃখ বলি আমি কারেরে
ব্যথার ব্যথি রইলনা সংসারে॥

কার লাগিয়া বাধিয়া ঘর
পর হইয়া যাই
হল না কপালে আমার ঘরের মাঝি ঠাঁই
কে জ্বালাবে বাতি আমার
অন্ধকার কবরে॥
বন্ধু আমার কোথায় গেল আর মনে করে না
বাসবেনা আর জানি তবু এ মনতো বুঝে না
তার মত আর কোথায় পাব
কান্দি তাই এমন করে॥
কান্দাস না আর বন্ধুরে তুই আড়ালে থাকিয়া
দেখলি না তুই কি হইয়াছি শুধু তোর লাগিয়া
সাগরে ফালাইয়া আমায় কান্দ তুমি পাড়ে॥
আমারে কান্দাসনে তোরা তার কথা জিজ্ঞাসী
তার পথে পড়িয়া মরলে মাটি দিস ভাই আসি
বন্ধু আইলে খবর কইও আযহার নাই আর ঘরে॥

জিয়নপুর, ১৪/২০/৮৬ইং

সবক

The Lesson

সবক করার নিয়ম

ভাল উৎপাদন পেতে হলে ভাল ভাবে জমি চাষ করে নিতে হয়, মরণের খেয়াল হচ্ছে আল্লাহ্‌র বাস্তব জ্ঞান (Practical) বা মা'রেফত অর্জনের জন্য জমি চাষতুল্য। হাদিস শরীফে আছে, "আকিছিরুজ জিক্‌রা হাদামুল লাজ্জাত"-তোমরা অধিক পরিমাণে স্বাদ বিনষ্টকারী মৃত্যুকে স্মরণ কর। আরও আছে, হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি দিনে বিশ বার মরণকে স্মরণ করে, তার শহীদের চেয়েও বেশী নেকী হয় (বুখারী শরীফ)।

সবক আরম্ভ করার পূর্বে প্রথম দিন দু'রাকায়াত শোকরানা নামাজ আদায় করে আল্লাহ্‌র দরবারে যাবতীয় গুনাহ মাফ চেয়ে দো'য়া করবেন। মাবুদ এই গোলামকে আপনি কবুল করে নিন, এই তরিকার সমস্ত নেয়ামত এ গোলামের নছিব করুন। মাগ্‌রিবের ফরজ সুন্নত নামাজ আদায় করার পর, ছয় রাকায়াত আউয়াবিনের নামাজ আদায় করে তারপর শোকরানা নামাজ পড়বেন। শোকরানা নামাজের পরে পাঁচবার দরূদ শরীফ পড়ে মোনাজাত করবেন। তারপর একটা নিরালা স্থানে চক্ষু বন্ধ করে মন স্থির করে বসবেন। বসে নিম্নলিখিত কায়দায় মরণের খেয়াল করবেন।

চক্ষু বন্ধ করে কপাল থেকে নাক বরাবর দৃষ্টি রাখুন। এখন মন খুব স্থির করে মৃত্যুর ভাবনা ভাবুন। মনকে প্রশ্ন করুন, মন তুমি মরবে কি না? মন উত্তর দিবে, মরব। দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করুন, মরে তুমি যাবে কোথায়? তোমাকে কি ঘরে রাখবে, না কবরে? মন উত্তর দেবে, কবরে। তৃতীয় প্রশ্ন করুন, কবরে তোমার কে বান্ধব হবে? মন উত্তর দেবে, আল্লাহ্ বাদে কেহ বান্ধব নেই। এই কয়টা প্রশ্ন এবং উত্তর খুব নিবিড়ভাবে হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে হবে। এরপর একটা লোক মরণ থেকে কবরে যাওয়া পর্যন্ত যা যা ঘটে নিজের উপরে খেয়ালে খেয়ালে ঘটিয়ে নেবেন। খুব নিবিড়ভাবে খেয়াল করবেন, আমি এখন মরে গেলাম। আমাকে চারজন লোক ধরাধরি করে দুয়ারে এনে রাখে। এখন আমাকে গোসল দেয়। খেয়ালের নজরে দেখবেন, গোসলের পানি দুয়ারের উপর দিয়ে গড়িয়ে যায়, আপনার অবুঝ সন্তানেরা সেই পানিতে খেলা করে। আপনার বিবি আপনার চেহারার দিকে তাকিয়ে আছে ফ্যাল ফ্যাল করে, চোখের পানিতে সে বুক ভিজিয়ে দিচ্ছে। আপনাকে এপিঠ ওপিঠ করে গোসল দেয়া হচ্ছে। এবার আপনার জন্য কাফনের কাপড় এনে পাশে রাখা হল। এখন আপনাকে কাফন দেওয়া হচ্ছে। এখন কাফনে মোড়ানো আপনি দুয়ারে অসহায়ভাবে শুয়ে

আছেন আসমানের দিকে মুখ করে। এখন আপনার বিধবা বিবি আপনার দিকে চেয়ে অঝোরে কাঁদে। খুব নিবিড়ভাবে লক্ষ্য করে দেখবেন, আপনার বিধবা বিবিকে হাতের চুড়িবিহীন অবস্থায় দেখলে কেমন দেখা যায়। এসব কল্পনা করলে দেখবেন দেল (মন) নরম হবে।

সবকে বসার কায়দা

চারজানু হয়ে বসে বাম পায়ের কিমিয়াস রগকে ডান পায়ের বৃদ্ধা ও তৎসংলগ্ন আঙ্গুল দিয়ে খুব চেপে ধরবেন। বাম পায়ে হাটুর নীচের দিকে যে মোটা রগটা আছে, তাকে কিমিয়াস রগ বলে। এই রগ দিয়ে শয়তান চলাফেরা করে, ঘাড়ের নীচে গোল হাড়ে আশ্রয় নেয়। এই রগটা জোরে চেপে বসলে শয়তানী খেয়াল দূর হয়। এই রগটা চেপে বসলে জে কেরে তাড়াতাড়ি তাছির হয়। মেয়েলোক নামাজের আসনে বসে জিকির করবেন।

আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও সান্নিধ্য লাভের সবকসমূহ

প্রথম সবক

তারপর যে কোন দরূদ শরীফ পাঁচবার পড়বেন। এই সময় খেয়াল করবেন, রাসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) রওজা মোবারকের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর উপর দরূদ পড়ি। যদি পারেন নিম্নোক্ত দরূদ শরীফ পড়বেন

"আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা সাইয়্যেদেনা ওয়া নাবিয়েনা ওয়া শাফিয়েনা ওয়া হাবিবিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াআলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম।"

দরূদ শরীফ পাঁচবার পড়ার পর 'আসতাগফিরুল্লাহ' এগার বার পড়বেন। যদি পারেন নিম্নোক্ত আসতাগফিরুল্লাহ পড়বেন খেয়াল করবেন, আমি যাবতীয় গুণাহ্ হতে আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা চাই।

"আসতাগফিরুল্লা হাল্লাজি লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল কাইয়ুম ওয়া আতুবু ইলাইহে লা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল্ আলিয়্যিল আজিম"

এরপর হাতে একটা তসবিহ্ নিয়ে পড়বেন

সোব্হানআল্লাহ্-	১০০ (একশত বার)
আলহামদুলিল্লাহ-	১০০ (একশত বার)
আল্লাহু আকবার-	১০০ (একশত বার)

এই সময় খেয়াল করবেন, আল্লাহ্ আমার দিকে চেয়ে আছেন, আমি আল্লাহ্‌র দিকে চেয়ে আছি। আমি আল্লাহ্‌কে দেখে ডাকি, আল্লাহ্ আমার ডাকের জবাব দিয়ে বলেন, বান্দা আমারে বুলাও ক্যা বা ডাক কেন? হাদীস শরীফে আছে, বান্দা একবার আল্লাহ্‌কে ডাক দিলে, তিনি দশবার জবাব দেন। এই তিন তসবিহ্ পড়ার সময় লফজ মানে খেয়াল না করে প্রতিবারই খেয়াল করবেন, আল্লাহ্ ডাকের জবাব দিয়ে বলেন, বান্দা আমারে বুলাও কেন বা কেন ডাক? এবং প্রতিবারই কানে আল্লাহ্‌র ঐ জবাব শুনতে চেষ্টা করবেন। একদিন ইন-শা-আল্লাহ্ দেলের কানে স্পষ্ট শুনতে পাবেন, আল্লাহ্ কেমন করে উত্তর দেন।

তারপর **'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'** ৫০০ (পাঁচশত বার)

দেলে দেলে মানে বা অর্থ খেয়াল করবেন, **"আল্লাহ্ বাদে কেহ মা'বুদ নাই"**। "লা" শব্দ বলার সময় মুখখানা ডানদিকে ঘুরিয়ে ডান কাঁধের উপর নেবেন, ডান কাঁধের

উপর হতে 'লা' শব্দ উঠাবেন, ইলাহা বলতে বলতে মাথাটা খাড়া রেখে বাম দিকে ঘুরিয়ে আনবেন, নাকটা যখন বাম দুধের বোটা বরাবর আসবে, বাম দুধের দুই আঙ্গুল নিচে আল্লাহ্‌র ঘর ক্বলব থাকে, তখন খাড়া মাথাকে 'ইল্লাল্লাহ্' বলে সজোরে ক্বলবে নিক্ষেপ করবেন যেন, 'ইল্লাল্লাহ্' গলায় না বেঁধে ক্বল্‌বের ভিতরে ঢুকে যায়। ইল্লাল্লাহ্ বলার সময় নাকটা ক্বল্‌ব পর্যন্ত নামাতে চেষ্টা করবেন, বুকটা বাঁকা করে নিচের দিকে নামাবেন। লক্ষ্য রাখবেন, 'ইল্লাল্লাহ্' যেন গলায় থেত্‌লিয়ে আটকিয়ে না যায়। মাথা খুব ঘন ঘন আছাড়-পিছাড় করবেন না শুধু উঠানামা করাবেন মাঝে মাঝে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)' বলবেন। আর যদি সবকে এস্ক লেগে যায়, তবে একেবারে শেষে কয়েকবার বলবেন। পরে **পাঁচ বার দরূদ শরীফ** পড়ে মোনাজাত দেবেন। মাগরিব বাদ ছয় রাকাত আউয়াবিন নামাজ আদায় করে এই সবক করবেন, না পারলে এশা বাদ, না পারলে শোবার আগে কোন সময় ওজু ছাড়াও করতে পারবেন, ফজর বাদ আরেকবার এই সবক করে বেলা উঠলে ছয় রাকায়াত এশরাকের নামাজ আদায় করবেন। হাটতে, চলতে, তসবীহ্ ছাড়া, ওজু ছাড়া, আন্দাজে- অনুমানেও এ সবক আদায় করতে পারবেন।

এই সবকের নিম্নমানের তাছির (Result) এই হবে যে, দেল পরিবর্তন হয়ে যাবে অথবা চোখে পানি ঝরবে, লোকের সঙ্গে অযথা আলাপ করতে ইচ্ছে করবে না, গুণাহের কাজে মন যেতে চাইবে না পীরের জন্য মহব্বত বৃদ্ধি পাবে, তাকে দেখতে ইচ্ছে করবে তাঁর কথা শুনতে ভাল লাগবে আর আখেরাতের চিন্তা মনে ঢুকে যাবে। পুরুষেরা শব্দ করে এবং স্ত্রীলোকেরা নিম্ন স্বরে, নিজে কানে শুনে এভাবে জেকের করতে হবে।

প্রথম প্রথম এই সবক করতে গেলে উজান ঠেলতে হবে, লোকে সমালোচনা করবে। কিন্তু সেদিকে খেয়াল দেয়া নিস্প্রয়োজন, কারণ একের কবরে অন্যে যাবে না। সবকের সময়ে কু-খেয়াল অথবা সবকে তাছির না হলে, বামদিকে 'লা-হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল্ আলিয়্যিল আজিম' পড়ে থু থু করে শব্দ করতে হবে (থু থু ফেলার দরকার নেই)। সবকে তাছির না হলে অথবা সবক করতে মনে যদি না লয়, তবে জোর করে মাত্রা বাড়িয়ে সবক আদায় করতে হবে। জোর করে মিষ্টি খাওয়ালে কি মুখে মিঠা লাগে না? জোর করে ওষুধ খেলে কি বিমারি ভাল হয় না? আল্লাহ্‌র নাম যাতে মুখে না উঠে, তার জন্য শয়তান অনবরত পেছনে তো লেগেই আছে, একথা যেন মনে থাকে।

দ্বিতীয় সবক

নফি এছবাত বা বার তস্‌বির সবক

এই সবকে বসে প্রথমে চক্ষু বন্ধ করে কপাল থেকে নাক বরাবর দৃষ্টি রেখে প্রথম সবকের মত মরণের খেয়াল করবেন এবং মনকে বুঝিয়ে বলবেন যে, কত মানুষ কবরে গেল, তোমাকেও কবরে যেতে হবে! মরণের পরে অনন্তকালের জীবনে যার সঙ্গে থাকতে হবে, দুনিয়ায় বেঁচে থাকতে তাঁর সঙ্গে ভালবাসা করে না গেলে, অন্ধকার কবরে কি ভীষণ অবস্থার সৃষ্টি হবে! এইভাবে উত্তমরূপে মরণের খেয়াল করে পড়বেন ঃ

দরূদ শরীফ-	৫ (পাঁচ বার)
আসতাগফিরুল্লাহ-	১১ (এগার বার)
সোবহানআল্লাহ্-	১০০ (একশত বার)
আলহামদুলিল্লাহ্-	১০০ (একশত বার)
আল্লাহু আকবার-	১০০ (একশত বার)

এই তিন তসবিহ্ পড়ার সময় প্রত্যেকবারই খেয়াল করবেন, "আমি আল্লাহ্‌র দিকে চেয়ে আছি, আল্লাহ্ আমার দিকে চেয়ে আছেন। আমি আল্লাহ্‌কে দেখে ডাকি, আল্লাহ্ ডাকের জবাব দিয়া কয় (বলেন), বান্দা আমারে বুলাও ক্যা বা ডাক কেন"। যদি কোন সময় পূর্ণ একশো বার নাও বলতে পারেন, তবে 'সুবহানআল্লাহ্' তেত্রিশ, 'আল্‌হামদুলিল্লাহ্' তেত্রিশ, 'আল্লাহু আকবার' চৌত্রিশ বার বলবেন। কিন্তু হালকায়ে জিকিরের দিন পূর্ণ একশত বার করে বলতে হবে।

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ- ২০০ (দুইশত বার)

দেলে দেলে মানে বা অর্থ খেয়াল করবেন- **আল্লাহ্ বাদে কেহ মা'বুদ নাই**।

অথবা যদি কেহ পারেন, তবে নিম্নোক্ত খেয়াল করতে পারেনঃ

'লা মাকছুদা ইল্লাল্লাহ্-লা মাতলুবা ইল্লাল্লাহ্-লা মাহবুবা ইল্লাল্লাহ্-লা মাশুকা ইল্লাল্লাহ্' অথবা এইভাবে খেয়াল করতে পারেন, যখন "লা" শব্দ বলবেন তখন খেয়াল সাত তবক আসমানের উপরে নিয়ে দেখবেন, কোথাও আল্লাহ্ নেই সঙ্গে সঙ্গে ঐ খেয়াল জমিনের দিকে আনবেন এবং হাজার হাজার মাইল জমিন সব ঘুরে আসবেন এবং খেয়ালের দৃষ্টিতে দেখবেন জমিনেও আল্লাহ্ নেই অথবা এইভাবে খেয়াল করতে পারেন "লা" শব্দ যখন বলবেন, সঙ্গে সঙ্গে খেয়াল করবেন, জমিন নেই, আসমান নেই, আমার শরীরও নেই, কিছুই নেই, শুধু আল্লাহ্‌ই আছেন।" এখন আল্লাহ্ কোথায় আছেন, হাদিস শরীফের মতে ক্বল্‌ব হল আল্লাহ্‌র আরশ সুতরাং এখন খেয়াল কল্‌বের দিকে নেবেন এবং একিনের চক্ষু দ্বারা

ক্বল্বের দিকে নজর করলে দেখবেন, আমার ক্বল্বে আল্লাহ্ই আছেন। অথবা অন্য রকম খেয়ালও করতে পারেন "বেহেশ্ত দোজখ আরশ কুরছী লওহ্ কলম সাত তবক আসমান জমিনে কোথাও আল্লাহ্ নেই, কিন্তু একিনের চক্ষু দিয়ে ক্বল্বের উপরে নজর করে দেখবেন, আল্লাহ্ আমার ক্বল্বেই আছেন। প্রথম শিক্ষার্থীদের জন্য এই সমস্ত খেয়াল না করা ভাল। তারা "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর" অর্থ খেয়াল করবেন, "আল্লাহ্ বাদে কেহ মা'বুদ নাই।" প্রথম সবকের নিয়ম অনুযায়ী লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবেন। তারপর-

ইল্লাল্লাহ্- ৪০০ (চারশত বার)

ইল্লাল্লাহ্র মানে খেয়াল করবেন, **"আমার ক্বলবে আল্লাহ্ই আছেন"**।

বাম দুধের দুই আঙ্গুল নিচে আল্লাহ্র ঘর ক্বলব থাকে, খাড়া মাথাকে 'ইল্লাল্লাহ্' বলে সজোরে ক্বলবে নিক্ষেপ করবেন যেন, 'ইল্লাল্লাহ্' গলায় না বেঁধে ক্বল্বের ভিতরে ঢুকে যায়। ইল্লাল্লাহ্ বলার সময় নাকটা ক্বল্ব পর্যন্ত নামাতে চেষ্টা করবেন, বুকটা বাঁকা করে নিচের দিকে নামাবেন। লক্ষ্য রাখবেন, 'ইল্লাল্লাহ্' যেন গলায় থেত্লিয়ে আটকিয়ে না যায়। আকায়েদের মাসআলা নিয়ে বেশী হুলাহুলি করবেন না, তাহলে সবকের আসল মর্ম বুঝতে পারবেন না। শুধু আকায়েদই হাসিল হবে, আল্লাহ্ হাসিল হবে না। কারন, যুক্তিতে তাকে পাওয়া যায় না, ভক্তি রসে অবগাহিত হয়ে তাঁকে পাওয়া যায়। এরপর

আল্লাহ্ আল্লাহ্- ছয়শতবার

'আল্লাহ্ আল্লাহ্' বলার সময় কপাল থেকে নাক বরাবর দৃষ্টি রাখবেন, এই দৃষ্টি যেন নড়াচড়া না হয় এবং খেয়াল করবেন, "আমি আল্লাহ্কে দেখে ডাকি, আল্লাহ্ আমার ডাকের জবাব দিয়ে বলেন, বান্দা আমাকে বুলাও ক্যা বা ডাক কেন?" এই ডাকের জবাব শুনার জন্য দেলের কান সজাগ রাখবেন এবং বিশ্বাস করবেন। হাদিস শরীফে আছে, আল্লাহ্ পাককে একবার ডাক দিলে, আল্লাহ্ পাক ১০ বার ডাকের জবাব দেন। পরে **৫ বার দরূদ শরীফ** পড়ে মোনাজাত করবেন।

উক্ত সবকের তাছির (Result)

১। জেকের করতে করতে কান্না আসে।
২। আল্লাহ্র নাম নেওয়ার জন্য মনে উদাসীন ভাব আসে।
৩। সুন্নতের তাবেদারী করতে মনে ইচ্ছা করে।
৪। শরীয়তের জন্য কুর'বান হতে মনে চায়।
৫। কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' নূরানী নকশায় রূহানী নজরে দেখা যায়।
৬। ক্বল্বের মধ্যে 'ইল্লাল্লাহ্র' নূরানী নকশা দেখা যায় এবং অন্তরের অন্তঃস্থল হতে কে যেন নিরবচ্ছিন্ন জেকের করে মা'লুম হয়। আর কোন কোন সময় মনে হয়, অনেক দূর হতে আল্লাহ্র জিকিরের শব্দ অজস্র ধারায় ভেসে আসে।
৭। কোন কোন সময় জিকির করতে করতে নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে যায়।

তৃতীয় সবক

হাব্সে দম

এই সবকে বসে মওতের খেয়াল করার পর, দ্বিতীয় সবক বা নফি এছবাতের সবকের অর্ধেক আদায় করবেন অর্থাৎ

দরূদ শরীফ-	৫ (পাঁচ বার)
আসতাগফিরুল্লাহ-	১১ (এগার বার)
সোবহানআল্লাহ্-	৩৩ (তেত্রিশ বার)
আলহামদুলিল্লাহ্-	৩৩ (তেত্রিশ বার)
আল্লাহু আকবার-	৩৪ (চৌত্রিশ বার)
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্-	১০০ (একশত বার)
ইল্লাল্লাহ্-	২০০ (দুইশত বার)
আল্লাহ্ আল্লাহ্-	৩০০ (তিনশত বার)

তারপর সবক বন্ধ করে দিয়ে, চুপ করে বসে খুব খেয়াল করে একটা লোক মরণ থেকে কবরে নিয়ে মাটি দিয়ে আসা পর্যন্ত যা যা ঘটে নিজের উপরে খুব খেয়ালে খেয়ালে চিন্তা করতে থাকবেন। প্রথম সবকে মরণের যে খেয়াল করা হয়েছে, সেই সমস্ত খেয়াল করে খুব গভীরভাবে মনকে বুঝাবেন যে, মন এখন চিন্তা করে দেখ, তুমি বাড়ীর উঠানে নেমে উত্তর শিয়র হয়ে আছ, এখন তোমাকে গোসল দেয়া হয়, কে কে গোসল দেয় খেয়াল করবেন, এখন তোমাকে কাফন পরিয়ে জানাজা দিয়ে দুয়ারে শুইয়ে রাখা হয়েছে, তোমার বিবি এখন সাদা কাপড় পরে বিধবা বেশে নাকের সোনা, হাতের চুঁড়ি খুলে তোমার ধারে দাঁড়িয়ে কাঁদে আর বলে, আমায় তুমি কি দিয়ে গেলে? এখন খেয়াল করেন, আপনাকে কবরের দিকে নিয়ে যায়, আপনার ছেলেমেয়েরা পেছনে দৌড়ায় আর 'আব্বা আব্বা' বলে কাঁদে। এরপর খেয়াল করবেন, আপনার মরণের খাট নিয়ে কবরের এক পাশে রাখা হল। এখন আপনাকে কবরে নামানো হল। এখন আপনার সন্তান আপনাকে কবরে রেখে লাফিয়ে কবরের উপরে উঠল। কিতাবে আছে, সন্তান যখন পিতা-মাতাকে কবরে রেখে উঠে আসতে চায়, তখন ঐ পিতামাতার রুহ্ সন্তানের পায়ে জড়িয়ে ধরে কাঁদে আর বলে, বাবা আমাকে একলা ফেলে যেওনা। এখন আপনার কবরের উপরে মাটি ফেলে চাপা দেয়া হল, সবাই বিদায় হয়ে গেল। এখন মুন্কার নাকীর দু'জন ভীষণ দর্শন ফেরেশ্তা কবরে হাজির হল, তাদের হাতে গুর্জ্জ। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ফরমায়েছেন, সারা দুনিয়ার জ্বীন এবং মানুষ একত্রে চেষ্টা করলেও একটি গুর্জ্জকে একটুও নড়াতে পারবে না। এখন ফেরেশতা দু'জন গুর্জ্জ উঠিয়ে আপনাকে বসিয়ে আপনার ডান এবং বাম কাঁধের দিকে দাঁড়িয়ে আপনাকে সওয়াল করতে উদ্যত হল, আপনি

এখন খেয়াল করবেন যে, তাদের সওয়ালের জবাব দিতে না পারলে, এই অন্ধকার কবরে গুর্জের আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাব। আপনি এখন মনকে বুঝাবেন, মন! এই ভীষণ অন্ধকার কবরে এখন তোমার কে আছে, চিন্তা কর! এখন তোমার আল্লাহ্ বিনে কোন বান্ধব নেই, এই খেয়ালে আপনি এখন তসবিহ্ হাতে নিয়ে একদমে যতবার পারেন আল্লাহ্কে অত্যন্ত আকুলভাবে ডাকবেন এবং দম বন্ধ করে ঘন ঘন করে বলবেনঃ

আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহ্...............আল্লাহ্ - ২১ দমে ২১ (একুশ) **বার** বলবেন।

বলতে বলতে দেখবেন এক দমে কতবার 'আল্লাহ্ আল্লাহ্' বলতে পারেন। দ্বিতীয় দমে প্রথম দমের চেয়ে আরও কিছু 'আল্লাহ্ আল্লাহ্' বাড়িয়ে বলার চেষ্টা করবেন। এইভাবে ২১টা দমে 'আল্লাহ্ আল্লাহ্' বলবেন, বলতে বলতে শব্দ বন্ধ হয়ে যাবে, তবু বলা থামাবেন না। এক দমে 'আল্লাহ্ আল্লাহ্' যত বেশী মাত্রায় বলতে পারবেন, সবকে তত বেশী তাছির পাবেন। দিনে রাতে দমে দমে 'আল্লাহ্ আল্লাহ্'র মাত্রা বাড়িয়ে বলতে থাকবেন এবং এক দমে 'আল্লাহ্ আল্লাহ্' বলতে বলতে এই কাজটি শেষ করতে পারি কিনা, বা এই গাছ থেকে ঐ গাছ পর্যন্ত এক দমে 'আল্লাহ্ আল্লাহ্' বলে হেটে যেতে পারি কি না, খেয়াল করবেন সবকের সময় এমনভাবে আল্লাহ্ বলবেন, যেন মুনকার নাকীর আপনাকে প্রশ্ন করার সময় না পায় এবং 'আল্লাহ্ আল্লাহ্' বলা যেন মুহূর্তের জন্য বন্ধ না হয়, আল্লাহ্কে ডাকতে ডাকতে যেন কিয়ামত জারী হয়ে যায়।

উক্ত সবকের তাছির (Result)

* জেকের করতে করতে কোন সময় দেখবেন, ঘুম হতে জাগ্রত হলেও আপনার জিহ্বা আপনার অনিচ্ছা সত্ত্বেও একা একা নড়াচড়া করে আল্লাহ্র জিকিরে রত আছে।
* খেয়াল করলে আল্লাহ্র সকল সৃষ্ট বস্তু থেকে আল্লাহ্ জিকির স্পষ্ট শুনতে পাবেন। বিবিকে খাছ পর্দা করে এবং সুন্নতি লেবাস নিয়ে এই জিকির বেশী মাত্রায় করলে, দেহের ছত্রিশ কোটি পশমের গোড়া দিয়ে আল্লাহ্র জিকির বের হতে থাকবে, আখেরাত এবং কবরের অন্ধকারের কথা প্রাণে সদা জাগ্রত থাকবে। এই সবকে ভেতরের হালাত কোন কোন সময় এরকম হবে, দেখবেন, নাভী হতে দেহের উপরের অংশ কোটি কোটি মাইল উর্ধ্বদেশে উঠে গিয়েছে। নাভীর নিচের অংশটুকু জমিনে পড়ে আছে। আরও অন্যান্য হালত হবে, যেগুলো বর্ণনা করা নিষেধ।

এ সবকগুলোর পরে আরও **সতেরটি সবক** রয়েছে। যেগুলো করলে মানুষের কি যে হালত হয় এবং আল্লাহ্র সঙ্গে যে কি রকম গভীর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তা বই পুস্তকে লিখে মোটেই প্রকাশ করা যাবে না।

বিঃ দ্রঃ সবকের অধ্যায়ে যে সবক লিখা হয়েছে, তা থেকে প্রথম সবক করার এযাযত

দিলাম। এই সবক করতে করতে যদি কারো চোখে পানি আসে এবং দিল পরিবর্তন হয়, তাহলে এ গোলামের গরীবালয়ে যোগাযোগ করে এলমে মা'রেফতের উপরের নেয়ামতের সবক নেবেন।

- **মানিকগঞ্জ দরবার শরীফে প্রতি বাংলা মাসের শেষ বৃহস্পতিবার মাসিক মাহ্ফিল অনুষ্ঠিত হয় ও এল্মে মা'রেফতের শিক্ষা দেয়া হয়।**
- **বছরে দু'বার এলমে মা'রেফতের ইসলামী মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ৫, ৬, ৭ অগ্রহায়ণ ও ১০, ১১, ১২ই ফাল্গুন। (প্রয়োজনে তারিখ পরিবর্তন করা হয়)।**
- **প্রতি ইংরেজী মাসের ৩ ও ৪ তারিখে সিদ্দিকীয়া উত্তর বাড্ডা খান্কা শরীফে ইসলামী মাসিক মাহ্ফিল অনুষ্ঠিত হয়।**

কুতুব-উল-আকতাব অধ্যাপক (অবঃ) আলহাজ্ব হযরত মাওলানা
মুহাম্মদ আয্হারুল ইসলাম সিদ্দিকী সাহেব (রহঃ)
এর বড় সাহেবজাদা ও প্রধান খলিফা হযরত মাওলানা
ড. মুহাম্মদ মনযুরুল ইসলাম সিদ্দিকী
পীর সাহেব, মানিকগঞ্জ দরবার শরীফ
প্রিন্সিপাল, জামি'আ-আরাবিয়া সিদ্দিকীয়া দারুল উলুম মদ্রাসা
চেয়ারম্যান, সিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

মানিকগঞ্জ দরবার শরীফে যাওয়ার রাস্তা
ঢাকা আরিচা রোডে মানিকগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডে নেমে রিকশায় সিদ্দিক নগর।
ফোন ঃ ০৬৫১ - ৬১৩৪৮

সিদ্দিকীয়া উত্তর বাড্ডা খানকা শরীফে যাওয়ার রাস্তা
স্বাধীনতা স্মরণী সড়ক, উত্তর বাড্ডা, বাড্ডা, ঢাকা। ফোন ঃ ৮৮২ ৭৩৩২
(উত্তর বাড্ডার মেইন রোডের পার্শ্বে হোসেন মার্কেট থেকে বামে স্বাধীনতা স্মরণী রোডের মাঝামাঝি । উপশম হাসপাতালের বিপরীতে)

দু'টি কথা

ধর্মের মূল হচ্ছে বিশ্বাস। ইসলাম ধর্মে কয়েকটি বিশ্বাস না থাকলে তাকে ঈমানদার বলা যাবে না এবং সে কাফের হবে। যেমন কবর আযাব কেউ বিশ্বাস না করলে সে কাফের হবে এবং আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) কে বিশ্বাস না করলে তার কোন নেক আমলই কাজে আসবে না। এক শ্রেণীর তথাকথিত শিক্ষিত লোক জাহেলদের মত চিন্তা ভাবনা করে বলে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নবী ছিলেন না, কবি ছিলেন (নাউজুবিল্লাহ)। কেননা তিনি যে বলেন কবর আযাব সত্য কিন্তু তিনি আরো বলেন কৃপণ ব্যক্তিকে সাপে কিয়ামত পর্যন্ত কামড়াবে যে সাপটির বিষের চোটে চক্ষু নীল হয়ে গেছে এবং মাথার পশমগুলো পড়ে গেছে। একটা লোকের মৃত্যুর পর হাড়গুলো মাটিতে মিশে যায়। ঐ লোকটার বুকটা কোথায় থাকে, সাপটাইবা কোথায় দংশন করে। এ ছাড়া হিন্দুরা পুড়িয়ে একেবারে ছাই করে দেয়। এই ধরণের মন্তব্য নাস্তিকেরা ও তথাকথিত জ্ঞানান্ধরা করে থাকে। এই সমস্ত ভ্রান্ত যুক্তির সদুত্তর নিখাঁদ বিজ্ঞান ও দর্শনের যুক্তি দিয়ে একটি বই লিখে দিয়েছি। তার নাম "মহাস্বপ্ন"।

-ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ-

বাংলাদেশ (Bangladesh)

সিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রধান কার্যালয়
সিদ্দিক নগর, মানিকগঞ্জ দরবার শরীফ
ফোন ঃ ০৬৫১-৬১৩৪৮
E-mail: sfbd786@mailblocks.com

ঢাকা কার্যালয়
সিদ্দিকীয়া উত্তর বাড্ডা খান্‌কা শরীফ
স্বাধীনতা স্বরণী সড়ক, সিদ্দিকনগর, বাড্ডা, ঢাকা
ফোনঃ ৮৮২৭৩৩২

জামি'আ আরাবিয়া সিদ্দিকীয়া দারুল উলুম মাদ্রাসা
সিদ্দিক নগর, মানিকগঞ্জ দরবার শরীফ
ফোন ঃ ০৬৫১-৬১৩৪৮

মডার্ন বুক সেন্টার
১, মিরপুর রোড (ইসলামিয়া মার্কেট)
নীলক্ষেত, ঢাকা। ফোনঃ ৮৬১৯৭৯০

সোনিয়া মেডিকেল বুক হাউজ
২৪, মিরপুর রোড, (ইসলামী মার্কেট)
নীলক্ষেত, ঢাকা। ফোনঃ ০২-৮০১৪৩৫

কুষ্টিয়া সীড স্টোর লাইব্রেরী
(মিরপুর ১১ নং বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন) ঢাকা
ফোনঃ ৮০১১৪৩৫

ভূঁইয়া কনফেকশনারী
পূরবী সুপার মার্কেট, মিরপুর, পল্লবী, ঢাকা
ফোনঃ ০১৭১-১৪৮৫০৮

উজ্জ্বল বই বিতান
৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা, ফোনঃ ৭১২ ৩৬০৪

অফিস ইন্টারলিংক
২৭১/১ পশ্চিম নাখালপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা
ফোনঃ ৮১২ ০০১৭, ৮১৫ ০১৭০

আবদুল্লাহ্
জেনেসিস প্রাঃ লিঃ
৭৩, সিদ্ধেশ্বরী রোড, রমনা, ঢাকা
ফোনঃ ০১৮-৪৯৩৬৩৭
E-mail: genesisl@bdcom.com

INDIA (ভারত)

Techno World
(Exclusive Distributor in India)
Block B, Shop 54, College Street Corpn.
Market, Kolkata-700 007 (Beside Bibhuti Hotel)
Tel: 91-33- 2219-6116
E-mail: technoworld786@vsnl.net

UBS Publishers' Distributors Pvt. Ltd.
8/1-B, Chowringhee Lane, Kolkata-700 016
Tel: 91-33-22521821, 22522910,
Fax: 91-33-22523027
E-mail: ubspdcal@cal.vsnl.net.in

National Book Store
15, Bankim Chattojee Street, Kolkata-700 073
(Opposite of Kolkata Presidency College)

Sarvodaya Book Stall
Howrah Station
(Old Complex, Near Main Enquiry)
Howrah-711101 (W.B)

Biswas Book Stall
88 U. G. Road, Kolkata-700 009

International Book Trust
54 College Street, Kolkata-700 073

M/s. Preface Books
Mumbai, India

UBSPD
New Delhi & Bangalore

ITALY (ইটালী)

Rashid Communications
VIA Goito, 7/a, 40126 Bologna
Italy, Tel: 051-273021

Carto Livreria
VIA - La- Marmora - 16
0085 Roma
ITALY, Tel: 06-441133

লেখকের গ্রন্থসমূহ

❒ **মহাভাবনা** (MOHA VABNA) **(স্বর্ণপদক প্রাপ্ত)**
এ মহাকিতাবে সমগ্র বিশ্বে এই প্রথম মহান আল্লাহ্‌পাকের অস্তিত্ব সম্পর্কে বিশ্ব চ্যালেঞ্জ (The World Challenge) করা হয়েছে, যা বিশ্বের নাস্তিকরদের মাথা নিচু করে দিচ্ছে । কোরআন শরীফ, হাদিস শরীফ ও বিজ্ঞানের আলোকে আল্লাহ্‌পাকের বিশালতা সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করা হয়েছে এবং যুক্তি দিয়ে দেখানো হয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌পাকের এবাদত করে না সে নিকৃষ্ট প্রাণীর চেয়েও অধম। যুগশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান ভিত্তিক ধর্মীয় এ মহাকিতাবে মহাসৃষ্টি সম্পর্কে তিনি জ্যোতিশাস্ত্র (Astronomy), দর্শণ (Philosophy), দেহবিজ্ঞান (Physiology), পদার্থবিদ্যা (Physics), রসায়ন (Chemistry), গণিত (Mathematics), ইত্যাদির আলোকে আলোচনা করেছেন। এতে জ্ঞান পিপাসু মানুষের জ্ঞানের সন্ধান রয়েছে।

❒ **মহাস্বপ্ন** (MOHA SHAPNA)
হুজুরপাক (সাঃ) এর পর থেকে প্রায় **১৫** শত বছর পর তাঁর একটি সহি হাদিস শরীফের সঠিক বৈজ্ঞানিক প্রমানের মাধ্যমে **১৯৮৬** সালে নতুন একটি থিওরী (Man will have never been vanishing and one man divided into core of cores **atom-men** after death and they can listen and watch with live feelings) আবিষ্কার করেছেন যা বিজ্ঞানের মতধরাকে পরিবর্তন করবে। মৃত্যুর পর হিন্দুরা পুড়িয়ে, মুসলমান ও খৃষ্টানরা মাটিতে গলিয়ে দিলেও কিভাবে কৃপন ব্যক্তির বুকে সাপে কামড়ায় তার প্রমাণ করা হয়েছে।

❒ **জীবন রহস্য ও দেহতত্ত্ব** (JIBON RAHASHA O DEHA TATTA)
জীব-বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে ও দর্শনের যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন মহান আল্লাহ্‌পাক মানব দেহের ভিতরের নানা জটিল কার্য কিভাবে অনবরত সমাধান করছেন এবং দেহটাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। মেডিক্যাল সাইন্সের জিস্ট (নির্যাস) বের করে কোরআন শরীফের আলোকে এ কিতাবখানি লেখা হয়েছে। মানব দেহের কোথায় আল্লাহ্‌পাক থাকেন তার সঠিক প্রমাণ করা হয়েছে। অনেক নাস্তিক এ কিতাব পড়ে আল্লাহ্‌পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে বাধ্য হয়েছে।

❒ **বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পর্দা** (BIGGANER DRISTITAY PARDA)
বেপর্দা নারীর স্বামীর কি যে সর্বনাশ হয় এবং সে কিভাবে যে অতিসত্বর পুরুষত্বহীন হয়ে পড়ে তা বিজ্ঞান এবং ডাক্তারী শাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ কিতাব পড়ে অসংখ্য নর-নারী বেপর্দা ও বিষাক্ত জীবন থেকে ফিরে এসে পর্দার মাধ্যমে শান্তিময় ইসলামী জীবন বেছে নিয়েছেন। এমনকি অনেক হিন্দু ও খৃষ্টান মহিলারা পর্যন্ত বোরখা পরে পর্দা করা শুরু করেছেন।

❒ **ধূম পিপাসা সর্বনাশা** (DHUM PIPASA SHARBANASHA)
ধূমপান করলে কি সর্বনাশ হয়, ডাক্তারী শাস্ত্রে তা দেখানো হয়েছে। ধূমপান করলে যে ক্ষতি হয়, তা নষ্ট করার কায়দা দেখানো হয়েছে এবং কি উপায়ে ধূমপান করলে ক্ষতি হয় না এবং ধূমপান কিভাবে ত্যাগ করা যায়, তার একটি অব্যর্থ উপায় লিখে দেয়া হয়েছে। এটা বহু পরীক্ষিত।

❒ **পীর ধরার অকাট্য দলিল** (PEER DHARAR AKATTA DALIL)
অনেকে বলে, পীর ধরার দরকার নেই। এসব কথার সদুত্তর কুর'আন শরীফ থেকে অকাট্য দলিল দিয়ে প্রমাণ করা হয়েছে যে, পীর না ধরলে মানুষ আল্লাহ্‌কে চিনতে পারবে না এবং মা'রেফতের জ্ঞান লাভ করতে পারবে না, অবশ্য আল্লাহ্ পাক ইচ্ছে করলে সবই পারেন। পৃথিবীর যুগশ্রেষ্ঠ সমস্ত আল্লাহ্‌র ওলীগণ সবাই যে পীর ধরেই মহামনীষী হয়েছেন, সে সম্পর্কে সঠিক আলোচনা করা হয়েছে।

❒ **তারানায়ে জান্নাত** (TARANA- A- JANNAT)
বিচ্ছেদ বেদনাতুর হয়ে ঝংকৃত, কাব্যিক রসে স্নাত, ছন্দের দ্যোতনায় আপ্লুত অতি উচ্চ পর্যায়ের আধ্যাত্মিক গজলের কিতাব যা সালেককে আল্লাহ্‌পাকের খুব নিকটে পৌঁছায়। মা'রেফত পন্থীদের জন্য এলমে মা'রেফতের উচ্চাঙ্গের তত্ত্ব এই বইটিতে গজল আকারে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

❒ **মা'রেফতের ভেদতত্ত্ব** (MAREFATER VEDTATTA)
মা'রেফতপন্থীদের জন্য এলমে মা'রেফতের উচ্চাঙ্গের তত্ত্বসম্বলিত ও চিশতিয়া সাবেরিয়া তরিকার সবকসমূহ এবং সাজরানামা সম্বলিত কিতাব। এটি সালেকদের পাঠ্য বই।

✪ তারানা জান্নাতের গজলসমূহ লেখকের (মোর্শেদ কেব্‌লা) নিজস্ব সুর দেওয়া গ্রন্থ। আর এই সুর মোর্শেদ কেব্‌লার প্রাণপ্রিয় খাদেম আব্দুল কাদের মোল্লা (মোল্লা ভাই)-এর কণ্ঠে গজল আকারে ক্যাসেটে পাওয়া যাচ্ছে।